২ জুন ২০১৬, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, ২৬ শাবান ১৪৩৭, বর্ষ ২ বৃহস্পতিবার সংখ্যা ৩৪, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

প্রথম আলো

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

কাতার ও বাহরাইনে প্রবাসীদের জন্য চাকরির খোঁজ দেখুন: পৃষ্ঠা-৬

www.prothom-alo.com Thursday, 2 June 2016, 19 Jaistha 1423, 26 Shaban 1437, Year 2, Issue 34, Page 16, Price- Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

দেশওয়ারি অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণের সুপারিশ

বিমানবন্দরে টাস্কফোর্সের অভিযান

শরিফুল হাসান

- দালালদের কারণে বাড়ছে কর্মীদের অভিবাসন খরচ। কাতার, বাহরাইন বা ওমান যেতে আড়াই থেকে ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হচ্ছে
- ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে টাস্কফোর্সের সুপারিশ

মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের কারণে বাংলাদেশ থেকে একজন কর্মীর কাতার, বাহরাইন বা ওমান যেতে আড়াই থেকে ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হচ্ছে। অথচ নেপাল বা ভারতের একজন কর্মীর লাগছে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স ঢাকার হজরত শাহজালাল ও চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে প্রবাসীদের কাছ থেকে এসব তথ্য জানতে পেরেছে। এ সমস্যার সমাধানে অভিবাসন দেশ অনুযায়ী কর্মীদের জন্য খরচ নির্ধারণ করে দেওয়া এবং ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে টাস্কফোর্স।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে এবং অনিয়ম ও প্রতারণা বন্ধ করতে সরকার ২০১২ সালের ৮ জানুয়ারি ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় ছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পুলিশের বিশেষ শাখা, র‍্যাব, গোয়েন্দা ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) প্রতিনিধিরা এই টাস্কফোর্সের সদস্য। সম্প্রতি এই টাস্কফোর্স বিভিন্ন বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়েছে।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোশাররফ হোসেন। প্রতিনিধিদল বিমানবন্দরে কাতার, বাহরাইন, ওমান, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে যাওয়া প্রবাসী কর্মীদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করেন। এরপর তাঁরা অভিবাসন খরচের বিষয়ে তথ্য নেন।

ঢাকা বিমানবন্দর দিয়ে কুষ্টিয়ার খাইরুল ইসলাম বাহরাইনে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান মক্কা-মদিনা ট্রেডার্সের মাধ্যমে বাহরাইন যেতে তাঁর সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগছে। উজ্জ্বল হোসেন বলেন, ওমান যেতে তাঁর ৩ লাখ ৩৫ হাজার টাকা লাগছে। আর টাঙ্গাইলের আক্কাস আলী বলেন, তিনি মেসার্স মজুমদার প্রফেশনাল সার্ভিস নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাচ্ছেন। তাঁর খরচ হচ্ছে আড়াই লাখ টাকা। টাঙ্গাইলের সখীপুরের দালাল চান্দুর মাধ্যমে তিনি লেনদেন করেছেন।

দীর্ঘদিন কাতারে থাকা শ্রীমঙ্গলের শামসুর রহমান টাস্কফোর্সকে বলেন, কাতারে ফ্রি ভিসায় গেলে ছয় লাখ টাকা খরচ হয় এবং চুক্তির মাধ্যমে গেলে সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ হয়।

টাস্কফোর্সের একই দলটি চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিযান চালায়। সেখানে দলটি কাতার, ওমান ও বাহরাইনগামী ১৯ জন প্রবাসীর সঙ্গে কথা বলে।

উইনার ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে কাতার যাওয়া আজিজুল হক বলেন, কাতার যেতে তাঁর লাগছে ৬ লাখ ২০ হাজার টাকা। এ ছাড়া আবদুল আজিজ ৫ লাখ ৬০ হাজার, হেলালউদ্দিন সাড়ে পাঁচ লাখ, আবদুল শুক্কুর সাড়ে চার লাখ, ফরিদুল আলম ২ লাখ ৬০ হাজার ও মিলন খান ২ লাখ ২০ হাজার টাকায় কাতার যাওয়ার তথ্য জানান টাস্কফোর্সকে।

বাহরাইনগামী মো. ইব্রাহিম সাড়ে চার লাখ ও সুমন দাস ২ লাখ ২০ হাজার টাকা দিয়ে বাহরাইনে যাওয়ার কথা জানান। ওমানগামীরা বলেন, তাঁদের কারও দুই লাখ, কারওবা সাড়ে তিন লাখ টাকা লেগেছে।

জানতে চাইলে অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বিভিন্ন সময়ে অভিযান চলাকালে এটি স্পষ্ট যে একেকজন কাতার, বাহরাইন বা ওমানে যেতে তিন থেকে ছয় বা সাত লাখ টাকা পর্যন্ত দিচ্ছে। অথচ নেপাল বা ভারতের একজনের ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা লাগছে। বাংলাদেশের একজন কর্মী বিদেশে যাওয়ার জন্য জমিজমা সব বিক্রি করে দিচ্ছেন। বিদেশে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশিরা যেকোনো কিছু করতে রাজি।'

মোশাররফ হোসেন বলেন, 'যারা বেশি টাকা নিচ্ছে, আমরা সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারণ দর্শানোর চিঠি দিয়েছি। কিন্তু সমস্যা হলো, তিন থেকে সাত লাখ টাকা দিলেও কর্মীদের কাছে টাকা নেওয়ার কোনো প্রমাণ থাকে না। সমস্যা সমাধানে আমরা ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের পরামর্শ দিয়েছি। এ ছাড়া প্রতিটি দেশে যাওয়ার জন্য খরচ নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো সরকারের উচ্চ মহল থেকে নিতে হবে।'

কাতারপ্রবাসী বাংলাদেশিরা জানিয়েছেন, মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে কাতারে যেতে অনেক বেশি টাকা লেগে যায়। আর ফ্রি ভিসা বলে কিছু না থাকলেও 'ফ্রি' ভিসার কথা বলে বেশি টাকা নেওয়া হয়। বাংলাদেশের সাবেক প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

সম্মেলনের ফাঁকে

জাপানের মিয়ো জেলার ইসে-শিমায় জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের এক ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। পাশে আছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেসহ বিশ্বনেতারা। গত ২৭ মে সম্মেলন শেষ হয়। এতে সাতটি অগ্রসর দেশের নেতারা যৌথ ঘোষণায় বিশ্ব অর্থনীতিকে সংকটমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন-ছবি : এএফপি ● ছবি : এএফপি

মুহুরির চরে আমের রাজ্য!

আবু তাহের, ফেনী

ল্যাংড়া, গোপালভোগ, খিরসা, হিমসাগর কিংবা হাঁড়িভাঙা এসব তো রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার আম। তবে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সোলায়মান প্রমাণ করেছেন যত্ন নিলে ফেনীতেও এসব আম ফলানো সম্ভব। দেশি-বিদেশি মিলিয়ে প্রায় ৪০ জাতের আম আছে তাঁর বাগানে। বাগানে নানা জাতের আম লাগিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি, জাত উন্নয়নে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষাও করে চলেছেন।

১৯৯২ সালে ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার মুহুরি প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৭০ একর জমিতে সোনাগাজী এগ্রো কমপ্লেক্স নামের সমন্বিত খামার প্রতিষ্ঠা করেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর মো. সোলায়মান। খামারে মাছ চাষ ও গবাদিপশু পালনের পাশাপাশি কোনো ধরনের কীটনাশক ব্যবহার ছাড়াই বিষমুক্ত উপায়ে ফলের বাগান করছেন তিনি। বাগানের দুই হাজার আমগাছে এবার আমের বাম্পার ফলন হয়েছে। এ ছাড়া বাগানে আমের পাশাপাশি কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, নারিকেল, ড্রাগন ফল ও জামরুলের চাষও করেছেন তিনি।

সোনাগাজী উপজেলা সদর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মুহুরি প্রকল্পের পাশে মো. সোলায়মানের খামারের অবস্থান। প্রকল্পের পাঁচ একর জায়গায় তিনি গড়ে তুলেছেন আমের বাগান। সম্প্রতি তাঁর খামার প্রকল্পে গিয়ে দেখা গেছে, মাছ চাষের জন্য খনন করা বিশাল পুকুরের দুই ধারে আমগাছের সারি। গাছে গাছে ঝুলছে নানা প্রজাতির আম। একেক জাতের আমের গড়ন একেক রকম। কোনোটি গোল আবার কোনোটি লম্বা।

ফেনীর মুহুরির চরে নিজের আম-বাগানে সোলায়মান ● প্রথম আলো

সোলায়মান জানান, খামারে প্রায় দুই হাজার আমের গাছ আছে। এ বছর আরও পাঁচ শ চারা লাগাবেন তিনি। এ পর্যন্ত আম বাগানের পেছনে তাঁর খরচ হয়েছে ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা। বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্রেতারা তাঁর বাগান থেকে আম কিনে নিয়ে যান। গত তিন বছর ধরে আম বিক্রি করছেন তিনি। গত বছর আমের ফলন ভালো হয়নি। বিক্রি হয়েছে এক টনের মতো। তার আগের বছর দুই টন আম বিক্রি হয়েছিল। আর এ বছর এর মধ্যেই তাঁর বাগানের দুই টন আম বিক্রি হয়েছে। এ মৌসুমে সব মিলিয়ে ১০ টনের মতো আম বিক্রি হবে বলে তিনি আশা করছেন।

বাগানে দেশি জাতের আম এর মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। এখন থাই জাতের আম পাকতে শুরু করেছে। এসব আম খুবই মিষ্টি এবং সুস্বাদু। প্রতি কেজি এক শ টাকা করে বিক্রি করছেন তিনি। এ ছাড়া আলফানসো, রুবি, দোসারি ও রাঙ্গুয়াই নামের বিদেশি জাতের আমও ধরেছে বাগানে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

প্রচণ্ড গরমে সকালে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ নয়

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে বাড়ছে গরমের তীব্রতা। গত মে মাসে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। এখনো বাড়ছে তাপমাত্রা। চলতি জুন মাসে তা আরও বাড়বে বলে আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে। বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন ৪০-৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হচ্ছে। এ কারণে প্রতিবছরের মতো এবারও তীব্র গরমের সময় দিনে শ্রমিকদের বাধ্যতামূলকভাবে কাজের বিরতি দেওয়ার আদেশ নির্দেশনা জারি করেছে সরকার।

১৫ জুন থেকে আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বাইরে খোলা আকাশের নিচে কোনো শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। ইতিমধ্যে কাতারের সব নির্মাণসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। দেশের প্রশাসনিক উন্নয়ন, শ্রম ও সামাজিক-বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিষয়টি তদারক করছে।

কাতারে প্রচণ্ড গরমের সময় কোনো শ্রমিককে দিয়ে সকালে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না মর্মে ২০০৭ সালে আদেশ জারি করা হয়। শ্রমিকদের সুবিধার্থে গ্রীষ্মকালে সরকার দিনে কাজের সময়সূচি নির্ধারণ করে দেয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে নির্মাণকাজের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রকাশ্য স্থানে শ্রমিকদের কাজের সময়সূচি টাঙানোর আদেশ দেয় সরকার। যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারের এই নির্দেশনা লঙ্ঘন করে, এক মাসের কার্যক্রম বন্ধ করাসহ তাঁদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নির্মাণকাজের সঙ্গে জড়িত কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান সরকারের নির্দেশনা জারির আনুষ্ঠানিক চিঠি না পেলেও তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। তারা এখন থেকেই দিনে শ্রমিকদের বিরতি দেওয়া শুরু করেছে। ফলে সরকারি নির্দেশনা পাওয়ার আগেই দুপুরের প্রচণ্ড গরমে বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছেন অনেক কর্মী।

আলনোয়াইমি ট্রেডিং অ্যান্ড কন্ট্রাক্টিংয়ের ব্যবস্থাপক আবদুল মতিন পাটোয়ারি *প্রথম আলো*কে বলেন, '১৫ জুন থেকে নয়, আমরা পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দিন থেকেই শ্রমিকদের দিয়ে ১১ টার পর আর কাজ করাব না। রমজান উপলক্ষে সরকারের নির্দেশনা আমরা নির্দিষ্ট সময়ে এক সপ্তাহ আগ থেকেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। এমনকি রাতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাব না। শ্রমিকেরা যেন রোজা রাখতে পারেন এবং রাতের নামাজ আদায় করতে পারেন, সে জন্য এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।'

আলবাদি ট্রেডিং, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ব্যবস্থাপক শফিকুল কাদের *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা প্রথম রমজান থেকে বেলা ১১টার পর শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাব না। গত বছরও এই নির্দেশনা আমরা মেনে চলেছি। তবে কিছু প্রকল্পে রমজান মাসে রাতে কাজ করানো হয়। অন্যান্য সাধারণ প্রকল্পে আমরা রাতে আর কাজ করাই না।'

পবিত্র রমজানে কমছে ৪০০ পণ্যের দাম

কাতার প্রতিনিধি

পবিত্র রমজান মাসে স্বাভাবিকভাবে বাজারে নিত্যপণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীদের এই চাহিদা সামাল দিতে বাজারে চাল, দুধ, চিনি, মুরগি (তাজা ও হিমায়িত), ময়দা, ভোজ্যতেলসহ প্রায় ৪০০ ধরনের পণ্যের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পবিত্র রমজানে ভোক্তাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে অন্যান্য বছরের মতো এবারও এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব পণ্যের মধ্যে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

বৃহস্পতিবার, ২ জুন ২০১৬ ■ Prothom Alo Weekly Gulf Edition, Thursday, 2 June 2016, Page: 2

আলরাইয়ানে কোয়ালিটির নতুন শাখা

কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল কাতারের আলরাইয়ানে ১ জুন সপ্তম খুচরা আউটলেট উদ্বোধন করেছে। ওই দিন সকাল ১০টায় রাইয়ানে আধুনিক এই হাইপারমার্কেটের উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজপরিবার, বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কাতারের ব্যবসায়ী ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

হাইপারমার্কেটের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২৮ মে কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন অলাকারা নতুন হাইপারমার্কেট উদ্বোধনের ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'আলরাইয়ানে হাইপারমার্কেটের অতুলনীয় নকশা, পেছনের প্রশস্ত পার্কিং স্পেস গ্রাহকদের একটি ভিন্ন ও সন্তোষজনক কেনাকাটার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে। আমরা ২০১০ সালের জুলাইয়ে কাতারে আমাদের প্রথম হাইপারমার্কেটের উদ্বোধন করেছি।'

অলাকারা বলেন, 'নতুন শাখাটি একটি ব্যস্ত রাস্তার পাশে অবস্থিত। এ কারণে এটি গ্রাহকদের একটি 'অনন্য কেনাকাটার অভিজ্ঞতা' দেবে, যা কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীরা উপভোগ করবেন। তিন তলা শপিং মলটির মোট আয়তন ৮৫ হাজার বর্গফুট। এ হাইপারমার্কেটে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও ব্র্যান্ড, সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং গ্রাহকদের পছন্দের খাদ্যসামগ্রী থাকছে। নিচতলায় সাধারণ দোকান ও ফার্মেসি, বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যাংকের এটিএম কাউন্টার ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে ফাস্টফুড, তাজা খাবার ও অন্যান্য মুদি সামগ্রী।

দোতলায় কসমেটিকস উপকরণ, গৃহস্থালি ও গৃহসজ্জা সামগ্রী, উপহার, স্টেশনারি ও ক্রীড়া সামগ্রীর সমাহার থাকবে। এগুলোর মধ্যে মোবাইল ফোন, ঘড়ি ও রুচিশীল গয়না ইত্যাদির জন্য দোকান ও একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় তলায় বৈদ্যুতিক সামগ্রী, ইলেকট্রনিক অন্যান্য খুচরা পণ্যের জন্য নকশা করা হয়েছে। আইটি ও প্রযুক্তি পণ্য, পোশাক, জুতা এবং আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের পণ্য থেকে লাগেজ থাকবে এই তলায়।

নতুন শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে বিভিন্ন পণ্য বিশেষ করে ইলেকট্রনিকস পণ্য, খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত বিভাগের জন্য প্রচার ও মূল্যছাড়ের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কাতারের অন্যান্য হাইপারমার্কেটের মতো এখানেও নিয়মিত আকর্ষণীয় প্রচার ও মূল্যহ্রাসের ঘোষণা থাকবে। বিজ্ঞপ্তি

নির্মাণ কাজ ২০২২ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে কাতারজুড়ে চলছে নির্মাণযজ্ঞ। শুধু স্টেডিয়াম আর চোখ ধাঁধানো ভবন নির্মাণে থেমে নেই উন্নয়নকাজ। চলছে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নও। এরই অংশ হিসেবে চলছে সড়ক সংস্কারের কাজ ● রয়টার্স

জুলাইয়ের মধ্যে সব রোগীর তথ্য সংরক্ষণকাজ শেষ

কাতার প্রতিনিধি ●

অত্যাধুনিক ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই রোগীদের তথ্য আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন হবে। হামাদ হাসপাতাল ও কাতারের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে এ পদ্ধতির সাহায্যে রোগীদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের কাজ চলবে।

এত দিন চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের তথ্য কাগজে সংরক্ষিত থাকত। জুলাই মাসের মধ্যে তথ্যের আধুনিকায়ন সম্পন্ন হলে হামাদ হাসপাতাল ও প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা নিতে আসে রোগীদের সব তথ্য ইলেকট্রনিকসের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকবে। চিকিৎসকেরা চাইলে সেখানে রোগীর সব তথ্য দেখতে পাবেন। যেকোনো চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে যেকোনো রোগীর ব্যক্তিগত ও রোগজনিত তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। এ পদ্ধতিতে রোগীর সেবাকেন্দ্রে আসার দিন-তারিখ, অসুস্থতার কারণ, ক্লিনিক্যাল ও পরীক্ষাগারে

সম্পন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল, রোগীকে দেওয়া ওষুধের বিবরণসহ চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সব তথ্য একত্র থাকবে। জটিল ও সংকটাপন্ন সময়ে যেমন ক্যানসার বা ডায়াবেটিসের সঠিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য দরকারি তথ্য বিশেষভাবে সন্নিবেশিত থাকবে।

এ প্রসঙ্গে ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমের চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের উপপ্রধান ডা. আবদুল ওহাব বলেন, ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে একবারে রোগীর যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে। এমনকি রোগীর আগে নেওয়া চিকিৎসা পদ্ধতি, রোগী অ্যালার্জি বা এ ধরনের রোগের শিকার হয়ে থাকলে সেসব তথ্যও চিকিৎসকের কাছে পৌঁছে যাবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকায় সেবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা প্রদর্শন এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব।

ইতিমধ্যে হামাদ হাসপাতাল ও হামাদের ১৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে এ পদ্ধতির কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়েছে। সব কেন্দ্র থেকে যেকোনো রোগী সম্পর্কে একযোগে তথ্য দেখা যাবে। আগামী মাসের মধ্যে আরও নয়টি কেন্দ্রে শুরু হবে ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমে তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম।

ডা. আবদুল ওহাব আরও বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কাছে সহজলভ্য চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তথ্যের আধুনিকায়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামী দুই বছরে চালু হতে যাওয়া হাসপাতালগুলোতেও রোগীদের তথ্য সংগ্রহে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে।

নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে চিকিৎসা কার্যক্রম চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, নার্স ও অন্য কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে কখনো কখনো সেবা প্রদানে বেশি সময় লাগছে। নতুন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে হাসপাতাল সংশ্লিষ্টরা এখনো পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।

অন্যদিকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে রোগীদের আগেভাগেই জানানো হয়েছিল। সেবা নিতে আসা রোগী ও রোগীর স্বজনেরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন।

বর্তমান বিশ্বে কাতার প্রত্যেক রোগীর বিস্তারিত তথ্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণে সক্ষম দ্বিতীয় দেশ। এ ছাড়া এস্তোনিয়াতে এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

১০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণ জিতুন

গ্রীষ্মে মালাবার গোল্ডের নতুন অফার

বিশ্বের অন্যতম জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস গ্রীষ্মের শুরুতে নতুন অফার ঘোষণা করেছে। জিসিসিভুক্ত সব দেশের মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের শোরুমে এই অফার চলবে ৬ আগস্ট পর্যন্ত।

চলতি গ্রীষ্ম মৌসুমে কেউ স্বর্ণ ও হীরার গয়না কিনলে ১০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণ জেতার সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া প্রতিটি ৫০০ রিয়ালের স্বর্ণের গয়না কিনলে গ্রাহক লটারিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। প্রতি সপ্তাহে র‍্যাফেল ড্রয়ের মাধ্যমে ২৫০ গ্রাম স্বর্ণ জিততে পারবেন। প্রতিটি ৫০০ রিয়ালের হীরার গয়না কিনলে গ্রাহক দুটি লটারির কুপন পাবেন। এটি তাঁদের জয়ের সম্ভাবনাকে দ্বিগুণ করবে।

গ্রীষ্মের নতুন অফারে জিসিসিভুক্ত দেশ থেকে কেনা মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের পুরোনো অলংকার গ্রাহকেরা নতুন অলংকারের সঙ্গে পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন। এ ক্ষেত্রে পুরোনো অলংকারে কোনো ক্ষতি থাকা যাবে না। এ ছাড়া জিসিসিভুক্ত দেশ থেকে কেনা যেকোনো ২২ ক্যারেটের পুরোনো অলংকার শুধু মেকিং চার্জ পরিশোধের মাধ্যমে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের যেকোনো নকশার সঙ্গে বিনিময় করা যাবে। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণের মান একই থাকবে।

অফার চলাকালে গ্রাহকেরা জিসিসির মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের যেকোনো আউটলেট থেকে বানানোর মজুরি ছাড়াই ২২ ক্যারেটের ৮ গ্রাম স্বর্ণের কয়েন কেনার সুবর্ণ সুযোগ পাচ্ছেন।

এ ছাড়া মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের নানা ধরনের গ্রাহকের জন্য নতুন নকশার গয়না আগের থেকে চাকচিক্য বৃদ্ধি ও ঝকঝকে করা হবে। গ্রাহকেরা অতিরিক্ত চার্জ পরিশোধ ছাড়াই ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে পছন্দের গয়না কিনতে পারবেন। এ ছাড়া মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড গ্রাহকদের বিভিন্ন ব্যাংকের সঙ্গে মিলে 'সহজ পরিশোধ পরিকল্পনা' চালু করেছে। এর মাধ্যমে গ্রাহকেরা কোনো সুদ পরিশোধ ছাড়াই ছয় কিস্তিতে গয়না কিনে মূল্য পরিশোধের সুবিধা পাবেন।

মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের অনলাইন শোরুমও আছে, যেখান থেকে গ্রাহকেরা ঘরে বসেই যেকোনো সময় পছন্দের পণ্য কিনতে পারে।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.malabargoldanddiamonds.com বিজ্ঞপ্তি।

এ সপ্তাহের কাতার

কাতার মিউজিক একাডেমির বার্ষিক সংগীত উৎসব
কাতার মিউজিক একাডেমির আয়োজনে ৪ জুন বিকেল চারটায় কিউএনসিসির ৩ নম্বর মিলনায়তনে কাতার মিউজিক একাডেমির বার্ষিক সংগীত উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আরব ও পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের সংগীত পরিবেশনাসহ থাকছে অন্যান্য আয়োজন। এ ছাড়া দর্শনার্থী ও শ্রোতারা কাতার মিউজিক একাডেমির সদস্যদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাবেন।

ইনডোর গ্রীষ্মকালীন উৎসব
কাতারে গরমের তীব্রতা বাড়ছে। তাই আউটডোরের পরিবর্তে ইনডোর বিনোদনের নানা আয়োজন নিয়ে ২ জুন কাতার ওয়েস্ট বেতে অবস্থিত মিলিয়া দোহা হোটেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ উৎসব। এতে থাকছে সব বয়সী সবার জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা। রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত প্রবেশ ফ্রি থাকলেও রাত ১০টার পর মহিলাদের জন্য প্রবেশ ফি ৫০ রিয়াল আর পুরুষদের জন্য ৮০ রিয়াল।

কৃষিবাজার
চলছে কাতারে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সবজি ও ফলমূল বিক্রির বিশেষ বাজার। বিক্রির মৌসুম শেষ হবে ৩০ জুন। আলমাজরুয়া, আলজখিরা, আলখোর ও আলওয়াকরায় জুন মাসজুড়ে সপ্তাহের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে এই বাজার। এতে ক্রেতারা সুলভমূল্যে তাজা ফলমূল ও শাকসবজি কেনার সুযোগ পাচ্ছেন। এই বাজারের আয়োজনে থাকছে কাতারের পরিবেশ মন্ত্রণালয়।

প্রবাসীকল্যাণ ঐক্য পরিষদ গঠন

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার প্রবাসীকল্যাণ ঐক্য পরিষদের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ২৮ মে কাতারের নাজমায় হইচই রেস্তোরাঁয় ওই কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গঠন উপলক্ষে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো. নাজমুল হোসেন। সংগঠনের সহকারী কোষাধ্যক্ষ মোস্তাক আহমেদের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জসীম উদ্দীন আহমেদ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মাহাবুল হক, সহসভাপতি মো. দুলাল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার হোসেন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক মো. জাকির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল হক, কোষাধ্যক্ষ খলিলুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মো. আবুল বাশার, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক ফেরদৌস দেওয়ান। অনুষ্ঠানে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

সাধারণ প্রযুক্তির এসি ১ জুলাই থেকে নিষিদ্ধ

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারের রাজধানী দোহাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারের বিপণিবিতানে ব্যবহৃত পুরোনো প্রযুক্তির শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বদলানোর সময়সীমা আর বাড়ানো হবে না। নগর ও পরিবেশবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছেন।

নগর ও পরিবেশবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সহকারী উপসচিব মোহাম্মদ আল কুওয়ারি জানান, কাতার ও মধ্যপ্রাচ্যের নির্ধারিত বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী প্রযুক্তিসমৃদ্ধ এসি আমদানির লক্ষ্যে ২০টি প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন শেষ করেছে।

পুরোনো প্রযুক্তির প্রচুর এসি মজুত থাকায় অনেক ব্যবসায়ী নতুন এসি আমদানির সময়সীমা বাড়াতে মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে অনুরোধ করেছেন। তবে আলকুওয়ারি জানান, বিদ্যুৎ বিভাগ (কাহারমা), মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে সময়সীমা বাড়ানোর আর কোনো সুযোগ নেই।

আলকুওয়ারি বলেন, পুরোনো এসির বদলে নতুন প্রযুক্তির জ্বালানি-সাশ্রয়ী এসি আমদানি করতে প্রায় দুই বছর সময় দেওয়া হয়। তাই দ্রুত নতুন প্রযুক্তির এসি আমদানি করতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সহকারী উপসচিব জানান, আগামী ১ জুলাই থেকে কমপক্ষে তিন তারকাযুক্ত জ্বালানি-সাশ্রয়ী এসি আমদানি করা যাবে। তখন থেকে কাতারের বাজারে তারকাবিহীন এসি বিক্রির অনুমতি দেওয়া হবে না। তারকার মাধ্যমে এসির জ্বালানি-সাশ্রয়ের ক্ষমতা জানা যায়।

আলকুওয়ারি বলেন, অনেক ব্যবসায়ী তিন তারকা ছাড়াও চার, পাঁচ এমনকি ছয় তারকাযুক্ত এসি আমদানির অনুমতি চেয়েছেন। জ্বালানির অপচয় রোধে নিঃসন্দেহে এটি ভালো উদ্যোগ।

১ জুলাই থেকে কাতারের বন্দরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অফিস আমদানি করা এসির মান পরীক্ষা করবে। পাঁচ ও ছয় তারকা-সংবলিত এসি ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ জ্বালানি-সাশ্রয় করে। অন্যদিকে তিন তারকা এসি ব্যবহারে জ্বালানি-সাশ্রয়ের হার ৩০ শতাংশ।

২০২২ সালের মধ্যে কাতারে আট তারকা এসি ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। বর্তমানে এ ধরনের এসি ব্যবহার হচ্ছে শুধু দক্ষিণ কোরিয়াতে। জুলাইয়ের প্রথম দিন থেকে সাধারণ এসির আমদানি, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে। এসি আমদানিকারকেরা নিয়ম মেনে চলছেন কি না, তা জানতে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নজরদারি করা হবে।

ইঞ্জিনিয়ার্স দিবস উপলক্ষে আইইবি কাতার আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্মারকের মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিরা ● প্রথম আলো

নানা আয়োজনে কাতারে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে পালন

কাতার প্রতিনিধি ●

৬৮তম ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে কাতারের ডিপ্লোম্যাটিক ক্লাব কনফারেন্স হলে গত ২৭ মে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ছিল নৈশভোজ। বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, (আইইবি) কাতার শাখা ওই অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাতারের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে কাহরামার ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী ইব্রাহিম আল সাদা, জ্যেষ্ঠ বাংলাদেশি প্রকৌশলী নুরুল আমিন ও আবদুল মান্নান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন শরিফ থেকে তিলাওয়াত করেন তাসফিয়া বিনতে মুস্তাফিজ। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কাতার শাখা আইইবির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদের বক্তব্যের পরই ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ স্মারকের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাপর্বের পরই শুরু হয় বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর বিশেষ টেকনিক্যাল সেমিনার। সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আনোয়ারুল হাসান। সেমিনার পর্ব শেষে হাসানের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন আইইবি কাতার শাখার চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মামুন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল র‍্যাফল ড্র। লটারিতে জেট এয়ারলাইনসের দেওয়া দোহা-ঢাকা-দোহা টিকিট জিতে নেন প্রকৌশলী অমিত খন্দকার।

অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন প্রকৌশলী তাসমিয়া তাহসিন ও হাসিব হাসান খান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আইইবি কাতার শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আরিফ-উদ্দৌলা পাহলোয়ান অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান।

কালকিনির উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা

কাতার প্রতিনিধি ●

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান তওফিকউজ্জামানকে সংবর্ধনা দিয়েছে কাতারস্থ কালকিনি উপজেলা প্রবাসী সমিতি। গত ২৯ মে রাতে নাজমায় স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

কালকিনি উপজেলার বিপুলসংখ্যক প্রবাসী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শাকিলুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বৃহত্তম মাদারীপুর জেলা সমিতির সভাপতি মানিক মোল্লা, নুর আলম খান, আসক ফাউন্ডেশনের সভাপতি হাবিবুর রহমান, তওফিকুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আশা প্রকাশ করে বলেন, নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানের আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতায় এই উপজেলা দেশের অন্যতম উপজেলা হিসেবে এগিয়ে যাবে।

চেয়ারম্যান তওফিক প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এলাকার উন্নয়নে তিনি সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাবেন।

চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কাতার শাখা আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতারা ● প্রথম আলো

এম এ সালামকে আ.লীগ ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সংবর্ধনা

কাতার প্রতিনিধি ●

চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসক এম এ সালাম ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাফর আহমদকে যৌথভাবে সংবর্ধনা দিয়েছে কাতার শাখা আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ। গত ২৮ মে নাজমায় স্থানীয় এক রেস্তোরাঁয় আয়োজিত ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এস এম ফরিদুল হক।

শফিকুল ইসলাম তালুকদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন কাতার শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আবু রায়হান, নুরুল আলম, আনোয়ার শাহ, হাসান বিল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কাতার শাখা আওয়ামী লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এম এ সালাম কাতার আওয়ামী পরিবারের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তাঁর পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম জেলার প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

জেএসসিতে বাংলাদেশ স্কুলে শতভাগ পাস

প্রথম আলো ডেস্ক ●

কাতারের বাংলাদেশ মাশহুরুল হক স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০১৫ সালের জেএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিন শিক্ষার্থী জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।

২৫ মে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার (জেএসসি) বৃত্তির ফলাফল প্রকাশিত হয়। এতে বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে সাদমান সাকিব, শেখ হাসিন ইশরাক ও ওয়াজিহা ইসলাম সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পায়।

বাংলাদেশ এমএইচএম স্কুল থেকে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় মোট ৭৬ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে ২২ জন ছাত্রছাত্রী এ প্লাস পায়। এ ছাড়া শতভাগ পরীক্ষার্থী কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ মো. জসিম উদ্দীন কৃতী শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের নিরলস প্রচেষ্টা, শিক্ষকদের আন্তরিক পাঠদান এবং অভিভাবকদের সক্রিয় সহযোগিতায় পরীক্ষায় এমন ভালো ফলাফল করা সম্ভব হয়েছে। তিনি এ সাফল্যের অংশীদার সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সবাইকে আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

কৃতী শিক্ষার্থী সাদমান সাকিব ২০১৫ সালের 'কাতার স্কুল অলিম্পিক ক্রীড়া' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শর্টপুট নিক্ষেপে স্বর্ণপদক জয় করেছিল।

নতুন শাখার আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে ধানসিড়ি বিএনপির নেতা-কর্মীরা ● প্রথম আলো

ধানসিড়ি বিএনপির নতুন শাখার আত্মপ্রকাশ

কাতার প্রতিনিধি ●

ধানসিড়ি বিএনপি কাতারের নতুন আরেকটি শাখার আত্মপ্রকাশ হয়েছে। এই শাখা হচ্ছে উত্তর সানাইয়া ধানসিড়ি বিএনপি। নতুন শাখার আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে ২৬ মে স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাখা কমিটির সভাপতি নাজিমউদ্দীন ভূঁইয়া। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধানসিড়ি বিএনপি কাতার শাখার আহ্বায়ক মো. শহীদুল হক। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন শরিফ থেকে তিলাওয়াত করেন মো. ইমরান।

আলআতিয়া শাখা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দীন কাজলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ধানসিড়ি বিএনপির সদস্যসচিব শরিফুল হক, যুগ্ম আহ্বায়ক মেজবাউল করিম, সাবেক অর্থ সম্পাদক মো. নাছিরউদ্দীন, দিলীপ কুমার ছোটন, নুরুজ্জামান, জসিমউদ্দীন, ফারুক হোসেন, আবু তাহের মিয়াজি, ফজলুল কাদের, শাহাদাত, শাহেদ, বাবুল, ওমর ফারুক মানিক, রাহেল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, 'কাতারের সর্বস্তরে বিএনপির আদর্শের নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র এই ঐক্যপ্রক্রিয়াকে ঠেকাতে পারবে না।

বক্তারা অবিলম্বে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতির নতুন কমিটির অভিষেক

কাতার প্রতিনিধি ●

নতুন কমিটির অভিষেক উপলক্ষে গত ২৬ মে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কাতারের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি। এতে বক্তারা আশা প্রকাশ করে বলেন, নতুন এই কমিটির মাধ্যমে কাতারে বসবাসরত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সর্বস্তরের প্রবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন।

নাজমায় স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি শেখ হুমায়ূন কবির। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিমান বাংলাদেশের কাতারের ব্যবস্থাপক মো. মোস্তফা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তৃতা করেন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আমিনুল হক, সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান খান, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, উপদেষ্টা এনাম মো. নিয়াজ, হিরণ মিয়া, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি নুরুন্নবী, আবুল কালাম আজাদ, দেলোয়ার হুসেন, তাজুল ইসলাম, আলমগীর হুসেন, সহসাধারণ সম্পাদক সোহরাব, অর্থ সম্পাদক শেখ হেলাল, ইঞ্জিনিয়ার আক্তার হোসেন, মোজাম্মেল খান, তরিকুল ইসলাম, সাদ্দাম হোসেন, রানা খান, জসিম উদ্দিন, জোনায়েদ প্রমুখ।

তাফসির উদ্দীনের উপস্থাপনায় অভিষেক অনুষ্ঠানে কাতারপ্রবাসী কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তৃতা করেন ওমর ফারুক চৌধুরী, খন্দকার আবু রায়হান, নজরুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম তালুকদার, আবদুল খালেক, মাকছুদ আহমদ, নূর আলম, আহমেদ জমির, মোখলেছুর রহমান, কফিল উদ্দিন, মাওলানা ইউসুফ নূর, শাহ আলম, কাশেম পারভেজ, জাহাঙ্গীর আলম ভূইয়া, আবদুস সোবহান, হাবিবুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তিলাওয়াত করেন মাওলানা কাওছার আহমদ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতির নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে অতিথিরা ● প্রথম আলো

কাতারে সম্প্রতি আলনূর কালচারাল সেন্টারের গণসংযোগ বিভাগের পরিচিতি সভা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মঞ্চে সেন্টারের কর্মকর্তা ও অতিথিরা ● প্রথম আলো

বিমার জন্য পুলিশের কাছে যেতে হবে না

দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ির মালিকদের দুর্ভোগ কমল

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহনের মালিকদের দুর্দশা লাঘবের উদ্যোগ নিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ। এখন থেকে বিমা কোম্পানির দপ্তরে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন নিবন্ধন করা যাবে। কাতারের পাঁচটি বিমা কোম্পানির দপ্তরে ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনা–সংক্রান্ত তদন্ত বিভাগ খোলা হয়েছে। ফলে ট্রাফিক পুলিশের কাছে না গিয়ে এখন সরাসরি এক জায়গা থেকেই বিমা দাবি ও দুর্ঘটনা নিবন্ধনের সুযোগ পাবেন গাড়ির চালকেরা।

ট্রাফিক বিভাগ ও বিমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক সইয়ের পর এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এতে আগের চেয়ে আরও সহজ উপায়ে দুর্ঘটনার পরে ক্ষতিগ্রস্ত যানের মালিক সরাসরি বিমা দপ্তরে গিয়ে ট্রাফিক তদন্ত বিভাগে নিবন্ধন করাতে পারবেন।

নিবন্ধনের পরে কর্মীরা যানবাহন মেরামত শুরু করবেন। এ–সংক্রান্ত কাজের জন্য এখন আর যানবাহনের মালিকদের দৌড়াদৌড়ির প্রয়োজন নেই।

ট্রাফিক তদন্ত বিভাগের কর্মকর্তারা ট্যাবলেট পিসির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহনের ছবি তুলে বিমা কোম্পানিতে পাঠিয়ে দেবেন। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহনের মালিকের কাছেও মোবাইল ফোনে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বার্তা পাঠানো হবে। এই বার্তা দেখিয়ে মেরামতের জন্য বিমা কোম্পানিকে অনুরোধ করা যাবে।

চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চে কাতার শাখা আওয়ামী লীগের নেতারা ● প্রথম আলো

চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসককে সংবর্ধনা

কাতার প্রতিনিধি ●

চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসক এম এ সালামকে কাতারে সংবর্ধনা দিয়েছে কাতার শাখা আওয়ামী লীগ। এ উপলক্ষে গত ২৬ মে নাজমায় স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. আবুল কাশেম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাফর আহমদ, দুবাই শাখা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ইফতেখার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দীন তালুকদার প্রমুখ।

প্রচার সম্পাদক শাহনেওয়াজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় বক্তৃতা করেন সহসভাপতি ফেরদৌস আলম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক নুর মোহাম্মদ, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, রুপন শর্মা, সাংগঠনিক সম্পাদক রহিম পারভেজ প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা আশা প্রকাশ করে বলেন, এম এ সালামের দক্ষ নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনেক দূর এগিয়ে যাবে। পরে বক্তৃতায় এম এ সালাম উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সামুদ্রিক জাদুঘর হবে বাহরাইনে

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রশাসনিক এলাকায় সামুদ্রিক জাদুঘর ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় পৌর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বুহামুদ বলেন, তাঁরা চান বাহরাইনে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান নতুন শাখা খুলুক। এটি হবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মতো বিশ্বমানের।

বুহামুদ বলেন, এ জাদুঘর প্রকল্পে থাকবে মাছ ধরার ইতিহাসের গ্যালারি, মিনি ফিশ ট্যাংক শাখা, উপকূলীয় প্রাণী ও পাখির অভয়ারণ্য, মাছ ধরার উপকরণ এবং নৌকার প্রদর্শনী, গ্রন্থাগার ও থিয়েটার, বিভিন্ন নৌযানে চড়ার বন্দোবস্ত, ফিশ ফুড কমপ্লেক্স, সাঁতার, ডুবসাঁতার ও ডুবুরি প্রশিক্ষণের একটি কেন্দ্র।

বুহামুদ আরও বলেন, পাঁচটি স্থানের কথা মাথায় রেখে পাঁচটি ভিন্ন নকশা তৈরি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ব্যাপারে আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের পরামর্শও নেওয়া হবে। বিভিন্ন সফল ধারণার মিশ্রণে এই জাদুঘর কমপ্লেক্সের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এটা হবে আকর্ষণীয় ও অনন্য। ইন্দোনেশিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) সামুদ্রিক জাদুঘর থেকে ধারণা নেওয়ার পাশাপাশি রিফ এইচকিউ অ্যাকুরিয়ামের অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে। পাঁচটি স্থানের মধ্যে কোনটি সেরা হবে, সেটা ইতিমধ্যে আমি কল্পনা করতে পারছি। কিন্তু বিনিয়োগকারীদের ভিন্ন ভাবনা থাকতে পারে।

সূত্র : **বাহরাইন নিউজ**

ফ্যাশন শো বাহরাইনের ডানা মলে গত ২৮ মে আয়োজন করা হয়েছিল ফ্যাশন শোর। 'লাইট, ক্যামেরা, ফ্যাশন'-এর প্রেসিডেন্ট হামরা আলমের পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা এই ফ্যাশন শোতে অংশ নেন। 'কীভাবে নিজের বুটিক হাউস চালাবেন' এবং 'কীভাবে নিজের ব্র্যান্ডকে জনপ্রিয় করে তুলবেন'–এই দুটি বিষয় বিষয়বস্তু ধরে আয়োজন করা হয় ফ্যাশন শোর। ফ্যাশন শোর শেষে আয়োজন করা হয় র‍্যাফল ড্রয়ের ● সৌজন্যে *গালফ ডেইলি নিউজ*

সাইবার হামলা প্রতিরোধে বাহরাইনে বিশেষ ইউনিট

প্রথম আলো ডেস্ক

সাইবার হামলা প্রতিরোধে বিশেষ ইউনিট করেছে বাহরাইন। দেশটির প্রধান আর্থিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এই ইউনিট করা হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাইবার হামলার ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে পারবে।

দ্য কম্পিউটার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম (সিইআরটি) নামের ওই ইউনিট বাহরাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাহরাইনের (সিবিবি) অধীনে কাজ করবে। এই বিশেষ ইউনিট শিগগিরই কাজ শুরু করবে। এই ইউনিটে প্রশিক্ষিত তথ্য নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরাও থাকবেন। তাঁরা সাইবার হামলার ঝুঁকি কমাতে কাজ করবেন এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাংকে তাঁদের ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করবেন।

বাহরাইনে এখন পর্যন্ত সাইবার হামলার কোনো ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। কর্মকর্তারা বলছেন, সাইবার হামলা না হলেও কারিগরি ত্রুটি ও বিদ্বেষপূর্ণ হামলার ঘটনার খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। সিবিবির করপোরেট সেবাবিষয়ক নির্বাহী পরিচালক হুদা আল মাসকাতি বলেন, এ ধরনের কিছু ত্রুটি ও হামলার কারণে গ্রাহকেরা আস্থা হারাচ্ছেন, ব্যবসায়ীরা অর্থ হারাচ্ছেন—এমনকি জাতীয় নিরাপত্তাও ঝুঁকির মুখে পড়ছে। আর্থিক সেবা খাতের ব্যবস্থা 'নিরাপদ ও সুরক্ষিত' করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই ব্যবসায়ী ও গ্রাহকেরা নিরাপদ চ্যানেলের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করুন। আর এর মধ্য দিয়ে বাহরাইন এই অঞ্চলের আর্থিক কেন্দ্রে পরিণত হোক। সিবিবি আয়োজিত সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক এক কর্মশালায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ক্রাউন প্লাজা বাহরাইনে আয়োজিত ওই কর্মশালায় বিভিন্ন ব্যাংকের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা, সাইবার অপরাধবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে হুদা আল মাসকাতি আরও বলেন, বাহরাইনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সিইআরটি গঠন করে সাইবার হামলা ঠেকানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

সিবিবির তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক পরিচালক ইউসুফ আল ফাদেল বলেন, সিইআরটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার তথ্য বিনিময় করতে পারবে। অন্যদের সঙ্গে অভিজ্ঞতাও বিনিময় করতে পারবে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ মে জিডিএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাহরাইন সরকারের আইটি সিস্টেমের ওপর সপ্তাহে ১২০টি পর্যন্ত হামলা চালাচ্ছে হ্যাকাররা। অর্থাৎ প্রতিদিন ১৭টি করে হামলা চালানো হচ্ছে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ।**

পাইলটের দক্ষতায় রক্ষা পেল গালফ এয়ারের ২৪৭ যাত্রী

প্রথম আলো ডেস্ক

ফিলিপাইনের ম্যানিলা থেকে বাহরাইনগামী গালফ এয়ারের একটি উড়োজাহাজে ২৭ মে সাংঘাতিক দুলুনি শুরু হয়েছিল। ফলে পাইলট বাধ্য হয়ে সেটিকে ভারতের মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করান। এ সময় আহত একজন যাত্রীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। উড়োজাহাজের ছাদের সঙ্গে তাঁর মাথা ঠুকে গিয়েছিল। আরও কয়েকজন যাত্রী হালকা চোট পেয়েছিলেন।

২৪৭ জন যাত্রী নিয়ে উড়োজাহাজটি নির্ধারিত সময়ের পাঁচ ঘণ্টা পর অবশেষে বাহরাইনে পৌঁছায়। একজন যাত্রী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তিনি মেয়েকে নিয়ে ম্যানিলা থেকে বাহরাইনের উদ্দেশে ওই উড়োজাহাজে চড়েছিলেন। ওড়ার পর এটি আচমকা দুলতে শুরু করেছিল। এতে আতঙ্কিত হয়ে অনেকে চিৎকার শুরু করেন। তারপর উড়োজাহাজটি একপাশে কাত হয়ে যায়।

গালফ এয়ারের প্রধান নির্বাহী মাহের আল মুসাল্লাম বলেন, ফিলিপাইনের এক যাত্রীকে মুম্বাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি মাথায় চোট পেয়েছেন। সিটি স্ক্যান করার পর চিকিৎসক জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তাঁর ব্যাপারে ফিলিপাইনের দূতাবাস ও পরিবারকে জানানো হয়েছে। সুস্থ হয়ে তিনি বাহরাইনে ফিরবেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে উড়োজাহাজটিতে সমস্যা হয়েছিল।

সমস্যাকবলিত ওই উড়োজাহাজের পাইলট ও অন্য কর্মীদের (ক্রু) প্রশংসা করে মুসাল্লাম বলেন, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিন পাইলট ও ক্রু সদস্যরা পেশাদারি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যাত্রীদের পাশাপাশি কয়েকজন ক্রু সদস্যও ঘটনার সময় আহত হয়েছিলেন। তবে তাঁরা এখন সুস্থ রয়েছেন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ।**

বাহরাইনে শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক নেতাদের বৈঠক

ব্যবসায় তেলের দামের প্রভাব নিয়ে আলোচনা

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে বিভিন্ন খাতের বিনিয়োগ গতিশীল করা ও দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠকে অংশ নিয়েছেন প্রভাবশালী ব্যবসায়িক নেতারা। ব্যবসা পরিবেশের ওপর তেলের দামের প্রভাব নিরূপণ করা ছিল এ বৈঠকের বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

বাহরাইনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ফালাক কনসালটিং তার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক 'ফালাক পাওয়ার লাঞ্চ ২০১৬'-এ ওই ব্যবসায়িক নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে এ বৈঠকের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) খালিদ আলরুমাইহি। বাহরাইনের রাজধানী মানামার রিফ আইল্যান্ডের আলফায়েজ রেস্তোরাঁয় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে পুষ্টিবিজ্ঞানী আলিয়া আলমোয়ায়েদ, প্রতিষ্ঠান আল-আনসারি লাইটসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দিনা আলআনসারি, ফার্স্ট বাহরাইনের সিইও আমিন আলআরায়েদ, ইন্সটালাক্স গালফের এমডি বাসিম আলসায়ি, প্রিমিয়ার গ্রুপের সিআইও হিসাম আলসায়ি, পাম ক্যাপিটালের সিইও শেখ খালিদ এম আলখলিফা, আলকুদ কনসালটেন্সির এমডি খালিদ আলকুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

> ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এরই মধ্যে প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খাত চিহ্নিত করেছে

বৈঠকে ফালাক কনসালটিংয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন সিইও সুহাইল আলগোসাইবি ও নির্বাহী পরিচালক জিতেন্দ্র সাখাওয়াত। বৈঠকে 'ফালাক পাওয়ার লাঞ্চ' সম্পর্কে আলগোসাইবি বলেন, ফালাক পাওয়ার লাঞ্চের লক্ষ্য, বাহরাইনের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক নেতাদের একসঙ্গে বসার একটি মঞ্চ করে দেওয়া, যেখানে বাহরাইনের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা আরও বাড়ানো এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ করা নিয়ে তাঁরা খোলামেলা নিজেদের ধারণা বিনিময়, উদ্বেগ-আশঙ্কা ভাগাভাগি ও সংকট সমাধানের নানা উপায় খুঁজে বের করতে পারেন।

বৈঠকে বাহরাইনের ব্যবসা পরিবেশের ওপর তেলের দামের প্রভাব, আগামী সাত বছর মেয়াদে পরিকল্পিত ৩ হাজার ২০০ কোটি দিনারের বিভিন্ন প্রকল্পের ওপর এর প্রভাব, অর্থনীতির সম্ভাব্য মন্দাবস্থাকে ঘিরে নেতিবাচক মনোভাব মোকাবিলায় মানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়।

খবরে বলা হয়, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এরই মধ্যে প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খাত চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো আর্থিক সেবা, উৎপাদন, লজিস্টিকস, পর্যটন ও বিনোদন এবং তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন।**

ভুল কিবলায় নামাজ আদায়?

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে কয়েকটি পুরোনো মসজিদে ভুল কিবলায় নামাজ আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভুল দিকে কিবলাহ নির্দিষ্ট করে ওই মসজিদগুলো নির্মাণ করার কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মুসলমানেরা কিবলামুখী হয়ে নামাজ পড়েন। সেটা সুনির্দিষ্টভাবে পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত কাবা শরিফের দিকে মুখ করে। বেশির ভাগ মসজিদে কিবলার দিকের দেয়ালের সঙ্গে একটু বাড়তি অংশ রয়েছে। যেটাকে মিহরাব বলা হয়। এই মিহরাব জানান দেয় ওই দিকেই কিবলা মুখ।

বাহরাইনের সাউদার্ন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল বলছে, কয়েকটি পুরোনো মসজিদ থেকে নামাজি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে ওই মসজিদগুলো ভুল দিকে কিবলা করে নির্মাণ করা হয়েছে। পবিত্র কাবা শরিফের দিকে নয় বরং অন্যদিকে কিবলা করা রয়েছে ওই মসজিদগুলোতে। অভিযোগ পাওয়ার পর একটি তদন্ত করা হয়। কাউন্সিলররা বলছেন, ওই তদন্ত

প্রতিবেদন গত বছর সুন্নি ওয়াকফ পরিচালকের দপ্তরে জমা দেওয়া হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

২৫ মে ওয়েস্ট রিফায় সাউদার্ন মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিলের সদর দপ্তরে সাপ্তাহিক বৈঠকে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। ওই বৈঠকে সুন্নি ওয়াকফ পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান বদর আল দোসরি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে একটি তদন্ত প্রতিবেদন গত বছর সুন্নি ওয়াকফ পরিচালকের দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু ওই সমস্যা সমাধানে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।' তিনি বলেন, 'জালাকের স্থানীয় লোকজন ওই এলাকায় অবস্থিত শেখ ইসা গ্র্যান্ড মসজিদের কিবলার সমস্যার বিষয়টি সামনে এনে অভিযোগ তোলেন। তাঁরা নিজেরাই মিহরাবের দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে নতুন করে কার্পেট বিছিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করছেন। কিন্তু এটা তো স্থায়ী সমাধান নয়। স্থায়ী সমাধানের জন্য ওই মসজিদের কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার।'

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আহমেদ আল আনসারি বলেন, সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড পুরোনো মসজিদগুলোসহ দেশজুড়ে এ ধরনের সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করছে। কাজের গতি কিছুটা মন্থর। তিনি বলেন, সব মসজিদ বিশেষ করে নতুন মসজিদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা নেই। পুরোনো মসজিদগুলোর ক্ষেত্রে সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়ের বিষয়টি বিবেচনা করে নির্মাণ করা, ফলে এ সমস্যা হয়েছে। ওই সময় কম্পাস বা গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করে এটা করা হয়নি।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ।**

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর লেবার ক্যাম্প থেকে শ্রমিকদের বের করে আনা হয় ● সৌজন্যে *গালফ ডেইলি নিউজ*

বাংলাদেশি শ্রমিকদের বাসস্থানে আগুন

তিন শ্রমিক গুরুতর আহত

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের রিফায় অবস্থিত একটি শ্রমিক শিবিরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ওই শিবিরে বাংলাদেশি ও ভারতীয় শ্রমিকেরা ছিলেন। আগুন দেখে আতঙ্কে তিনতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে তিন শ্রমিক গুরুতর আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি আছেন। ওই অগ্নিকাণ্ডের পরপরই অন্তত ২০০ শ্রমিককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়।

রিফার হাজিয়াত এলাকার তিনতলা ওই ভবনটিতে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশি ও ভারতীয় শ্রমিকদের বাস। গত ২৪ মে দিবাগত রাতে ভবনটির নিচতলা থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়।

বাহরাইনে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রমবিষয়ক কাউন্সেলর মহিদুল ইসলাম বলেন, 'আমরা বিষয়টি দেখছি। কীভাবে সহায়তা দেওয়া যায়, তা বিবেচনা করা হচ্ছে। নিয়োগদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।'

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ভবনটির নিচতলা থেকে আগুনের সূত্রপাত। এ সময় আগুনের শিখা ও ধোঁয়া ওপরের দিকে উঠছিল। শ্রমিকেরা আতঙ্কে চিৎকার করছিলেন। আতঙ্কিত হয়ে তিনতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে তিন শ্রমিক আহত হন। তাঁদের পুরো পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি ও একজন ভারতীয় মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। অন্যজন কোন দেশের তা তিনি জানেন না। তবে তৃতীয় ওই ব্যক্তির নাম শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাসের পা ভেঙে গেছে। ওই ব্যক্তি আরও বলেন, 'শ্রীনিবাস আগুন আগুন বলে চিৎকার করছিলেন। কাজ থেকে ফিরে তিনি রান্না করছিলেন।'

আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের ২০ জন কর্মী আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন। আগুনে ওই ভবনের নিচতলা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাহরাইনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, হাজিয়াত এলাকার একটি তিনতলা ভবনে আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বৈদ্যুতিক ত্রুটি থেকে ওই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

যে পাঁচ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ওই শিবিরে থাকেন, তাঁদের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের ৩০ জনের মতো কর্মী ওই শিবিরে থাকেন। ভারতীয় ওই তত্ত্বাবধায়ক স্বীকার করেন, অগ্নিকাণ্ডে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক বলেন, 'আমাদের সব শ্রমিকের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হচ্ছে।'

আগুনের পর শ্রমিকেরা বাইরে বেরিয়ে এলেও তাঁদের ঘুমানোর কোনো জায়গা ছিল না। একজন শ্রমিক বলেন, কেউ কেউ তাঁদের বন্ধুর কাছে গেছেন, কিন্তু তাঁদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ।**

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম বাহরাইন গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় অতিথি ও প্রবাসী কমিউনিটি নেতারা ● প্রথম আলো

বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম গঠনের লক্ষ্যে মতবিনিময়

বাহরাইন প্রতিনিধি

বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম গঠন করার লক্ষ্যে গত ২৮ মে বাহরাইনে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রাঙ্গণে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল এ কে এম মমিনুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের কর্মকর্তা মেহেদী হাসান ও মহিদুল ইসলাম।

বাহরাইন সরকার সম্প্রতি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে কিছু সহজ শর্তে প্রবাসী মালিকানাধীন ব্যবসার লাইসেন্স দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। বাহরাইনে বসবাসরত বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা যাতে এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে শক্ত অবস্থান গড়তে পারেন, সে জন্য বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম গঠনের গুরুত্ব নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কয়েকজন ব্যবসায়ীকে বাহরাইনের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দায়িত্ব হবে ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করা।

মতবিনিময় সভায় বলা হয় সংগঠনটির নাম হবে বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম বাহরাইন। সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করা ও বাহরাইন চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য পাঁচজনের নাম চাইলে প্রবাসীরা প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেন।

সভায় রাষ্ট্রদূত প্রবাসীদের ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে অর্থ পাঠানো ও হুন্ডি কিংবা বিকাশের মাধ্যমে টাকা না পাঠানোর পরামর্শ দেন। উপস্থিত ব্যবসায়ীদের এই গরমের সময় অধীন কর্মচারী বিশেষ করে নির্মাণ শ্রমিকদের কাজের সময় পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন সরবরাহ করার অনুরোধ করেন রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে শ্রমিকেরা হিট স্ট্রোক থেকে রক্ষা পাবেন।

সভা শেষে রাষ্ট্রদূত *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিছু নাম পেয়েছি। পরবর্তী সময়ে তাঁদের মধ্য থেকে যাচাই-বাচাই করে পাঁচজন প্রতিনিধি নিয়োগ দেব। এই পাঁচজনই আমাদের বিজনেস ফোরামকে বাহরাইন চেম্বার অব কমার্সের কাছে তুলে ধরবেন। এই প্রতিনিধিদের কাজ হবে বাহরাইন চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম বাহরাইন তথা আমাদের ব্যবসায়ীদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা। ব্যবসাসংক্রান্ত নতুন নতুন আইনকানুন সম্পর্কে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের অবহিত করবেন তাঁরা। এতে বাংলাদেশ ও বাহরাইনের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। পাশাপাশি আমাদের ব্যবসায়ীরা নিজ নামে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। রক্ষা পাবেন অহেতুক বিড়ম্বনা থেকে।'

মতবিনিময় সভায় বাহরাইনপ্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীসহ এ দেশে বসবাসরত কমিউনিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বাহরাইনে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন

ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা চালু কমেছে চিকিৎসা ত্রুটি

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের একটি বড় হাসপাতালে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা চালুর ফলে ভুল চিকিৎসাপত্র বা প্রেসক্রিপশনজনিত চিকিৎসাসেবার ত্রুটি ৯০ শতাংশ কমে গেছে।

বিডিএফ নামের এই হাসপাতাল ম্যানুয়াল প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা চার বছর আগে বাদ দেওয়ার পর থেকে চিকিৎসাসেবার ত্রুটি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা চালুর সুফল হিসেবে হাসপাতালটিতে চিকিৎসাপত্রজনিত সেবার ত্রুটি চলতি বছর নেমে এসেছে ৬ দশমিক ৬ শতাংশে, যা চার বছর আগে ২০১২ সালে ছিল ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ।

বিডিএফ হাসপাতাল ২০০৯ সালে এর বহির্বিভাগে রোগীদের জন্য প্রথম ইলেকট্রনিক নথিপত্র ব্যবস্থা চালু করে। পরে ২০১২ সালে চালু করে ইলেকট্রনিক চিকিৎসাপত্র। এ প্রসঙ্গে হাসপাতালের চিকিৎসা মান উন্নয়ন দলের প্রধান মেসুন আলথাওয়াদি বলেন, 'ই-প্রেসক্রিপশন চালুর আগে এ হাসপাতালের বহির্বিভাগে আমরা ইলেকট্রনিক নথিপত্র ব্যবস্থা চালু করি। ই-প্রেসক্রিপশন চালুতে চিকিৎসাপত্রের ত্রুটির হার এখন ৬ দশমিক ৬ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এটা বেশ সুখকর।'

> ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা চালুর সুফল হিসেবে হাসপাতালটিতে চিকিৎসাপত্রজনিত সেবার ত্রুটি চলতি বছর নেমে এসেছে ৬ দশমিক ৬ শতাংশে

বাহরাইনের শেরাটন হোটেলে 'হেলথ কেয়ার অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড পেশেন্ট সেফটি কনফারেন্স' শীর্ষক দুদিনের এক সম্মেলনের বাইরে গত ২৫ মে গালফ ডেইলি নিউজকে এক সাক্ষাৎকার দেন আলথাওয়াদি। এ সময় তিনি এসব কথা বলেন। বাহরাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি আয়শা মুবারক বুয়ানেকের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে দেশের স্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞরা সমবেত হয়ে রোগীদের নিরাপত্তা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা ত্রুটিসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

সম্মেলনে আলথাওয়াদি আরও বলেন, ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা চালুর আগে বিডিএফ হাসপাতালে চিকিৎসাপত্রজনিত ত্রুটি ঘটেই চলছিল। এতে এ হাসপাতাল প্রায় বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছিল। ২০১৪ সালের এক ঘটনা টেনে তিনি বলেন, 'একটি অসুস্থ মেয়েশিশুকে দেখার পর চিকিৎসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন এক চিকিৎসক। কিন্তু সেই চিকিৎসাপত্র অনুযায়ী ফার্মেসি যে ওষুধ দিয়েছিল, তা সঠিক ছিল না।'

আলথাওয়াদি বলেন, এ রকম ঘটনা বাহরাইনের চিকিৎসাসেবা খাতের জন্য সুখকর নয়। যদিও এমন ঘটনা বিশ্বজুড়ে ঘটছে। তবে তিনি এ-ও বলেন, এ রকম ত্রুটি পুরোপুরি দূর করাটা কল্পনাই বটে।

সূত্র : **বাহরাইন নিউজ**

আসলাম চৌধুরী

আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা

‘সরকার উৎখাত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ’

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয়েছে। গত ২৫ মে সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) পরিদর্শক গোলাম রাব্বানী বাদী হয়ে গুলশান থানায় এ মামলা করেন। এর আগে নাশকতার দুটি মামলায় আসলাম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গত ২৫ মে ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মো. মাসুদুর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে মামলা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে *প্রথম আলোকে* বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়ার পর দণ্ডবিধির ১২০ (বি), ১২১ (৩) ও ১২৪ (এ) ধারায় এই মামলা করা হয়েছে।

মামলায় আসলামের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এজেন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ‘বাংলাদেশের সরকার উৎখাত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ’ আনা হয়েছে।

১৫ মে সন্ধ্যায় রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে আসলাম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে ডিবি। পরদিন ফৌজদারি কার্যবিধির (সন্দেহজনক) ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ২৪ মে আসলাম চৌধুরীকে আদালতে হাজির করে মতিঝিল ও লালবাগ থানায় করা নাশকতার দুই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ওই দুই মামলায় ডিবি ১০ দিন করে রিমান্ড চাইলে আদালত ৩০ মে শুনানির দিন ধার্য করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এর আগে আসলাম চৌধুরীসহ সাতজনের বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দেশের প্রতিটি বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়। ডিবি কর্মকর্তারা বলেন, রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায়ও আসলাম চৌধুরীকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

এর আগে ২৫ মে দুপুরে রাজারবাগে একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হক সাংবাদিকদের বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে আসলাম চৌধুরীর দেওয়া তথ্যে এটা স্পষ্ট যে তিনি রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইসরায়েলের ক্ষমতাসীন লিকুদ পার্টি ও মোসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি দেশে অরাজকতা সৃষ্টি, অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি ও সরকারকে অজনপ্রিয় করার মাধ্যমে উৎখাতের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়ায় সরকারের কাছে মামলা করার অনুমতি চাওয়া হয়। অনুমতি পাওয়া গেছে এবং আজকেই (২৫ মে) মামলা রুজু হবে।

বাঘের বাজারে সিংহ গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কের কাছাকাছি জন্ম নিয়েছিল ১৮টি সিংহ শাবক। সবার বয়স এখন আড়াই থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে। এর মধ্যে ১২টি আছে পার্কের সিংহের বেষ্টনীর পাশে বিশেষভাবে তৈরি কক্ষে। আর দুটি আছে পার্কের চিকিৎসাকেন্দ্রের একটি কক্ষে। কুশলী ও চতুর বিবেচনা করে শাবক দুটির নাম রাখা হয় হিটলার ও বুশ। দুটি শাবক পার্কে খেলা করার সময় সম্প্রতি ছবিটি তোলা ● প্রথম আলো

বিশ্বে ৩৩তম নিরাপদ দেশ বাংলাদেশ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩৩তম নিরাপদ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে নানা ষড়যন্ত্র করছে।

আসাদুজ্জামান খান কামাল

গত ২৫ মে বিকেলে ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিশ্ব নেতা হিসেবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

আসাদুজ্জামান খান বলেন, বিশ্বের ১০০ জন সরকার প্রধানের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান হচ্ছে বিশ্বে ১৩ তম। তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৯ বার হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখনো চক্রান্তকারী তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করছে। ২০১৩,২০১৪ ও ২০১৫ সালে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে দেশকে যখন অরাজকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যেভাবে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করেছে আগামী দিনেও একইভাবে দেশবিরোধী চক্রান্তকারীদের প্রতিরোধে পুলিশ ও প্রশাসনকে সব ধরনের সহায়তা করতে হবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, সন্ত্রাসীদের দমনে আমরা ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন ও ওঠান বৈঠক করছি। ঢাকাবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

দল গোছাতে পারছে না বিএনপি বাড়ছে কোন্দল ও হতাশা

রিয়াদুল করিম

দল গোছানোর কাজ শেষ করতে পারছে না বিএনপি। জেলা কমিটি পুনর্গঠন শেষ না করেই কেন্দ্রীয় সম্মেলন করেছিল দলটি। সম্মেলনের দুই মাস পেরিয়ে গেছে। এখনো নতুন করে জাতীয় স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটি পূর্ণাঙ্গ করা যায়নি। কমিটিকে সামনে রেখে দলে কোন্দল বাড়ছে।

দলটির নেতারা বলছেন, এ অবস্থা দলের নেতা-কর্মীদের মাঝে হতাশা ছড়াচ্ছে। কারণ একদিকে সরকারের বিরুদ্ধে দুই দফা ব্যর্থ আন্দোলনের পর আবার মাঠে নামা যাচ্ছে না, অন্যদিকে দলও সুসংগঠিত করা যাচ্ছে না।

গত দুই বছরে দুই দফা উদ্যোগ নিয়ে জেলা কমিটি পুনর্গঠন শেষ করতে পারেনি বিএনপি। এর মধ্যে গত ১৯ মার্চ দলের কেন্দ্রীয় সম্মেলন করে তারা। সম্মেলনের মাধ্যমে দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটি গঠনের বিধান থাকলেও তা হয়নি। কাউন্সিলররা এসব পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার একক ক্ষমতা দেন দলীয়প্রধান খালেদা জিয়াকে। ইতিমধ্যে কয়েক দফায় ৪২টি পদে নাম ঘোষণা করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটিসহ নির্বাহী কমিটির বাকি পদগুলোতে পদাধিকারী ব্যক্তিদের নাম দুই মাসেও ঘোষণা হয়নি।

বিএনপির সূত্র জানায়, বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব কিছু জ্যেষ্ঠ নেতার ওপর শতভাগ আস্থা রাখতে পারছেন না। তাঁদের নিয়ে একধরনের দোদুল্যমান অবস্থা তৈরি হয়েছে। সম্মেলনের আগে থেকেই খালেদা জিয়া বারবার বলেছেন, এবার নতুনদের দলের নেতৃত্বে আনা হবে। কিন্তু বিএনপি এখন মনে করছে, সামনে দলের আরও কঠিন সময় আসছে। এ অবস্থায় প্রবীণ নেতাদের কমিটিতে রাখা না হলে বা গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া না হলে এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, সেটিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া আংশিক কমিটি ঘোষণা ও পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনকে সামনে রেখে দলের নেতাদের মধ্যে কোন্দল বাড়ছে। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের বেশির ভাগ নেতা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছেন। মূলত এসব কারণে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করতে সময় নেওয়া হচ্ছে। কবে নাগাদ কমিটি ঘোষণা করা হবে—দলের নেতারা তা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না।

> একদিকে সরকারের বিরুদ্ধে দুই দফা ব্যর্থ আন্দোলনের পর আবার মাঠে নামা যাচ্ছে না, অন্যদিকে দলও সুসংগঠিত করা যাচ্ছে না

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর *প্রথম আলোকে* বলেন, কমিটি ঘোষণা নিয়ে এখন কিছু বলা যাবে না। সময়মতো এটি গণমাধ্যমকে জানানো হবে। কমিটি নিয়ে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বাড়ছে বলেও মনে করেন না বিএনপির মহাসচিব। তিনি বলেন, সব বড় দলেই কিছু সমস্যা থাকে। কিন্তু সেটিকে বড় করে দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যাহত করা।

কোন্দলের কথা সরাসরি স্বীকার না করলেও গত বুধবার এক আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমরা এক কঠিন সময় পার হচ্ছি, অত্যন্ত দুরূহ সময় অতিক্রম করছি। এই সময় যদি আমরা সঠিকভাবে না চলি, এই সময় যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ না থাকি, এই সময় যদি আমরা নিজেদের মধ্যে অযথা দলাদলি, কোন্দল সৃষ্টি করি, তাহলে সত্যিকার অর্থে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।’

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচন ঠেকানোর আন্দোলনে ব্যর্থ হওয়ার পর দল গোছানোর ঘোষণা দেয় বিএনপি। ওই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, দল গুছিয়ে তাঁরা আবার আন্দোলন শুরু করবেন। তাঁর ওই বক্তব্যের দুই মাস পর এপ্রিলে পঞ্চগড়, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, নওগাঁ, সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম উত্তর, ময়মনসিংহ উত্তরসহ বেশ কয়েকটি জেলা কমিটি ভেঙে দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি করা হয়।

২০১৪ সালের ১৮ জুলাই ঘোষণা করা হয় ঢাকা মহানগর বিএনপির নতুন আহ্বায়ক কমিটি। দুই মাসের মধ্যে ঢাকা মহানগর বিএনপির সব ওয়ার্ড, থানা কমিটি করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আহ্বায়ক কমিটিকে। এখন পর্যন্ত একটি ওয়ার্ড কমিটিও হয়নি।

জেলা কমিটি পুনর্গঠনের সঙ্গে যুক্ত বিএনপির সূত্র জানায়, গত বছরের আগস্টে ৭৫টি সাংগঠনিক জেলা কমিটি পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৪টি জেলার সম্মেলন বা নতুন কমিটি হয়েছে। এ বিষয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর *প্রথম আলোকে* বলেন, দল পুনর্গঠন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন শেষ হলে তাঁরা আবার জেলা কমিটি পুনর্গঠনের কাজ শুরু করবেন।

বিএনপির পাশাপাশি দলের অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনগুলোও পুনর্গঠনের কথা বলেছিল বিএনপি। কিন্তু তাও সফল হয়নি। গত দুই বছরে ছাত্রদল ও শ্রমিক দলের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নয়টি অঙ্গ সংগঠনের একটিও পুনর্গঠন করা যায়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী *প্রথম আলোকে* বলেন, বিএনপির নেতা-কর্মীরা কিছুদিন বাইরে থাকেন, কিছুদিন কারাগারে থাকেন। প্রায় সবার বিরুদ্ধে মামলা আছে। নেতা-কর্মীদের সব সময় সরকারের নিপীড়নের মুখে থাকতে হয়। এ অবস্থার মধ্যেও বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

খালেদার বিরুদ্ধে সচল কয়লাখনি দুর্নীতি মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে দুর্নীতির অভিযোগে করা মামলা বাতিল চেয়ে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আবেদন খারিজ করে দেওয়া হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৫ মে এ রায় প্রকাশিত হয়।

খালেদা জিয়া

গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর বিচারপতি মো. নূরুজ্জামান ও বিচারপতি আবদুর রবের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায় দেন। রায়ে খালেদা জিয়ার আবেদন খারিজ করে মামলাটির ওপর থেকে স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়া হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী খুরশীদ আলম খান *প্রথম আলোকে* বলেন, নিম্ন আদালতে মামলাটির কার্যক্রমের ওপর থেকে স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ায় এটি চলতে আর কোনো বাধা নেই। মামলায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় আদালত আবেদনটি খারিজ করেন। উচ্চ আদালতের রায়ের অনুলিপি যাওয়ার পর বিচারিক আদালতে মামলাটি আবার চালু হবে। হাইকোর্ট মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বলেছেন।

আইনজীবীরা জানান, মামলাটি ঢাকার বিশেষ জজ আদালতে অভিযোগ গঠন পর্যায়ে আছে।

অবশ্য খালেদা জিয়ার আইনজীবী রাগীব রউফ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেছেন, তাঁরা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। এই মামলায় খালেদা জিয়া আগে থেকেই জামিনে আছেন। রায়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ করা বা নতুন করে জামিন নেওয়ার কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি।

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে ২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়াসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় দুদক এ মামলাটি করে।

খালেদাসহ ৩৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আমলে

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় নাশকতার ঘটনায় করা বিস্ফোরকদ্রব্য আইনের একটি মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ৩৮ জনের বিরুদ্ধে দেওয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন আদালত। এ মামলায় বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব সালাউদ্দিন আহমদসহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি

নিজস্ব প্রতিবেদক

অতীতের যেকোনো ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে বলে জানিয়েছে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। তারা বলছে, নির্বাচনের প্রথম চার ধাপে এখন পর্যন্ত নির্বাচনী সহিংসতায় ১০১ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার রেকর্ডও হয়েছে এই নির্বাচনে।

পঞ্চম দফা নির্বাচনের দুই দিন আগে গত ২৬ মে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সুজন আয়োজিত ‘ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬ : রক্তক্ষয়ের রেকর্ড’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানানো হয়। ২৮ মে পঞ্চম দফার নির্বাচনের দিন ছয়জন এবং এর আগের দিন ২৭ মে সহিংসতায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়। এ ছাড়ার ২৬ মে ভোলায় সহিংসতায় আরও তিনজন নিহত হয় যা সুজনের পরিসংখ্যানে আসেনি।

সুজন মনে করে, বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তারা এই কমিশনের পদত্যাগও দাবি করেছে।

লিখিত বক্তব্যে সুজন দাবি করেছে, এর আগে ১৯৮৮ সালের নির্বাচন সবচেয়ে বেশি সহিংসতাপূর্ণ ও প্রাণঘাতী ছিল। ওই নির্বাচনে ৮০ জনের প্রাণহানি হয়। ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ইউপি নির্বাচনে ১০ জনের, ২০০৩ সালে বিএনপি সরকারের আমলে ২৩ এবং ১৯৯৭ সালে ৩১ জন মারা যান।

সুজন বলছে, এবার নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নির্বাচন-পূর্ব সংঘর্ষে ৪৫ জন, ভোটের দিন সংঘর্ষে ৩৬ এবং ভোটের পর সংঘর্ষে ২০ জন মারা গেছেন। চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থক ৪০ জন, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থক ১২, বিএনপির ২, জাতীয় পার্টির (জেপি) ১, জনসংহতি সমিতির ১ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর ২ জন কর্মী নিহত হয়েছেন। বাকিদের মধ্যে সদস্য প্রার্থীর কর্মী-সমর্থক ৩১ জন, ১২ জন সাধারণ মানুষ। নিহত লোকদের মধ্যে চারজন নারী ও তিনটি শিশু, একজন সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী এবং তিনজন সদস্য প্রার্থী ছিলেন। চেয়ারম্যান পদে বিরোধেই প্রাণ গিয়েছে ৬৩ জনের।

দেশে গত ২৮ মে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ধাপের ইউপি নির্বাচনে সহিংসতায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার শেখপাড়া গ্রামের কৃষক নুরুল ইসলাম। তাঁর মৃত্যুর ঘটনা শুনে স্বজনদের আহাজারি ● প্রথম আলো

প্রাণহানির কারণ সম্পর্কে সুজন বলছে, প্রতিযোগিতার মনোভাব না থাকা, যেকোনো মূল্যে জয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নির্বাচনী সহিংসতার বড় কারণ।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেকর্ড : এই নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার রেকর্ড হয়েছে। নির্বাচনে মোট ২১১ জন চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা সবাই ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী। এর আগে ১৯৮৮ সালে ১০০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া ১৯৯২ সালে ৪ জন, ১৯৯৭ সালে ৩৭ এবং ২০০৩ সালে ৩৪ জন বিনা ভোটে নির্বাচিত হন। ২০১১ সালে কেউ বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন—এমন তথ্য সুজন পায়নি।

সুজন মনে করে, বিনা ভোটে এত বেশিসংখ্যক নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা উদ্বেগজনক। এটি নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আরও অকার্যকর করে ফেলতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য আত্মঘাতী হবে।

> ■ বিনা ভোটে নির্বাচিত হওয়ার নতুন রেকর্ড
> ■ নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ চায় সুজন

চার ধাপের ২ হাজার ৬০৭টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র ১৭টিতে নারীরা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন; যা ১ শতাংশেরও কম। চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ জিতেছে ১ হাজার ৭৯৯টিতে, বিএনপি ২৩৮, জাতীয় পার্টি ৩২, জাসদ ৬, জাতীয় পার্টি (জেপি) ৪, ওয়ার্কার্স পার্টি ৪, ইসলামী আন্দোলন ২, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও জাকের পার্টি ১টি করে এবং ৫২১টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতেছেন। বিএনপি ৫৫৪ ইউপিতে চেয়ারম্যান প্রার্থী দিতে পারেনি।

দিলীপ কুমার সরকার বলেন, দলভিত্তিক স্থানীয় সরকার নির্বাচনব্যবস্থার ফলে নির্বাচনী আইনানুযায়ী এখন চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। আর এই মনোনয়ন দিতে গিয়েই ঘটছে বাণিজ্যের ঘটনা। মনোনয়ন-বাণিজ্যের ঘটনা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—উভয় দলে ঘটার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে আওয়ামী লীগে এর ব্যাপকতা বেশি।

সংবাদ সম্মেলনে গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, এবারের নির্বাচনে মনোনয়ন-বাণিজ্য এতটাই প্রকট ছিল, যা অনেকটা রোজার আগে ছোলা কেনাবেচার মতো। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনে নিহত ব্যক্তিরা আসলে নিহত নন, তাঁরা শহীদ হয়েছেন। তাই এই নির্বাচনকে একটি শহীদি নির্বাচন বলে আখ্যা দেওয়া দেওয়া যায়। এতগুলো মানুষ মারা যাওয়া কোনো খেলা কিংবা তামাশার বিষয় নয়।’

সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘চলমান ইউপি নির্বাচন নির্বাচনও নয় এবং গণতন্ত্রও নয়। বরং এক দুঃস্বপ্ন। নির্বাচনে অনিয়ম, মনোনয়ন-বাণিজ্য, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের সংখ্যা প্রভৃতি বিবেচনায় এ নির্বাচন যেন সবার কাছে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তার মানে, এগুলো এখন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়।’

হাউস অব কমন্সে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

ঠিক পথে এগোচ্ছে না বাংলাদেশ

তবারুকুল ইসলাম, লন্ডন

নানা সমস্যায় চলা বাংলাদেশ ঠিক পথে এগোচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হুগো সোয়ার। একের পর এক হত্যাকাণ্ডে বিরোধী দলকে দায়ী করে বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্তরাজ্য একমত নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি।

> “ যুক্তরাজ্য চায় কমনওয়েলথ বাংলাদেশের বিষয়ে আরও পদক্ষেপ নেবে
>
> **হুগো সোয়ার**
> পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী
> যুক্তরাজ্য

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে গত ২৫ মে বাংলাদেশবিষয়ক সরাসরি প্রশ্নোত্তরে প্রতিমন্ত্রী হুগো সোয়ার এসব কথা বলেন। বিতর্কে তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হত্যাকাণ্ডের জন্য বিরোধী দলগুলোকে দায়ী করে বলছেন, বিরোধীরা দেশকে অস্থিতিশীল করতে এসব করছে। আমরা মনে করি, সমস্যা আরও গভীরে।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কিছু বিষয়ে যুক্তরাজ্যের গভীর উদ্বেগ রয়েছে। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের কোনো আশঙ্কা নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য। তাই যুক্তরাজ্য চায় কমনওয়েলথ বাংলাদেশের বিষয়ে আরও পদক্ষেপ নেবে। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষার বিষয়কে তিনি স্বাগত জানান।

বিতর্কে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে নির্ধারিত আলোচনায় সাতজন এমপি বাংলাদেশে একদলীয় রাজনীতির উত্থান, মানবাধিকার পরিস্থিতি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। এসব বিষয়ে যুক্তরাজ্যের করণীয় সম্পর্কে জানতে চান তাঁরা। তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক দায়িত্বে থাকা প্রতিমন্ত্রী হুগো সোয়ার।

একই দিন পার্লামেন্টের সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনে ইউরোপ, মানবাধিকার এবং দেশ-বিদেশে মানুষকে নিরাপদ রাখা শীর্ষক আরেক বিতর্কে আবার উঠে আসে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। লেবার পার্টি থেকে বহিষ্কৃত স্বতন্ত্র এমপি সায়মন ডানস্যুক বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাজ্যের হস্তক্ষেপ করা কেন জরুরি, সে বিষয়ে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি বিএনপির কাউন্সিলে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় এসেছিলেন।
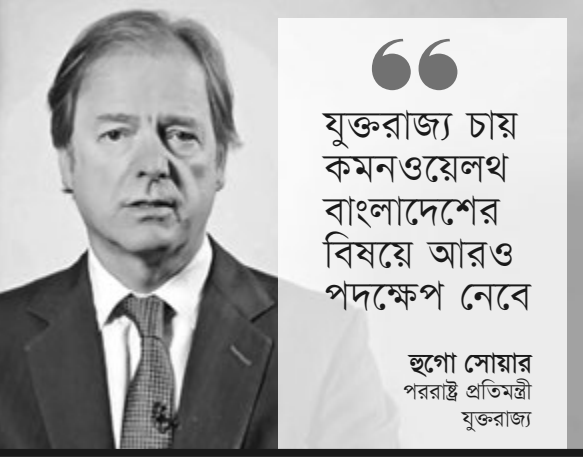
বাংলাদেশবিষয়ক বিতর্কে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ-দলীয় এমপি নুসরাত গনির এক প্রশ্নের জবাবে হুগো সোয়ার বলেন, ৯ এপ্রিল ঢাকায় নাজিমুদ্দিন হত্যাকাণ্ড শুধু নয়, রাজশাহীতে শিক্ষক রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যার ঘটনায় দায় স্বীকার করেছে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)। বাংলাদেশের এসব ঘটনা বেশ আলোচিত হয়ে উঠছে মন্তব্য করে তিনি হত্যাকাণ্ড নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের ব্যাখ্যায় যুক্তরাজ্যের দ্বিমতের কথা জানান।

এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের করণীয় সম্পর্কে জানতে চান লেবার-দলীয় এমপি ফেবিয়ান হ্যামিলটন। জবাবে হুগো সোয়ার মঙ্গলবার সকালে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম এ হান্নানের সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয়, হত্যার শিকার ব্যক্তিদের একজন বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আত্মীয়। ফলে সরকার বিষয়গুলো বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে।
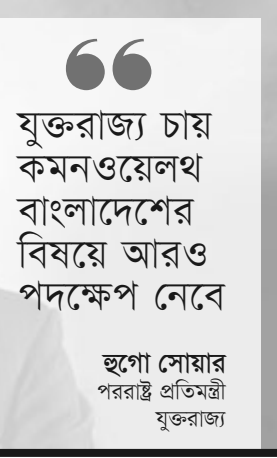
ক্ষমতাসীন দলের এমপি রিচার্ড ফুলার বলেন, মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার ব্যর্থ। দেশটিতে কার্যকর বিরোধী দল নেই। অন্যতম সাহায্য প্রদানকারী দেশ হিসেবে যুক্তরাজ্যের কি উচিত নয়, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা এবং শাসনক্ষমতা যাতে এক দলের হাতে কুক্ষিগত না হয়, তা নিশ্চিতে হস্তক্ষেপের সময়সীমা নির্ধারণ করা?

অবরোধ আরোপের প্রসঙ্গটি সরাসরি এড়িয়ে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী হুগো সোয়ার বলেন, ‘যুক্তরাজ্যের দেওয়া সাহায্যে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়। যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দাতা দেশ। আপনাদের পরামর্শ আমি মাথায় রাখলাম।’

এদিকে সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনে সায়মন ডানস্যুক বলেন, গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে দেওয়া রানির ভাষণে সিরিয়া ও ইউক্রেনের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হলেও বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকেও সরকারের দৃষ্টিপাত দেওয়া উচিত।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে উল্লেখ করে ডানস্যুক বলেন, ‘আমরা এখন রাজনৈতিক ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্রতারণামূলক নির্বাচন, গুম, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ, মানবাধিকার ভেঙে পড়া এবং ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হতে দেখছি।’

সংক্ষেপ

নজরুলের সমাধিতে কবিতার ভুল বানান

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে গত ২৫ মে। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত জাতীয় কবির সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় সর্বস্তরের মানুষ। কিন্তু সমাধিসৌধে কবির 'বিদ্রোহী' কবিতাটির একটি চরণের একটি শব্দ ভুল বানানে লেখা আছে। সমাধিসৌধে প্রবেশ করলেই কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার কিছু চরণ টেরাকোটা শিল্পকর্ম দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে। চরণগুলো হলো, 'মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত/ আমি সেই দিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাশে ধ্বনিবে না।' এখানে বাতাস শব্দটি ভুল বানানে লেখা হয়েছে। বাতাস শব্দের বানানে 'শ' লেখা হয়েছে। আসলে হবে 'স'। কবি নিজেও কবিতাটি বাতাস লিখতে 'স' বর্ণটি ব্যবহার করেছেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক

চট্টগ্রামে বিভাগীয় পর্যায়ে মাধ্যমিকে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। তিনি ফটিকছড়ি উপজেলার আবদুল বারি চৌধুরী (এবিসি) উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালক সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক এ ঘোষণা দেন। পরে একই দিন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন তাঁর হাতে সনদ তুলে নেন। প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞতা, একাডেমিক সনদ, প্রশাসনিক দক্ষতা, আর্থিক শৃঙ্খলা ও গত দুই বছরের এসএসসির ফলাফলসহ মোট ১৩টি বিষয় বিবেচনা করে আমাকে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত করা হয়। এ কৃতিত্ব আমার বিদ্যালয়ের।'

● ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

স্ত্রীও ফিরলেন লাশ হয়ে

ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন স্বামী গোলাম মোহাম্মদ তালুকদার। তাঁর লাশ গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনায় নিয়ে যাওয়ার পথে মাইক্রোবাস উল্টে প্রাণ গেল স্ত্রী রফিকা চৌধুরীরও (৫৫)। গত ২৫ মে গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর এলাকায় মাইক্রোবাস উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। তাঁদের বাড়ি নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার জনদপুর এলাকায়। রফিকা চৌধুরীর মেয়েজামাই শামিম আহমেদ জানান, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর শ্বশুর গোলাম মোহাম্মদ তালুকদার মারা যান। ২৫ মে অ্যাম্বুলেন্সে করে মৃতদেহ গ্রামের বাড়ি নেওয়া হচ্ছিল। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে অন্য একটি মাইক্রোবাসে তাঁর শাশুড়িসহ তাঁদের আরও চার স্বজন ছিলেন। পথে গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর এলাকায় পৌঁছালে পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে চালক ব্রেক করলে মাইক্রোবাসটি উল্টে যায়। এতে তাঁর শাশুড়ি ঘটনাস্থলে নিহত হন।

● গাজীপুর প্রতিনিধি

গাছ তুমি কার?

ফরিদপুরে মহাসড়কের ১২ কিলোমিটার অংশের ১ হাজার ৯০০ কড়ইগাছ (রেইনট্রি) দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করে দিয়েছে বন বিভাগ। কিন্তু সড়ক বিভাগ বলছে, গাছগুলো তাদের মালিকানাধীন। তাই সেগুলো বিক্রি করতে পারে না বন বিভাগ। এ নিয়ে দুই বিভাগের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। দুই বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে ফরিদপুর সদর উপজেলার বদরপুর হতে কানাইপুর বিসিক শিল্পনগরী এলাকা পর্যন্ত চার কিলোমিটার অংশে ৯০০টি গাছ রয়েছে। এগুলো ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে লাগানো হয়। একই সড়কের রাজবাড়ী রাস্তার মোড় থেকে বাহিরদিয়া সেতু পর্যন্ত আট কিলোমিটার অংশে রয়েছে আরও এক হাজার গাছ, যা ২০০২-০৩ অর্থবছরে লাগানো হয়। এই ১২ কিলোমিটার জায়গা সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের মালিকানাধীন। তবে গাছগুলো রোপণ করে বন বিভাগ। ফরিদপুর অঞ্চলের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. জাহিদুর রহমান মিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, সওজের জায়গায় লাগানো হলেও গাছগুলোর মালিক বন বিভাগ। সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'গাছগুলোর মালিক সড়ক বিভাগ। এ ব্যাপারে আমরা আপত্তি দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন।'

● ফরিদপুর অফিস

'উপাচার্য নিয়োগের মাপকাঠি তদবির'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ইউজিসি অধ্যাপক মইনুল ইসলাম বলেছেন, পাণ্ডিত্য আর মেধার জোরে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য হওয়া যায় না। এ জন্য তদবির লাগে। এখন উপাচার্য নিয়োগের মাপকাঠি হয়ে গেছে কে কত তদবির করতে পারেন, কে কতবার মন্ত্রীর বাসায় যেতে পারেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে পারেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও সাবেক উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের সম্মানে রচিত গবেষণাগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে গত ২৬ মে প্রেসক্লাবে চট্টগ্রাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন অধ্যাপক মইনুল ইসলাম।

● নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

শাড়িতে পাথর

সামনে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ধর্মীয় এই উৎসবকে ঘিরে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন পোশাক শিল্পসহ নানা খাতের কর্মীরা। ঈদ সামনে রেখে শাড়িতে পাথর বসাচ্ছেন শ্রমিকেরা। প্রতিটি শাড়িতে পাথর বসানোর পর তাদের মজুরি ১০০-২০০ টাকা। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার সোনাচরা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

ই-টোকেন ছাড়া ভারতের ট্যুরিস্ট ভিসার আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সাক্ষাতের তারিখ বা ই-টোকেন ছাড়াই ট্যুরিস্ট ভিসার আবেদন গ্রহণের জন্য ঈদ ক্যাম্পের আয়োজন করেছে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন। আগামী ৪ থেকে ১৬ জুন (শুক্রবার ১০ জুন) পর্যন্ত সকাল আটটা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত এই আবেদন করা যাবে। ঈদ ভিসা ক্যাম্প হবে ভারতীয় হাইকমিশনের নতুন চ্যান্সেরি কমপ্লেক্স ১-৩ জাতিসংঘ সড়কে।

ভারতীয় হাইকমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। বারিধারায় পার্ক রোডের চ্যান্সেরি ফটক দিয়ে ক্যাম্পে ঢুকতে হবে। ক্যাম্পের ভেতর কোনো ব্যাগ ও মুঠোফোন আনা যাবে না।

বাবার খোঁজে...

শেষ পৃষ্ঠার পর

হতাশ কণ্ঠে হানিফ বলেন, 'আমি ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ পৃথিবীর ১৭টা দেশ ঘুরেছি। আর্থিকভাবে আমি সচ্ছল। আমার জার্মানিতে যাওয়ার, থাকার কিংবা নাগরিকত্ব নেওয়ার ইচ্ছা নেই। আমি শুধু বাবার খোঁজ চাই।'

বোন নাইয়ার সুলতানা বলেন, 'আমরা তো বাবাকে দেখিনি। বাবার পরিবারের কারও খোঁজ পেলে প্রয়োজনে ডিএনএ টেস্ট করাতাম। জার্মানির কাছে, বাংলাদেশ সরকারের কাছে, জার্মানপ্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে সহায়তা চাই।'

বৃদ্ধা চাঁদ সুলতানা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমার এক যুগের সংসার ছিল পিটারের সঙ্গে। মৃত্যুর আগে যদি স্বামীর খোঁজটা পেতাম। বেঁচে না থাকুক, যদি কবরটা দেখতে পেতাম...।'

আসছে ভ্রাম্যমাণ পেট্রল স্টেশন

শেষ পৃষ্ঠার পর

ট্যাংকের লকার গাড়ির বাঁ দিকে থাকে। এ ক্ষেত্রে একদিকে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়িতে জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয়। এতে করে অন্যদিক খালি পড়ে থাকে। দীর্ঘ পাইপ হয়ে গেলে উভয় দিকে গাড়ির জ্বালানি ট্যাংকে জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে। মূলত এ কারণেই দীর্ঘ পাইপ স্থাপন করা হচ্ছে।

ওকুদের ঊর্ধ্বতন এই কর্মকর্তা বলেন, ওকুদ পেট্রল স্টেশনে গাড়িতে জ্বালানি সরবরাহ করতে বর্তমানে যে পরিমাণ সময় ব্যয় হয়, নতুন ব্যবস্থার ফলে তা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে। এটি চালু হলে গ্রাহককে দীর্ঘ সময় ধরে পেট্রলপাম্পে অবস্থান করতে হবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই আগের তুলনায় অসংখ্য গাড়িতে জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে। যেসব গাড়ির ডান দিকে জ্বালানি ট্যাংক রয়েছে, সেসব মোটর গাড়ির চালকদের অন্যান্য মোটর গাড়ির চালকদের মতো সারির মধ্যে অপেক্ষা করতে হবে।

গত ২৮ মে কাতার জ্বালানি কোম্পানির দ্বিতীয় বিশেষ সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সিদ্রা স্টোরে আরও নতুন পণ্য এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন উপস্থাপনের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের জন্য অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নতুন ফুয়েল স্টেশন স্থাপনের ফলে অন্যান্য জায়গায় যেসব পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অনুমতি নেই, এখানে তা ব্যবহার করা যাবে। আলকুবারি বলেন, 'এ ছাড়া নতুন সংশোধনীর আওতায় ওকুদের প্রাঙ্গণে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।'

বিশ্বমানে উন্নীত হচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও আরেকটি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছে। নবম সুপারিশটি বিচার ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত।

মন্ত্রণালয় জানায়, কারাগারের পুরোনো ভবন পাল্টানোসংক্রান্ত প্রথম সুপারিশ মেনে প্রথম দফায় চারটি নতুন সেলের ব্লক গত বছর খুলে দেওয়া হয়। আরও চারটি নতুন সেলের ব্লক আগামী বছরের মধ্যে শেষ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নতুন ভবনগুলো আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে নির্মাণ করা হবে। বন্দীদের সব বিষয় ছাড়াও তাঁদের ঠাসাঠাসি করে থাকা নিয়ে উদ্বেগকে বিবেচনায় রেখে নির্মাণ করা হবে এসব ভবন।

নতুন সংস্কার কর্মসূচির অধীন পুরোনো ভবনগুলো হয় পুরোপুরি সংস্কার করা হবে, নয়তো বাতিল করা হবে জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, প্রতিবন্ধী বন্দীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া হাতে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ নজর প্রয়োজন—এমন বন্দীদের জন্য নতুন থাকার জায়গা নির্মাণের বিষয়টি কর্মসূচির দ্বিতীয় দফায় অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় জানায়, জো কারাগারের ৭০ শতাংশ স্থান ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার (সিসিটিভি) আওতায় আনা হয়েছে। বাকি অংশও এর আওতায় আনার কাজ চলছে। যত দিন তা শেষ না হচ্ছে, তত দিন কারারক্ষীরা দেহে লাগানোর সুবিধাসংবলিত ক্যামেরা নিয়ে ওই অংশে নজরদারি করবেন।

কারাগারে বলপ্রয়োগের ঘটনাগুলো এখন সরকারিভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং নথিতে কী কারণে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে, তাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

পিডিআরসির প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে জো কারাগারের ক্লিনিকেও বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। পরিবর্তন আনার এ উদ্যোগে যুক্ত করা হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে। বন্দীদের স্বাস্থ্যসেবার সব দায়দায়িত্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে প্রক্রিয়াধীন। পাশাপাশি সব বন্দীকে যথাযথভাবে সাধারণ চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সূত্র : বাহরাইন নিউজ

চার কেজি ওজনের আম!

শেষ পৃষ্ঠার পর

আড়াই শতাংশ। আমের মূল মৌসুম শেষ হওয়ার পর এই আম পাকে বলে দাম এবং চাহিদাও বেশি। ইউসুফ আলী কষ্ট করে ব্রুনাই থেকে ওই আমের জাত নিয়ে আসেন। তাই তিনি ইউসুফ আলীর মেয়ে ইয়াসমিন ও নিজের নামের পদবি জুড়ে দিয়ে আমের নাম রেখেছেন 'মোল্লা-১ ইয়াসমিন'।

আতিয়ার রহমান বলেন, 'নতুন এই আমের জাতটি আমি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চাই। কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করেছি। গত বছর ৫০টি চারা বিক্রি করেছি। এ বছর ৩০টি চারা বিক্রি হয়েছে। এখনো ১০০টি চারা আছে। প্রতিটি চারার দাম ৫০০ টাকা।

নতুন এই আম সম্পর্কে জানতে চাইলে মাগুরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ পার্থ প্রতীম সাহা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গত বছর তিন কেজি ওজনের ওই আম আমি দেখেছি। আমের ওজন অনেক বেশি। তবে পরিমাণে কম ধরায় বাণিজ্যিকভাবে এই আম আবাদযোগ্য না। শৌখিন ব্যক্তিরা আমের চারা রোপণ করতে পারেন।'

চা ক রি র খোঁ জ

কাতারে কাজের খবর

থেরাপি কর্মী
একটি মাসাজ সেন্টারের জন্য পুরুষ থেরাপিস্ট স্টাফ আবশ্যক। ফোন করুন : ৭০০৭০০১৫। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

এসি টেকনিশিয়ান
দুজন এসি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। ফোন করুন : ৭০৬৭০৬৮২। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

গাড়িচালক
পরিবহন ও কন্ট্রাকটিংয়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষায়িত কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন ভারী যানের চালক (বাংলাদেশি/ভারতীয়/নেপালি) আবশ্যক। স্পনসরশিপ বদল করতে হবে। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ফোন করুন :৩৩৮৩১১৩০/৩৩৩০৫৮১৮। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

গাড়িচালক
কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী গাড়িচালক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : mhhr993@gmail.com। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

বিক্রয় নির্বাহী
একটি ভবন নির্মাণ সামগ্রীবিষয়ক কোম্পানির জন্য বিক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের হলে অগ্রাধিকার। ফোন করুন : ৫৫৫৭৪৮৭১। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

ফ্লোরিস্ট
দোহার একটি ফুলের দোকানের জন্য ফ্লোরিস্ট (নারী/পুরুষ) আবশ্যক। যোগ্যতা : ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা; ইংরেজিতে (পড়া+লেখা) পারদর্শী; বয়স ২২ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ফোন করুন : ৩৩১৩৪৫২১ ও ৭০৫৭০৯৭১ (বেলা নয়টা থেকে রাত নয়টা)। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

ইঞ্জিনিয়ার/রাজমিস্ত্রি/অন্যান্য
কন্ট্রাক্টিং ও আবাসন খাতের একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির জন্য দক্ষ সাইট ইঞ্জিনিয়ার (অভিজ্ঞতা ন্যূনতম পাঁচ বছর), স্টিল ফিক্সার (অভিজ্ঞতা ন্যূনতম দুই বছর), রাজমিস্ত্রি (অভিজ্ঞতা ন্যূনতম দুই বছর), কাঠমিস্ত্রি (অভিজ্ঞতা ন্যূনতম দুই বছর) ও টাইল ফিক্সার (অভিজ্ঞতা ন্যূনতম দুই বছর) আবশ্যক। স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও অনাপত্তিপত্র (এনওসি) থাকলে অগ্রাধিকার। ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : recruitment.amj@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

সুপারভাইজর/বিক্রয়কর্মী/পিআরও
একটি দ্রুত বর্ধনশীল গ্রুপ অব কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ/অনভিজ্ঞ পিআরও আইটি ড্রাইভার, সুপারভাইজর (গার্মেন্টস, ইলেকট্রনিকস, স্যানিটারি অ্যান্ড হাউসহোল্ড, রোস্টারি, ফলমূল ও শাকসবজি) এবং বিক্রয়কর্মী (গার্মেন্টস, ইলেকট্রনিকস, স্যানিটারি অ্যান্ড হাউসহোল্ড, রোস্টারি, ফলমূল ও শাকসবজি) আবশ্যক। ভিসা দেওয়া হবে। ই-মেইল করুন : hrmiddleeast1234@gmail.com, ফোন করুন : ৬৬৯৮ ৬৯৮৮ (বিকেল চারটা থেকে নয়টা)। সূত্র : গালফ টাইমস।

টেকনিশিয়ান/ওয়েল্ডার
একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির জন্য সনদধারী ওয়েল্ডার, ইলাভেটর টেকনিশিয়ান ও বিএমইউ টেকশিয়ান আবশ্যক। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট কাজে দুই-পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা; বৈধ এনওসিধারী জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : careersqa0@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন ভারী যানের চালক (ট্রেইলার চালক) আবশ্যক। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা ড্রাইভিং লাইসেন্সের কপি ও জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info@intergroupshipping.qa, ফোন করুন : ৪৪১৩১১৫২, ৩৩৪৪১৪৫৯। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার
একটি ইলেকট্রোকেমিক্যাল কোম্পানির (সুউচ্চ ভবন ও ভিলার কাজে সম্পৃক্ত) জন্য ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। প্রার্থীদের ইউপিডিএ সনদধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ই-মেইল করুন : hr2015upda@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী/গাড়িচালক/ফোরম্যান
জরুরি ভিত্তিতে দুই বছরের অভিজ্ঞ বিক্রয় নির্বাহী (ওয়াটার প্রুফিং সেকশন), দুই বছরের অভিজ্ঞ হালকা যানের চালক ও পাঁচ বছরের অভিজ্ঞ সাইট ফোরম্যান (ওয়াটারপ্রুফিং সেকশন) আবশ্যক। ই-মেইল করুন : job.torbay@gmail.com। ফোন : ৩৩৫১৭৯৪১, ৭৪৪৩৭৩৪৭। সূত্র : গালফ টাইমস।

অপারেটর
ইটিএ স্টার কোম্পানির পাওয়ার প্রজেক্ট ডিভিশনের জন্য এইচডিডি অপারেটর কাম ট্রাকার (লোকেটর) আবশ্যক। ভারমার মেকানিক ও এফএস সিরিয়ার লোকেটরে পাঁচ-সাত বছর কাজের অভিজ্ঞতাধারীদের অগ্রাধিকার। এনওসি আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : orlohdd@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয়কর্মী
বিল্ডিং সার্ভিস কোম্পানির জন্য বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। একই কাজে অভিজ্ঞ হতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : damof821@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

এসি টেকনিশিয়ান/ইলেকট্রিশিয়ান/অন্যান্য
নির্মাণ খাতের একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ এসি টেকনিশিয়ান, প্লাম্বার (ফায়ার ফাইটিং), টাইল ফিক্সার, ইলেকট্রিশিয়ান ও রাজমিস্ত্রি আবশ্যক। স্থানান্তরযোগ্য ভিসা আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৩৩৮৩৯৬৭, অথবা জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : sumedha@buhmaid.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/প্রতিনিধি/ফোরম্যান
ইঞ্জিনিয়ার (স্থাপত্য), ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), ফোরম্যান (নির্মাণ খাত) ও প্রতিনিধি (আবাসন খাত, তিনজন) আবশ্যক। প্রার্থীদের কাতারে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : eldakhelco@gmail.com। ফ্যাক্স : ৪০২৯৩৭৮৩, ফোন : ৭৪৭৪৫৩৫৩। সূত্র : গালফ টাইমস।

নার্স
একটি বেসরকারি ক্লিনিকের জন্য নার্স (নারী ও পুরুষ) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : mohdmohd2002@hotmail. com / career@gulfdental.org। সূত্র : গালফ টাইমস।

হিসাবরক্ষক/বিক্রয়কর্মী
ওয়াটার ট্যাংক কারখানার জন্য হিসাবরক্ষক ও বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : hasd2020@yahoo.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয়কর্মী
অভিবাসনশিল্পের জন্য বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। এইচএনআই গ্রাহকদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ও আরবি বলতে পারদর্শী হতে হবে। অভিবাসনসংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : ravneet@stratixconsultants.info। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার
নির্মাণ খাতের একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য সিভিল সাইট ইঞ্জিনিয়ার ও ইউটিলিটি ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। প্রার্থীদের যথাক্রমে জিসিসিতে ন্যূনতম পাঁচ বছর ও দুই বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrcadjobs@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

কুক/গাড়িচালক/সহকারী
একটি রেস্তোরাঁর জন্য কুক, গাড়িচালক ও চালকের সহকারী আবশ্যক। ফোন করুন : ৩০১০২২৯৮, ৫৫২৮৮৩৩০। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার
এ গ্রেডভুক্ত নির্মাণ খাতের কোম্পানির জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট কাজে পাঁচ-সাত বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কাতারের শহর পরিকল্পনা বিভাগের অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই আবেদনের যোগ্য। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : procurement@cec-qatar.com। ফ্যাক্স করুন : ৪৪৪২৬১০৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

স্টোর সুপারভাইজর
একটি হোল্ডিং কোম্পানির জন্য অত্যন্ত দক্ষ স্টোরকিপার আবশ্যক। যোগ্যতা : ব্যাচেলর ডিগ্রি; ওয়ারহাউস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ন্যূনতম সাত বছরের অভিজ্ঞ। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr@fbaholding.com.qa। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী
একটি স্বনামধন্য পেইন্ট উৎপাদন কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। যোগ্যতা : ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা; যেকোনো বিষয়ে ডিগ্রিধারী; ইংরেজি পড়তে, লেখতে ও বলতে পারদর্শী; আরবি জানলে অগ্রাধিকার; বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স স্পনসর বদল আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : info@npfqatar.com, ফ্যাক্স : ৪৪৬০০৩৬৮ / ৪৪৬০২৭২১। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
একটি পর্যটন ও ভ্রমণবিষয়ক কোম্পানির কয়েকজন গাড়িচালক আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৩৮৩৪৩৯৪, ই-মেইল করুন : abd_yyyy@yahoo.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় প্রতিনিধি
নির্মাণসামগ্রীর একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য কয়েকজন বিক্রয় প্রতিনিধি আবশ্যক। অবশ্যই কাতারি লাইসেন্স থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : wecarehygine@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

স্থপতি/ ক্যাড ম্যানেজার
জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন এ গ্রেডভুক্ত জ্যেষ্ঠ স্থপতি (রেভিট অ্যান্ড ক্যাড; ১০+ বছরের অভিজ্ঞতা), স্থপতি (রেভিট অ্যান্ড ক্যাড; ৫+ বছরের অভিজ্ঞতা) ও ক্যাড ম্যানেজার (১০+ বছরের অভিজ্ঞতা) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : careers@htco-qa.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
স্কুলের পরিবহনকাজের জন্য ১০ জন হালকা যানের চালক আবশ্যক। বেতন : ১৮০০ কাতারি রিয়াল + অভারটাইম, ফ্রি আবাসন। ই-মেইল করুন : chalanabdm@gmail.com। ফোন : ৭০১২৩১০৯, ৬৬৫২৩৫৬৪। সূত্র : গালফ টাইমস।

ফোরম্যান
নির্মাণ খাতের একটি কোম্পানির জন্য ফোরম্যান আবশ্যক। দুই-পাঁচ বছরের অভিজ্ঞ হতে হবে। ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষা জানতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : m.hassn@alrafeeenterprises.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

আইটি/গ্রাফিকস ডিজাইনার
একটি আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জন্য আইটি/গ্রাফিকস ডিজাইনার আবশ্যক। আরবি ও ইংরেজি জানতে হবে। ই-মেইল করুন : qlawyerscv@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

সেলস ইঞ্জিনিয়ার/গাড়িচালক
একটি ফায়ার কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য সেলস ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) ও গাড়িচালক আবশ্যক। দোহায় কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : dohasalesjob2016@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
জরুরি ভিত্তিতে এইচভিএসি মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। অভিজ্ঞতা : ১০+ বছর। অবিলম্বে যোগ দিতে সক্ষম, এমন এনওসিধারী প্রার্থীরা ই-মেইল করুন : recruit_qatar@yahoo.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/এসি টেকনিশিয়ান
একটি স্বনামধন্য পরিবহন কোম্পানির বিলাসবহুল বাসের জন্য কয়েকজন চালক ও কয়েকজন অটোমোবাইল এসি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। ফোন : ৭০৪৮৩২১০, সাম্প্রতিক ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল : sreekumaranil.gse@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

বাহরাইনে কাজের খবর

গৃহকর্মী
খণ্ডকালীন গৃহকর্মী আবশ্যক। সপ্তাহে মাত্র দুই দিন কাজ করতে হবে। ফোন করুন : ৩৩৯১৯৯৭৭। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/ওয়েটার/অন্যান্য
অ্যারাবিক রেস্টুরেন্টের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন করে ওয়েটার/ওয়েট্রেস, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, হেলপার, ড্রাইভার ও ক্যাশিয়ার আবশ্যক। ই-মেইলে আবেদন করুন : mohammadalhabbash@yahoo.com, ফোন : ৩২২১৪৩১৩। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গ্রাফিক ও ওয়েব ডিজাইনার/অভ্যর্থনাকর্মী
গ্রাফিক ডিজাইনার, ওয়েব ডিজাইনার ও ফ্রন্ট ডেস্ক স্টাফ/ অভ্যর্থনাকর্মী (নারী) আবশ্যক। ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : jobs.bh000@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গ্রাফিক ডিজাইনার
একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন গ্রাফিক ডিজাইনার আবশ্যক। প্রিন্টিং প্রেসের কাজের জন্য ডিজাইন করার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruitmenthr.911@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক
একটি শীর্ষস্থানীয় অফিস সরঞ্জাম ও অটোমেশন কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ বিক্রয় ব্যবস্থাপক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : mailbahrainboss@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইঞ্জিনিয়ার
দক্ষ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। অভিজ্ঞতা : ন্যূনতম পাঁচ বছর। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : jobhr678@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ব্যবস্থাপক
ভাড়া, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতসংশ্লিষ্ট সম্পদ এবং বিভিন্ন ধরনের বিপণনে নিযুক্ত ২৫ জন কর্মীর ব্যবস্থাপনার জন্য একজন ব্যবস্থাপক আবশ্যক। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আবেদন করুন : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিও বক্স-২৬৮০৮, আদালিয়া, বাহরাইন। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

অফিস বয়
একটি ট্রেডিং কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে অফিস বয় আবশ্যক। ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা। ইংরেজির জ্ঞান থাকতে হবে। ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : jobsbah529@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক
একটি কোম্পানি/রেস্তোরাঁর মিনিবাসের জন্য চালক আবশ্যক। ই-মেইল করুন : anwar.fakhroplus@gmail.com, ফোন : ১৩৩৯০০৯০, ৩৬১০১১০৭। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/বিক্রয়কর্মী
একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ গাড়িচালক ও সেলস লেডি আবশ্যক। ই-মেইল করুন : sosweetcafe.bh@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। যোগ্যতা : এস্টিমেশন ও ভবন নির্মাণ প্রকল্পে ন্যূনতম তিন-পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা; ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী; ইপিপি লাইসেন্সধারীদের অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : grabjoboffer@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
পেশাদার আউটডোর সেলসম্যান আবশ্যক। অভিজ্ঞতা পাঁচ বছর। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info@koohejibuildingcare.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান
ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগ্যতা : আবাসিক/বাণিজ্যিক স্থাপনায় ন্যূনতম পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা; ইংরেজিতে যথেষ্ট দক্ষ। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hesham@eurogulf.org। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

হাউস কুক
রমজানের জন্য হাউস কুক আবশ্যক। যোগাযোগ করুন : ৩৯৪৫৬৯৬৬। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক
একটি কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে গাড়িচালক আবশ্যক। এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : job.qpp@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ব্যবস্থাপক/বিক্রয়কর্মী/অন্যান্য
জালাতিমো সুইটস, বাহরাইনের জন্য অপারেশন্স অ্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজার, অ্যারাবিক সুইটস শেফ, অ্যারাবিক সুইটস অ্যাসিস্ট্যান্ট শেফ, সেলস পারসন ও গাড়িচালক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : zalcvs@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক
সফটওয়্যার/আইটি কোম্পানির জন্য বিক্রয় ব্যবস্থাপক আবশ্যক। ভিসা দেওয়া যাবে। ই-মেইল করুন : itbahrainco.2016@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গৃহকর্মী
তুবলির একটি ভালো পরিবারের জন্য গৃহকর্মী আবশ্যক। ভিসা, খাবার, আবাসন দেওয়া হবে। হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন : +৯৭৩ ৩৯৩৪৯২০২। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ব্যবস্থাপক/ইঞ্জিনিয়ার/অন্যান্য
একটি শীর্ষস্থানীয় সিভিল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য কমার্শিয়াল ম্যানেজার (গ্র্যাজুয়েট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার; জিসিসিতে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা), সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার (গ্র্যাজুয়েট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার; জিসিসিতে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা), সিনিয়র/জুনিয়র কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার (গ্র্যাজুয়েট/ডিপ্লোমা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার; জিসিসিতে ৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) ও সিনিয়র এস্টিমেটর (গ্র্যাজুয়েট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার; জিসিসিতে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা) আবশ্যক। বিষয়ের স্থানে পদের নাম উল্লেখপূর্বক জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info@aradouscm.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ওয়াচম্যান
একটি বেসরকারি ভিলার জন্য ওয়াচম্যান (পূর্ণকালীন) আবশ্যক। ই-মেইল করুন : bosaleh2527@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

টার্নার কাম মিলার
জরুরি ভিত্তিতে টার্নার কাম মিলার আবশ্যক। তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফোন করুন : ১৭৬৪৬৬৬৬। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় তাজা মাছ বিক্রির জন্য অভিজ্ঞ ও ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৩৩২৮৫৮৭। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

কাউন্টারকর্মী
টেকআউট রেস্তোরাঁর জন্য কাউন্টার সার্ভার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruit.info.nic@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

পরিচ্ছন্নতাকর্মী
অভিজ্ঞ কিচেন ক্লিনিং অ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruit.info.nic@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

টিকিটকর্মী
একটি স্বনামধন্য গ্রুপ অব কোম্পানির ট্রাভেল অফিসের জন্য টিকেটিং স্টাফ আবশ্যক। যোগ্যতা : বাহরাইনে চার বছরের বেশি কাজের অভিজ্ঞতা; ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজমে ডিপ্লোমাধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : job4ubah@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বাহরাইন আসা হলো না তাঁর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাহরাইন যাওয়ার জন্য গত ২৬ মে সকালে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসেছিলেন আনোয়ার হোসেন (৩১)। কিন্তু যাওয়া হয়নি তাঁর। উড়োজাহাজে ওঠার আগে বোর্ডিং ব্রিজেই বুকে ব্যথা নিয়ে পড়ে যান তিনি। এরপর হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর।

বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মো. আনিসুজ্জামান বলেন, মিহিন লঙ্কা এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজে বাহরাইনে যাওয়ার কথা ছিল আনোয়ারের। উড়োজাহাজে ওঠার আগ মুহূর্তে বোর্ডিং ব্রিজেই তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। এরপর তাঁকে বিমানবন্দরে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে হাসপাতালে পাঠাতে পরামর্শ দেন। তাঁকে উত্তরার একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, আনোয়ারকে বিদায় জানাতে তাঁর বাবা আবদুল মালেকসহ অন্যান্য স্বজন এসেছিলেন। পরে তাঁদের খবর দেওয়া হলে বিকেলে তাঁরা আনোয়ারের লাশ নিয়ে যান। তাঁর গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়িতে।

সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে নতুন বাস চালুর দাবি

সুনামগঞ্জ অফিস ●

সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে নতুন বাস চালু এবং এই সড়কের উন্নয়নের দাবিতে গত ৩০ মে সুনামগঞ্জে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় লোকজন। পরে একই দাবিতে তাঁরা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেন।

'সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে নতুন বাস চালু কর, যাত্রী হয়রানি বন্ধ কর' স্লোগান নিয়ে সচেতন সুনামগঞ্জবাসীর ব্যানারে ওই দিন বেলা ১১টায় পৌর শহরের আলফাত স্কয়ারে এই মানববন্ধন হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে ২০ থেকে ৩০ বছরের পুরোনো বাস চলছে। এসব বাসে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়াও বেশি নেওয়া হয়। উপরন্তু যাত্রীদের হয়রানিও করা হয়। এ অবস্থায় সুনামগঞ্জবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সড়কে ১১টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে গাড়িটি ফিরে পাওয়ার পর নগরের চৌমুহনী এলাকার একটি গ্যারেজে মেরামত করতে দেন আবদুস সাত্তার ● প্রথম আলো

অবশেষে হার মানল আমলাতন্ত্র

একরামুল হক, চট্টগ্রাম ●

২ হাজার ১৬৭ দিন পর হার মানল আমলাতন্ত্র। জিতলেন মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সাত্তার। বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া কানাডার এই নাগরিক বিশ্বভ্রমণের উদ্দেশ্যে নিজের গাড়ি নিয়ে ২০১০ সালের মে মাসে বাংলাদেশে এসেছিলেন। পাকিস্তান সফর শেষে তিনি করাচি বন্দরে জাহাজে তুলে দেন তাঁর গাড়িটি। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর থেকে গাড়িটি বের করতে তাঁর সময় লাগল প্রায় ছয় বছর।

বছরের পর বছর এই দপ্তর থেকে ওই দপ্তর, এই মন্ত্রণালয় থেকে ওই মন্ত্রণালয়ে ছুটতে হয়েছে আবদুস সাত্তারকে। ততদিনে বিশ্বভ্রমণের বিষয়টি শিকেয় উঠেছে। জেদ চাপে তাঁর, গাড়ি না নিয়ে তিনি ফিরবেন না। এই ছয় বছরে একবারের জন্যও কানাডায় যাননি তিনি। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে তাঁর। আমলাতন্ত্রের লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ঘুচিয়ে ৪ মে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে গাড়িটি খালাস করতে পেরেছেন তিনি। এই গাড়ি নিয়ে অসমাপ্ত বিশ্বভ্রমণ আবারও শুরু করার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। ৫৭ বছর বয়সে বিশ্বভ্রমণে বের হওয়া এই মুক্তিযোদ্ধার বয়স এখন ৬৩।

মিতসুবিশি আউটল্যান্ডার গাড়ি নিয়ে ২০০৯ সালে আবদুস সাত্তার যখন বিশ্বভ্রমণের উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়েন, তখন তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হন আরেক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডীয়, নাম স্যাল বয়। তবে এখানে এসে 'ধৈর্যহারা' হয়ে তিনি কিছুদিন পর ফিরে যান কানাডায়।

গাড়িটি এখন চট্টগ্রাম নগরের চৌমুহনী এলাকার একটি গ্যারেজে মেরামত চলছে। আবদুস সাত্তার বলেন, টানা ছয় বছর এটি চট্টগ্রাম বন্দরের একটি কনটেইনারের ভেতরে পড়ে থাকায় মরিচা ধরেছে। অনেক যন্ত্রাংশ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।

পেশায় হিসাবরক্ষক আবদুস সাত্তার কানাডার টরন্টো শহর থেকে ২০০৯ সালের ২ আগস্ট যাত্রা শুরু করেন। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ড, তারপর ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, সার্বিয়া, ইউক্রেন, রোমানিয়া, বুলগেরিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশ ঘুরে তুরস্কে যান। তারপর ইরান ও পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ। এরপর আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে শুরু হয় তাঁর লড়াই।

আবদুস সাত্তার বলেন, প্রথমে গাড়ি ছাড় করাতে তিনি যান কমলাপুর আইসিডির শুল্ক কর্মকর্তার দপ্তরে। এরপর শুল্ক বিভাগ তাঁকে ৯৫ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে বলেন। এত টাকার কথা শুনে বিস্মিত হন তিনি। গত প্রায় ছয় বছরে গাড়িটি ছাড়াতে তিনি অর্থ, বাণিজ্য ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে গেছেন কমপক্ষে ৭৮ বার। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কার্যালয় তাঁর ঘোরা হয়েছে ৮২ বার। কমলাপুর আইসিডিতে ৮ বার, চট্টগ্রাম কাস্টমসে ২২ বার, চট্টগ্রাম বন্দরে ১২ বার এবং ঢাকার বিভিন্ন দপ্তরে ১০০ বার তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। কোন দপ্তরে কতবার গেছেন, তা লিখে রেখেছেন তিনি। গাড়ি ফিরে পাওয়ার এই দীর্ঘ বিড়ম্বনা নিয়ে বই লেখারও ইচ্ছা রয়েছে তাঁর।

গত ছয় বছরের কষ্টের কথা বলতে গিয়ে আবদুস সাত্তার কৃতজ্ঞতা জানান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের প্রতি। অর্থমন্ত্রীর প্রচেষ্টাতেই ২ হাজার ১৬৭ দিন পর তিনি গাড়িটি পেয়েছেন বলে জানান। তিনি বলেন, *প্রথম আলো* এবং আরও কয়েকটি পত্রিকা তাঁকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গত বছর একটি পত্রিকার কাটিংয়ের ওপর অর্থমন্ত্রী তাঁর অধীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে লেখেন, 'এই ভদ্রলোককে খুঁজে বের করে আমার কাছে পাঠান।' তিনি বলেন, এ বছরের জানুয়ারিতে মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এরপর আমলাতন্ত্রের সব জট উপেক্ষা করে মন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি গাড়িটি ফিরে পান। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে গাড়িটি ছয় বছর পড়ে থাকায় সব মিলিয়ে ভাড়া এসেছে ৪৩ লাখ টাকা। তবে অর্থমন্ত্রীর কারণে সব ভাড়া মওকুফ করে দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদ সদস্য জাফর আলম বলেন, কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বাইরে বন্দর থেকে কোনো পণ্য বের হওয়ার সুযোগ নেই বলে গাড়িটি ছয় বছর বন্দরে আটকে ছিল। অর্থমন্ত্রীর বিশেষ সুপারিশে ৪ মে গাড়িটি ছাড়া হয়েছে।

আবদুস সাত্তার বলেন, বন্দর থেকে খালাসের পর গাড়িটি মেরামতের জন্য ১৫ দিন সময় বেঁধে দিয়েছে এনবিআর। এরপর আরও পাঁচ দিন দেশে থাকা যাবে। তারপর গাড়িটি নিয়ে তাঁকে চলে যেতে হবে।

চট্টগ্রাম নগরের চৌমুহনী এলাকার যে গ্যারেজে গাড়িটি মেরামত করা হচ্ছে, সেই গ্যারেজের মালিক আবদুস সবুর বলেন, দীর্ঘ ছয় বছর কনটেইনারে আটকে থাকায় গাড়ির কিছু যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়েছে, যা দেশে পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে মেরামত করতে আরও সময় লাগবে।

গাড়িটির মেরামতকাজ শেষ হলে আবদুস সাত্তার ঢাকা হয়ে ভারতে যাবেন। এরপর তিনি গাড়িটি চালিয়ে নেপাল, ভুটান, চীন, লাওস, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাবেন। এভাবে চলতে থাকবে তাঁর বিশ্বভ্রমণ।

সাজায় রেয়াত ছিল কি না জানতে চান হাইকোর্ট

অস্ত্র মামলায় নিজাম হাজারীর কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নিজাম হাজারী

ফেনী-২ আসনের সাংসদ নিজাম উদ্দিন হাজারী তাঁর কারাদণ্ডের সাজায় কোনো রেয়াত পেয়েছিলেন কি না, তা কারা কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট।

নিজাম হাজারীর সংসদ সদস্য পদ নিয়ে দেওয়া রুল শুনানিতে বিচারপতি মো. এমদাদুল হক ও বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাসের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত ২৫ মে এই আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়, কারা কর্তৃপক্ষকে তিনটি বিষয়ে আদালতকে জানাতে হবে। প্রথমত, অস্ত্র মামলায় নিজাম হাজারীর কারাদণ্ডের যে সাজা হয়েছিল, তাতে তিনি কোনো রেয়াত পেয়েছিলেন কি না। দ্বিতীয়ত, সাজা রেয়াত করা হয়ে থাকলে ঠিক কত দিনের জন্য তা করা হয়েছিল। তৃতীয়ত, সাজাভোগ ও রেয়াত করা সাজার একটি পূর্ণাঙ্গ হিসাব দিতে হবে। সে সঙ্গে সাজা রেয়াতের সিদ্ধান্তসংশ্লিষ্ট নথিপত্র এই হিসাবের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কারা মহাপরিদর্শক ও চট্টগ্রামের জ্যেষ্ঠ কারা তত্ত্বাবধায়ককে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এসব তথ্য আদালতকে জানাতে হবে।

আদালতে নিজাম হাজারীর পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শফিক আহমেদ। রিট আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী কামরুল হক সিদ্দিকী। *প্রথম আলোর* পক্ষে ছিলেন আইনজীবী আফতাব উদ্দিন ছিদ্দিকী।

এর আগে গত ৩ মার্চ আদালত আদেশে বলেছিলেন, নিজাম হাজারী আদৌ ১০ বছর কারাদণ্ডের সাজা খেটেছেন কি না, এবং তিনি কীভাবে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন, তা তদন্ত করে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে হবে। গত ২৪ মে ওই প্রতিবেদনের ওপর শুনানি হয়। তবে নিজাম হাজারী সাজা থেকে রেয়াত পেয়েছিলেন কি না, তা ওই প্রতিবেদনে ছিল না। এ জন্য পর দিন ২৫ আদালত নতুন করে এই আদেশ দিলেন।

'সাজা কম খেটেই বেরিয়ে যান সাংসদ' শিরোনামে ২০১৪ সালের ১০ মে *প্রথম আলোতে* একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। এতে বলা হয়, ২০০০ সালের ১৬ আগস্ট অস্ত্র আইনের এক মামলায় নিজাম হাজারীর ১০ বছরের কারাদণ্ড হয়। কিন্তু দুই বছর ১০ মাস কম সাজা খেটে ২০০৫ সালের ১ ডিসেম্বর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান।

পরে ওই প্রতিবেদন যুক্ত করে নিজাম হাজারীর সংসদ সদস্য পদে থাকার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেন ফেনী জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া। রিট আবেদনে বলা হয়, সংবিধানের ৬৬ (২) (ঘ) অনুচ্ছেদ অনুসারে, কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং সংসদ সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কমপক্ষে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয়ে থাকে। সে হিসাবে নিজাম হাজারী ২০১৫ সালের আগে সংসদ সদস্য হতে পারেন না। অথচ তিনি ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে সংসদ সদস্য হয়েছেন।

রিট আবেদনের ওপর প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২০১৪ সালের ৮ জুন হাইকোর্ট রুল দেন। পরে হাইকোর্টের দুটি বেঞ্চ রুল শুনানিতে বিব্রতবোধ করেন। গত ১৯ জানুয়ারি হাইকোর্টের এই বেঞ্চে রুল শুনানি শুরু হয়।

এখনো মালয়েশিয়ায় আটক ৬৫ বাংলাদেশি

পাচারের শিকার ৬৫ জন 'বাংলাদেশিসহ' ৩৯০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী এখনো আটক রয়েছেন মালয়েশিয়ায়। অথচ গত বছর মে মাসেই তাঁদের মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল

গত বছর এই সময়টাতেই ভারত মহাসাগর থেকে কয়েক দফায় পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রায় তিন হাজার মানুষকে উদ্ধার করে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বেশ কয়েকজনকে পুনর্বাসনও করে দেশ দুটি। অনেককে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, পাচারের শিকার ৬৫ জন 'বাংলাদেশিসহ' ৩৯০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী এখনো আটক রয়েছেন মালয়েশিয়ায়। অথচ গত বছর মে মাসেই তাঁদের মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল।

এই ৩৯০ জনও অন্যদের মতো মানব পাচার চক্রের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছু কেড়ে নিয়ে খাবার-পানিশূন্য অবস্থায় তাঁদের সাগরের মধ্যেই ফেলে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। প্রথম দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশই তাঁদের উদ্ধার করতে চায়নি। জেলেদের দেওয়া সামান্য খাবার আর পানিতেই বেঁচে থাকতে হয়েছে সাগরে ভাসা ওই সংকটময় দিনগুলোতে। খাবারের সংকট এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল যে নৌকায় এ নিয়ে মারামারি-খুনোখুনির ঘটনাও ঘটেছে।

আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এ নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করবে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সংস্থাটি বলছে, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর। বেশ কয়েকজন বাংলাদেশিও ছিলেন। ১ হাজার ১০৯ জনের দায়িত্ব নেয় মালয়েশিয়া। এঁদের মধ্যে প্রায় অর্ধশত রোহিঙ্গাকে পুনর্বাসন করা হয়। ৬৭০ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। বাকিদের রাখা হয়েছে মালয়েশিয়ার বেলান্তিক আটক কেন্দ্রে। এঁদের ৩২৫ জনই রোহিঙ্গা। আর ৬৫ জন 'বাংলাদেশি'। শিগগির যে তাঁদের মুক্তি মিলবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এ ব্যাপারে অ্যামনেস্টির গবেষক খাইরুনিসা ঢালা বলেন, 'মালয়েশিয়ার আটক কেন্দ্রগুলোর অবস্থা ভয়ানক খারাপ। যাদের ওই কেন্দ্রগুলোয় রাখা হয়েছে, তাদের প্রতি অপরাধীর মতো আচরণ করা হচ্ছে। অথচ তারা মানব পাচারের শিকার। সাগরে ভয়ানক দিন কাটিয়েছে।' সূত্র : **গার্ডিয়ান**

১৯২ টাকা মাশুলে শুরু হচ্ছে ট্রানজিট

জাহাঙ্গীর শাহ ●

মাশুল আরোপ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে ট্রানজিট দেওয়া হচ্ছে। নৌপথেই প্রথম এ ধরনের ট্রানজিট হবে। মাশুল নেওয়া হবে টনপ্রতি ১৯২ টাকা।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় পণ্য নিতে দুই দেশের নৌ প্রটোকলের আওতায় ট্রানজিটের অনুমতি দেওয়া শুরু হয়েছে। ট্রানজিটের প্রথম চালান হিসেবে আগরতলায় যাবে এক হাজার টন ঢেউটিন।

নৌ প্রটোকলের আওতায় ট্রানজিট হলেও তা বহুমাত্রিক ব্যবস্থায় পণ্য পরিবহন করা হবে। কলকাতা থেকে আশুগঞ্জ পর্যন্ত নৌপথে, এরপর আশুগঞ্জ থেকে সড়কপথে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আগরতলায় পণ্য নেওয়া হবে।

১৫ মে এক হাজার টন ঢেউটিনের চালান কলকাতা থেকে আগরতলায় নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। এ জন্য প্রতি টনে ১৯২ টাকা করে মাশুল দিতে হবে। যদিও ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে গঠিত ট্রানজিট-সংক্রান্ত কোর কমিটির টনপ্রতি ১ হাজার ৫৮ টাকা মাশুল আদায়ের সুপারিশ ছিল। সুপারিশ মেনে নিলে বাংলাদেশ এক হাজার টন পণ্য ট্রানজিটে কেবল মাশুল হিসেবেই পেত ১০ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। আর এখন পাবে মাত্র ১ লাখ ৯২ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদ গত ২৩ মে টেলিফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, কোর কমিটি অনেক চিন্তাভাবনা এবং যৌক্তিকতা বিবেচনা করে মাশুলের পরিমাণ সুপারিশ করেছে। কিন্তু নৌপথে যে মাশুল নেওয়া হচ্ছে, তা অনেক কম। তবে মূল বিষয় হলো, নৌপথে পণ্য পরিবহন করা হলে ভারত যতটা লাভবান হবে, এর একটি বড় অংশ বাংলাদেশের পাওয়া উচিত। তিনি মনে করেন, টনপ্রতি ১৯২ টাকা মাশুল কিসের ভিত্তিতে করা হলো, এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সড়কের ওপর এমনিতেই চাপ আছে। তাই প্রথমে নৌ ও রেলপথেই ট্রানজিট দেওয়া সমীচীন।

তবে সরকারি সূত্রগুলো বলছে, নৌপথে ট্রানজিট শুরু হলেও আপাতত সড়ক ও রেলপথে ট্রানজিট হচ্ছে না। সড়কপথে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের মধ্যে ট্রানজিট ব্যবস্থা চালুর প্রক্রিয়া এক বছর ধরে আটকে আছে। আর রেলপথে ট্রানজিটের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ বেশ সময়সাপেক্ষ।

তিন বছর আগে নৌ প্রটোকলের আওতায় কলকাতা-আশুগঞ্জ-আখাউড়া-আগরতলা পথে কোনো ধরণের মাশুল ছাড়াই একটি পরীক্ষামূলক চালানে লোহার চালান আগরতলায় গেছে। এ ছাড়া এ পথটি ব্যবহার করে ত্রিপুরার গেছে পালাটানা বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভারী যন্ত্রাংশ এবং ১০ হাজার টন চাল। ভারত সরকারের বিশেষ অনুরোধে বাংলাদেশ সরকার মানবিক কারণে এই অনুমতি দিয়েছিল।

নৌ প্রটোকলের আওতায় আগে কলকাতা-আশুগঞ্জ-আখাউড়া-আগরতলা রুট ছিল না। এ পথে নিয়মিত ট্রানজিট চালু করার জন্য বিদ্যমান নৌ প্রটোকলের ধারা সংশোধন করা হয়েছে। গত বছরের ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত দুই দেশের নৌসচিব পর্যায়ের সভায় আশুগঞ্জ হয়ে আগরতলায় পণ্য নেওয়ার জন্য বিদ্যমান প্রটোকল সংশোধনে সমঝোতা স্মারক হয়। একই সভায় মাশুলের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। আশুগঞ্জ নৌবন্দরকে ট্রান্সশিপমেন্ট পয়েন্ট (পণ্য স্থানান্তর করার স্থান) ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর দুই দেশের সরকারের অনাপত্তিপত্রের

- কলকাতা থেকে আগরতলায় পণ্য নিতে ট্রানজিট, প্রথম চালানে যাবে ১ হাজার টন ঢেউটিন, কোর কমিটির সুপারিশ ছিল টনপ্রতি ১০৫৮ টাকা
- টনপ্রতি ১৯২ টাকা মাশুল কিসের ভিত্তিতে করা হলো, এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন

পরিপ্রেক্ষিতে এখন নিয়মিত হচ্ছে ট্রানজিট ব্যবস্থাটি।

ত্রিপুরা সরকারের এক হাজার টন ঢেউটিনের চালানটি কলকাতা থেকে আগরতলায় পৌঁছে দেওয়ার ঠিকাদারি কাজ পেয়েছে বাংলাদেশের আনবিস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এর আগে এ পথে পরীক্ষামূলক চালান কিংবা বিশেষ অনুমতি সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে দেওয়া হয়েছিল। এখন থেকে যেহেতু নিয়মিত ট্রানজিট হবে, তাই চালানের অনুমতি দিচ্ছে বিআইডব্লিউটিএ। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ট্রানজিট চালানের অনুমতির জন্য বিআইডব্লিউটিএতে আবেদন জমা পড়েছে।

এমন আরেকটি আবেদন হলো ত্রিপুরার সরকারের গণপূর্ত বিভাগের দুই হাজার টন রডের চালান। গত জানুয়ারি মাসে কলকাতার রাশমী মেটালিকস লিমিটেডের কাছ থেকে দুই হাজার টন রড কিনেছে ত্রিপুরা সরকারের গণপূর্ত বিভাগ। ইতিমধ্যে জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে ৫০০ টন কলকাতা থেকে সড়কপথে মেঘালয় ও আসাম হয়ে আগরতলায় পৌঁছে দিয়েছে রাশমী মেটালিকস। এরপর রাশমী মেটালিকস বাকি রড নৌপথে আগরতলায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান নেক্সাস করপোরেশনকে কার্যাদেশ দেয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নৌ মন্ত্রণালয়ের সচিব অশোক মাধব রায় গত বুধবার প্রথম আলোকে বলেন, নৌ ট্রানজিট নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেকোনো সময়ে এ পথে ট্রানজিট শুরু হতে পারে। উভয় পক্ষের দর-কষাকষির ভিত্তিতেই মাশুল নির্ধারণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য দেখভালের দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের। নৌ ট্রানজিট বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্যসচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন গত বুধবার প্রথম আলোকে বলেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি বাস্তবায়ন করতে যেসব প্রটোকল করা হয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়নের এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের। তাই নৌ প্রটোকলের আওতায় ট্রানজিট প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করছে নৌ মন্ত্রণালয়।

আগে বিদ্যমান নৌ প্রটোকলের আওতায় নৌপথে ট্রানজিটের জন্য বার্ষিক থোক অর্থ দিত ভারত সরকার। এর পরিবর্তে এখন শুল্ক বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ ও সড়ক বিভাগকে প্রতি টনে মোট ১৯২ টাকা মাশুল দিতে হবে। এর মধ্যে ১৩০ টাকা পাবে শুল্ক কর্তৃপক্ষ। সড়ক বিভাগকে প্রতি টনে ৫২ টাকা দিতে হবে, আর ১০ টাকা পাবে বিআইডব্লিউটিএ। এর বাইরে ট্রানজিট পণ্য পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠান যদি পণ্যের নিরাপত্তা চায়, তবে প্রতি টনে আরও ৫০ টাকা এসকর্ট মাশুল গুনতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত ৪৭ কিলোমিটার সড়কপথেই মূলত পুলিশি পাহারার প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া পণ্য ওঠানো-নামানোর ক্ষেত্রে নৌ প্রটোকলের আওতায় অন্য যেসব চার্জ আছে, যেমন বার্থিং, লেবার হ্যান্ডলিং, ল্যান্ডিং, পাইলটেজ এবং কনজারভেন্সি চার্জ দিতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ সূত্রে জানা গেছে, এসব চার্জ আদায় করা হলে টনপ্রতি বাড়তি এক শ থেকে দেড় শ টাকা পাওয়া যাবে।

মাশুলের সুপারিশ মানা হয়নি : ভারত, নেপাল ও ভুটানকে সড়ক, রেল ও নৌপথে ট্রানজিট দিতে ২০১১ সালে ট্যারিফ কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে কোর কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির নৌপথে টনপ্রতি ১ হাজার ৫৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। আর এখন যে মাশুল নির্ধারণ করা হয়েছে, তা পাঁচ গুণের কম।

ওই কমিটির প্রধান মজিবুর রহমান গত রোববার প্রথম আলোকে বলেন, ওই প্রতিবেদনে ট্রানজিটের সম্ভাব্যতা, পণ্য পরিবহনের প্রবাহ, বিনিয়োগসহ বিষয়ে হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে মাশুল নির্ধারণ করা হয়েছিল। ওই মাশুলের পরিমাণ পুরোপুরি যৌক্তিক। তবে নৌপথের মাশুল নির্ধারণ কোন কোন বিবেচনায় করা হয়েছে, তা বোধগম্য নয়।

মুহুরির চরে আমের রাজ্য!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর সোলায়মান বলেন, 'এ অঞ্চলের মানুষ রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আম চাষ করে না। অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করলে এসব জাতের আম এখানে ভালো ফলবে। তার প্রমাণ আমার এই বাগান।'

সোলায়মান আরও বলেন, তাঁর বাগানের আমে কোনো ধরনের কীটনাশক নেই। মুকুল আসার দুই মাস আগে একবার মাত্র কীটনাশক ছিটান তিনি। এ ছাড়া গাছে ইউরিয়া সার দেওয়ার পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করেন।

সোলায়মানের সাফল্য সম্পর্কে জানতে চাইলে ফেনী হর্টিকালচার বিভাগের উপপরিচালক আবদুর রশিদ বলেন, 'সোলায়মানের বাগান পরিদর্শন করেছি। বাগানটি বেশ পরিচ্ছন্ন। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জাতের সুস্বাদু আমের জাত বাগানে লাগিয়েছেন। চেষ্টা করছেন জৈব সার দিয়ে ও কীটনাশক ব্যবহার না করে আম ফলাতে। তাঁর সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার অনেকে এখন উন্নত জাতের আমের বাগান করছেন।'

রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক গত ২৮ মে কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন। ওই দিন রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে রেলমন্ত্রীর স্ত্রী হনুফা আক্তার রিক্তা কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। ২০১৪ সালের ৩১ অক্টোবর রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক ৬৭ বছর বয়সে ৩২ বছর বয়সী হনুফার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ওই সময় তাঁর বিয়ে বেশ আলোচিত ছিল ● প্রথম আলো

কমছে ৪০০ পণ্যের দাম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খাদ্যসহ সব ধরনের পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ বিশেষ দাম রমজান মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে।

কাতারে পাঁচ বছর ধরে পবিত্র রমজান উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রমজানের আগে সরকারের এমন পদক্ষেপ জনমনে স্বস্তি এনে দেয়।

অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শুধু পণ্যের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়ে বসে থাকেনি, পাশাপাশি বিশেষ কিছু পণ্যের তালিকা ও মূল্য প্রকাশ করেছে তারা। এর মধ্যে রয়েছে ২ লিটার আলমারায়ি ফ্রেশ দুধ ১০ রিয়াল, পৌনে ২ লিটার নাদা ফ্রেশ দুধ সাড়ে ৮ রিয়াল এবং একই পরিমাণ নাদেক দুধ ৮ দশমিক ২৫ রিয়াল, নাদেক লং লাইফ মিল্ক (১ লিটারের ৪টি বোতল) ১৩ রিয়াল, আসসাফি ফ্রেশ দুধ ২ লিটার ১০ রিয়াল।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, মন্ত্রণালয় প্রায় প্রতিটি পণ্যের দাম অন্যান্য সময়ের সাধারণ দাম থেকে এক-দুই রিয়াল করে কমিয়ে দিয়েছে। পাঞ্জাব চাল ১০ কেজির ব্যাগ ১২৯ রিয়াল, ইন্ডিয়ান বাসমতি চাল ২০ কেজি ২৪৭ দশমিক ৭৫ রিয়াল, ৪০ কেজি খরি ইন্ডিয়ান চাল ২৭৭ রিয়াল ধার্য করা হয়েছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের হিমায়িত মাছ ও মাংসের দামও কমানো হয়েছে। সাদিয়া ফ্রোজেন চিকেন প্রতি কেজি ১২ দশমিক ৫০ রিয়াল, ১১০০ গ্রাম ১৪ রিয়াল, ১২০০ গ্রাম ১৫ রিয়াল এবং ৩০টি ডিমের একটি ক্রেট আগের দামের চেয়ে কমিয়ে ১৩ দশমিক ৫০ রিয়াল ধরা হয়েছে।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কোম্পানির ভোজ্যতেল, চিনি, পাশতা, অলিভ অয়েল, আটা ইত্যাদির দামও কমানো হয়েছে। মূল্যতালিকায় এসব পণ্যের নতুন দামও তুলে ধরা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত ও মূল্যতালিকা কাতারের সব বিপণিকেন্দ্রকে মেনে চলতে হবে। যেসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জারি করা এ মূল্যতালিকা অনুসরণ করবে না, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বাজারে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পবিত্র রমজান মাসজুড়ে সামাজিক ও ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধিতে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

অভিবাসন ব্যয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খন্দকার মোশাররফ হোসেন গত বছর কাতার সফরের আগে বলেছিলেন, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে কাজ করছে কাতার ও বাংলাদেশ। এ জন্য কাতার সরাসরি দূতাবাসে চাহিদাপত্র দেবে। এরপর দূতাবাস সেই চাহিদাপত্র ঢাকায় পাঠাবে। এরপর রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে ডাটাবেইস থেকে কর্মী দেওয়া হবে। তবে এক বছরের বেশি হয়ে গেলেও এই প্রক্রিয়া এখনো চালু হয়নি। ভিসা-বাণিজ্যও বন্ধ হয়নি। একইভাবে ভিসা-বাণিজ্য চলছে ওমান, বাহরাইন, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) কর্মকর্তারা বলছেন, বাংলাদেশ থেকে বিদেশগামীদের ৭৫ ভাগই যান মধ্যপ্রাচ্যে। কিন্তু ভিসা-বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশিদের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ২৯ মে পর্যন্ত ৩ লাখ ৩ হাজার ২৮৪ জন বিদেশে গেছেন। এর মধ্যে ওমানে ৮০ হাজার ৮১৪ জন, ৫৬ হাজার ২৮৬ জন কাতারে ও ২০ হাজার ৭৪০ জন বাহরাইনে গেছেন।

জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) মহাসচিব মনসুর আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কাতার, বাহরাইন, ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যে আছেন এমন বাংলাদেশিরাই ভিসা-বাণিজ্য করছেন। এ কারণে বাংলাদেশিদের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এটি বন্ধ করতে পারলে অভিবাসন খরচ কমে আসবে। এ জন্য সরকারকেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

জানতে চাইলে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী নুরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশিদের বেশি টাকা দিতে হয়। এ জন্য ভিসা-বাণিজ্য দায়ী। এই সমস্যা সমাধানে সরকার কাজ করছে। আমরা প্রতিটি দেশের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলছি। আমরা চাই দালালপ্রথা ও ভিসা-বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ করুক।'

মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে বিশেষ নামফলক

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

একদিকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের লোগো, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধার নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এ রকম নামফলক সিলেটের মুক্তিযোদ্ধাদের বাসাবাড়িতে সাঁটানোর কাজ শুরু করেছে 'রোটারি ক্লাব অব সিলেট সানসাইন' ও 'সিলেট সোসিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' নামে স্বেচ্ছাসেবী দুটি সংগঠন। গত ২৫ মে সকালে সিলেটের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

প্রথম পর্যায়ে ১০ জন মুক্তিযোদ্ধার কাছে নামফলক হস্তান্তর করেন জেলা প্রশাসক মো. জয়নাল আবেদীন ও মহানগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার ভবতোষ রায় বর্মণ। জেলা প্রশাসক সংগঠন দুটির এ কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সম্পদ। তাঁরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন। বর্তমান সরকার তাঁদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করছে। এ কার্যক্রমের সুফল হচ্ছে এখন যে এলাকায় বসবাস করবেন মুক্তিযোদ্ধারা, তাঁরা সামাজিকভাবে আরও বেশি সম্মানে ভূষিত হবেন।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রুমান আহমদের সভাপতিত্বে নামফলক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষে এতেশামুল হক, সজিব আখন্দ, মো. রুহুল আমীন, জুবেদুল হাসান, সিদ্ধার্থ পাল ও সৈয়দ সালোয়ান আহমদ বক্তব্য দেন। নগর ও জেলার ২০০ মুক্তিযোদ্ধার বাসাবাড়ির জন্য নামফলক করা হয়েছে জানিয়ে তাঁরা বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নামফলক তৈরির পাশাপাশি যুদ্ধকালীন তাঁদের বীরত্বের কথা ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। এ সংগ্রহ নিয়ে সাংগঠনিকভাবে একটি আর্কাইভ করার কথা ভাবছেন তাঁরা।

অদম্য মেধাবী

মিজানুর রহমান

রাব্বি ইসলাম

অঞ্জন কুমার দেব

কণা খাতুন

বাধা ডিঙিয়ে স্বপ্ন আকাশছোঁয়ার

প্রথম আলো ডেস্ক

চারজনের গল্প প্রায় একই রকম। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছে ওরা। পায়নি তিন বেলা ঠিকমতো খাবার; জোগাতে পারেনি পড়াশোনার খরচ। তবে প্রতিকূলতা যতই হোক, আকাশছোঁয়ার স্বপ্ন, দৃঢ় মনোবল, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সবকিছুকে হার মানিয়েছে ওরা। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে করেছে অসাধারণ ফল। পেয়েছে জিপিএ-৫। দারিদ্র্যঘেরা পরিবারে জ্বেলেছে আলো।

রাজমিস্ত্রির কাজ করে মিজানুর : বাবা মারা গেছেন ছয় বছর আগে। মা করেন অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ। সাত ভাইবোনের সংসারে চার বোনের বিয়ে হয়েছে। ছোট ভাই ও মাকে নিয়ে চারজনের পরিবার মিজানুর রহমানের। রাজমিস্ত্রির কাজ করে তার আয়েই চলে এই সংসার।

মিজানুর এবার লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা এসএস মডেল উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। দক্ষিণ গড্ডিমারী গ্রামে ছোট ভিটার ওপর একটি টিনের চালাঘর মিজানুরদের। রাজমিস্ত্রির কাজ করে যা আয় হয়, তা দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ আর নিজের লেখাপড়া—দুই-ই চলে তার। কাজের ফাঁকে মিজানুর মনে প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন আঁকে।

কষ্ট পেরিয়ে আলোর পথে রাব্বি : বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে ও ছুটির শেষে অন্যের দোকানে বসে ফল বিক্রির পাশাপাশি লেখাপড়া করেছে রাব্বি ইসলাম। এতে অনেক কষ্ট হয়েছে তার। এসব পেরিয়ে বগুড়ার ধুনট এনইউ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে সে।

রাব্বির বাবা সৈয়দ আলী। ধুনট সদরপাড়া গ্রামে তাঁর ছয় শতক ভিটাবাড়ি ছাড়া কোনো জমিজমা নেই। পেটের দায়ে ধুনট বাজারে অন্যের ফলের দোকানে চাকরি করেন। সৈয়দ আলী বলেন, 'আমার অভাব ও দুঃখ-কষ্টভরা সংসার। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একা দোকানদারি করতে হয়। তাই কষ্ট দেখে ছেলেটা স্কুলে যাওয়ার আগে-পরে দোকানে বসে ফল বিক্রি করে। নিজের ইচ্ছায় যা পড়েছে, তা-ই দিয়ে ভালো ফল পেয়েছে।'

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হয়েও সফল অঞ্জন : অঞ্জন কুমার দেব দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় বাবা মারা যান। ভাইবোন, মাসহ পাঁচজনের জীবনে সে সময়ই নেমে আসে কঠিন দুর্যোগ। দুই বোন টিউশনি করে সংসারের হাল ধরার পাশাপাশি দুই ভাইয়ের লেখাপড়ায় সাহায্য করেছেন। এরই মধ্যে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় এক চোখের রেটিনা নষ্ট হয়ে চোখটির দৃষ্টিশক্তি হারায় অঞ্জন। শুরু হয় নতুন যুদ্ধ। তবু এ বছর কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে সে।

অঞ্জনের বাবা তপন কুমার দেব ২০০৭ সালে হৃদ্‌রোগে মারা যান। সামান্য ভিটা ছাড়া কিছুই রেখে যেতে পারেননি তিনি। চরম দারিদ্র্যের মাঝে কঠোর অধ্যবসায় করে এবার এসএসসিতে সাফল্য পেয়েছে অঞ্জন। অঞ্জন এখন চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

কণার স্বপ্ন ম্যাজিস্ট্রেট হবে : সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার গাড়াদহ গ্রামের দিনমজুর আবদুল করিমের মেয়ে কণা খাতুন। হাঁস পুষে আর টিউশনি করে উপজেলার গাড়াদহ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে সে।

কণার বাবা আবদুল করিম জানান, পরের বাড়িতে ঘর তুলে বসবাস করছেন। দিনমজুরের আয় থেকে দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে কোনোমতে দিনাতিপাত করেন। বড় ছেলে এইচএসসি শেষে অর্থাভাবে ঢাকায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করে লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছে।

কণা বলে, সমাজে নানা অনিয়ম। দরিদ্র মানুষ বিচার পায় না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেট হতে চায় সে।

প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন : সিরাজগঞ্জ, পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) ও ধুনট (বগুড়া) প্রতিনিধি এবং কুড়িগ্রাম অফিস

এক মনিরের নামেই ১৩৭ প্রকল্পের চেক!

অরূপ রায়, সাভার

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ঢাকা জেলা পরিষদের বাস্তবায়ন করা প্রকল্পগুলোর মধ্যে ১৩৭টি প্রকল্পের চেক গ্রহণ করেছেন মনির নামে এক ব্যক্তি। টাকার পরিমাণ ২ কোটি ৭৭ লাখ। কালাম নামে আরেক ব্যক্তি নিয়েছেন ১১০টি প্রকল্পের চেক। বরাদ্দের পরিমাণ ২ কোটি ২০ লাখ টাকা। খালেদ নামে এক ব্যক্তি ২৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ৫০ লাখ টাকার চেক গ্রহণ করেছেন। আর জেলা পরিষদের এমএলএসএস কমেট চন্দ্র মণ্ডল ৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ১০ লাখ টাকার চেক নিয়েছেন।

তথ্য অধিকার আইনে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা জেলা পরিষদের সরবরাহ করা প্রকল্প বাস্তবায়নের তালিকা থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁদের নামে ওই সব চেক অনুমোদন দিয়েছেন জেলা পরিষদের প্রশাসক হাসিনা দৌলা। জেলা পরিষদের সরবরাহ করা তথ্যে এমএলএসএস ছাড়া বাকি তিনজনের পুরোনো নাম ও ঠিকানা দেওয়া হয়নি।

নিয়ম অনুযায়ী, প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানের চেক গ্রহণ করার কথা ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের। প্রাপ্ত তথ্য বলছে, জেলা পরিষদের বাস্তবায়ন করা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ২ হাজার ২৪৫টি প্রকল্পের অধিকাংশই বাস্তবায়ন করা হয়েছে প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে। বাকি প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে দরপত্রের মাধ্যমে।

১৩৭টি প্রকল্পের চেক গ্রহণকারী 'মনিরের' বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করে জানা গেছে, তিনি পরিষদের প্রশাসক হাসিনা দৌলার ঘনিষ্ঠজন। তিনি ধামরাইয়ের রোয়াইল ইউনিয়নের বহুতকুল গ্রামের মৃত মোখলেছুর রহমানের ছেলে। তাঁর প্রকৃত নাম মাহবুবুর রহমান ওরফে মনির।

ঢাকা জেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প

- ১১০টি প্রকল্পের চেক নিয়েছেন জনৈক কালাম
- ২৫টি প্রকল্পের চেক নিয়েছেন জনৈক খালেদ
- ৭টি প্রকল্পের চেক নিয়েছেন পরিষদের এমএলএসএস কমেট চন্দ্র মণ্ডল

মনির চেক নিয়েছেন এমন প্রকল্পের মধ্যে বেশ কয়েকটি মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী অন্য কোনো ধর্মের লোক মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক হতে পারেন না।

জেলা পরিষদের তথ্যে দেখানো হয়েছে, সাভার পৌর এলাকার উত্তরপাড়ার শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির উন্নয়নের জন্য দুই লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর মন্দির কমিটির সভাপতি হিসেবে নাম লেখা আছে তাপস চক্রবর্তীর, কিন্তু ওই মন্দিরের নামে দুই লাখ টাকার চেক গ্রহণ করেছেন মনির।

উত্তরপাড়ায় গিয়ে তাপস চক্রবর্তী নামে একজনকে খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের এলাকায় শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির নামে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই।

একইভাবে আশুলিয়ার কাঠগড়া এলাকার অরবিন্দ যুব সংঘ, বিভাবুস যুব সংঘ, অস্থবির যুব সংঘ, পরোধি যুব সংঘ ও সবিতা যুব সংঘ উন্নয়নের নামে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। এসব প্রকল্পের চেকও গ্রহণ করেছেন মনির।

এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য মনিরের একাধিক মুঠোফোন নম্বরে যোগাযোগ করে তা বন্ধ পাওয়া যায়। আত্মগোপনে থাকায় তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা সম্ভব হয়নি।

১১০ প্রকল্পের চেক নেওয়া কালাম, ২৫ প্রকল্পের অর্থ নেওয়া খালেদ সম্পর্কে কোনো তথ্যই আর পাওয়া যায়নি। কারণ, ঢাকা জেলা পরিষদ তাঁদের পূর্ণ নাম-ঠিকানা সরবরাহ করেনি।

আর ১০ লাখ টাকার চেক গ্রহণ করেছেন কমেট চন্দ্র মণ্ডল। তিনি জেলা পরিষদের এমএলএসএস। বর্তমানে ঢাকার দোহারে জেলা পরিষদের ডাকবাংলোতে কর্মরত আছেন তিনি।

জেলা পরিষদের দেওয়া প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, কমেট চন্দ্র মণ্ডল সাভারের বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, আশুলিয়ার কলতাসূতি মরিচাকাটা জামে মসজিদ, কন্ডার শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, সাভার তালবাগ মুসলিম কবরস্থান, বাড্ডা সর্বজনীন দুর্গামন্দির, কাতলাপুর বায়তুস সালাম জামে মসজিদ ও ধামরাইয়ের শ্রীশ্রী রক্ষাকালী মন্দিরের উন্নয়নের নামে বরাদ্দের চেক গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

এই কয়েক ব্যক্তির বিপুল চেক গ্রহণের বিষয়ে জানতে চাইলে পরিষদের প্রশাসক হাসিনা দৌলা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কারা কখন কোন প্রকল্পের চেক নিয়েছেন, তা আমার পক্ষেজানা সম্ভব নয়। ভুয়া প্রকল্প দিয়ে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করে থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে।'

রোয়ানুনেতে ভেসে গেছে কাঁকড়া, ঝুঁকিতে চাষ

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) **প্রতিনিধি**

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার অগ্রসরমাণ কাঁকড়া চাষ হঠাৎ হুমকির মুখে পড়েছে। ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে কাঁকড়া চাষের ঘেরগুলো প্লাবিত হওয়ায় এমন অবস্থা হয়েছে। এতে আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে চাষিদের কাঁকড়া চাষের প্রতি মনোযোগ হারানোর আশঙ্কাও রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কলাপাড়া উপজেলার হাজিপুর, পুরান মহিপুর, মনোহরপুর, নিজামপুর, মম্বিপাড়া, তুলাতলি, লেমুপাড়া ও নোমরহাট গ্রামে পরিকল্পিতভাবে কাঁকড়ার চাষ হয়। তবে এসব গ্রামে কাঁকড়ার ঘেরগুলো বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের বাইরে গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে উপকূলের নদ-নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় অন্তত ৫০টি কাঁকড়ার ঘের কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উপজেলা মৎস্য বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ৫০টি ঘেরের ছয় টন কাঁকড়া পানির তোড়ে ভেসে গেছে। এতে আর্থিকভাবে ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তা ছাড়া এসব ঘেরের অবকাঠামোর মধ্যে জাল ও খাঁচা পানিতে ভেসে গেছে। তবে ঘেরগুলোর চারদিকের মাটির তৈরি বাঁধ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধের মাটি ধুয়ে নেমে গেছে। অবকাঠামোর ১২ লাখ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে। এসব অবকাঠামো নতুন করে সংস্কার করতে কমপক্ষে ৬০ লাখ টাকা লাগবে।

কাঁকড়াচাষিদের কাছ থেকে এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, প্রতিবছর এ উপজেলা থেকে মোকামে ১০ টন কাঁকড়া চালান করা হয়। যার বিক্রি থেকে আসে চার কোটি টাকা। কাঁকড়ার ঘেরগুলো পানির তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাৎসরিক উৎপাদনে এ বছর ঘাটতি দেখা দেবে।

লতাচাপলি ইউনিয়নের মম্বিপাড়া গ্রামের কাঁকড়াচাষি অবিনাশ রায় বলেন, 'জোয়ারের পানির চাপ দেইখ্যা আমি জাল দিয়া উঁচু কইরা চারদিক ঘিরাইয়া দিছি। তিন ফুট উচ্চতার জোয়ারে ঘেরে গোনে ১২০ কেজি কাঁকড়া পানিতে ভাইস্যা গ্যাছে। হেইতে আমার অন্তত ২৪ হাজার টাকার ক্ষতি হইছে। দেড়-দুই মাস পর গ্রেড হইলে ৬০০ টাকা কেজি দরে আমি ৭২ হাজার টাহার কাঁকড়া বিক্রি করতে পারতাম। এতে সব খরচ মিটাইয়া আমি লাভ করতে পারতাম।'

একই অবস্থা পাশের মহিপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামের প্রফুল্ল মিস্ত্রি, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের হাজিপুর গ্রামের মনতোষ সরকার, ধানখালী ইউনিয়নের নোমরহাটের মো. নাসির উদ্দিনসহ অন্তত ৬০ জন কাঁকড়াচাষির।

পাটকাঠি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কারখানাগুলোতে পাটকাঠির বেশ চাহিদা। ব্যবসায়ীরা ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাটকাঠি সংগ্রহ করে বেশি দামে বিক্রি করতে নদী পথে ট্রলারে করে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে নিয়ে যাচ্ছেন। গত ২৬ মে দুপুরে ফরিদপুর সদর উপজেলার সাদিপুর এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

রোয়াননুতে মৎস্য খাতে ক্ষতি ৩৫০ কোটি টাকা

কক্সবাজারে ৭৭৫টি চিংড়িঘের ভেসে গেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, কক্সবাজার

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের পানিতে কক্সবাজার উপকূলে চিংড়িসহ মৎস্য খাতে ক্ষতি হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫৬ হাজার একরের ২ হাজার ৭৭৫টি চিংড়িঘের পানিতে ভেসে গেছে, যার আর্থিক ক্ষতি প্রায় ১৯৪ কোটি টাকার।

এ ছাড়া ২৩২টি মৎস্য খামার এবং ২ হাজার ৩৮০টি পুকুরের মাছ ভেসে গেছে। এতে ক্ষতি হয়েছে আরও ১৫৬ কোটি টাকা। জেলা মৎস্য বিভাগের কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতির এ তথ্য পাওয়া গেছে।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা অমিতোষ সেন *প্রথম আলোকে* বলেন, ২১ মে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে জেলার পেকুয়া, চকরিয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, টেকনাফ ও কক্সবাজার সদর উপজেলায় অন্তত ৬০ কিলোমিটার উপকূলীয় বেড়িবাঁধ বিলীন হয়েছে। এর ফলে জোয়ারের ধাক্কায় ভেসে গেছে চিংড়িঘের, মৎস্য খামার ও পুকুর। এতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। এখনো ভাঙা বেড়িবাঁধ দিয়ে জোয়ারের পানি ঢোকা অব্যাহত থাকায় চাষিরা নতুন করে মৎস্য চাষ শুরু করতে পারছেন না। তাই এ মৌসুমে চিংড়িসহ মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

কক্সবাজার সদর উপজেলার পোকখালী গ্রামে প্রায় ১৮ লাখ টাকা খরচ করে দুই একরের একটি চিংড়ি খামার গড়ে তোলেন স্থানীয় চাষি নাছির উদ্দিন। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ঘেরটি বিলীন হয়ে যায়। এতে তাঁর প্রায় ২৫ লাখ টাকার চিংড়ি মাছ ভেসে গেছে। তিনি বলেন, 'প্রায় সাত লাখ টাকা ঋণ নিয়ে চিংড়িঘেরটি গড়ে তুলেছিলাম। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনে ঘেরটি শেষ করে দিল।'

জেলা মৎস্য বিভাগের তথ্যমতে, জলোচ্ছ্বাসে কক্সবাজার সদর উপজেলার পোকখালী, গোমাতলী, চৌফলদণ্ডী, খুরুশকুল, ভারুয়াখালী, ঈদগাঁও ও ইসলামপুরে ২৪০টি চিংড়িঘের, ১৫০টি মৎস্য খামার এবং ৪০০টি পুকুরের মাছ ভেসে গেছে। এতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১১ কোটি টাকা।

> এখনো ভাঙা বেড়িবাঁধ দিয়ে জোয়ারের পানি ঢোকা অব্যাহত থাকায় চাষিরা নতুন করে মৎস্য চাষ শুরু করতে পারছেন না। তাই এ মৌসুমে চিংড়িসহ মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে

চকরিয়া উপজেলার রামপুরার চাষি গোলাম হোসেন বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে তাঁর আট একরের একটি ঘের বিলীন হলে অন্তত কোটি টাকার চিংড়ি ভেসে গেছে। ভাঙা বেড়িবাঁধ সংস্কার না হওয়ায় তিনিও নতুন করে চিংড়িঘেরটি তৈরি করতে পারছেন না।

চকরিয়া উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাইফুর রহমান বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে বেড়িবাঁধ ভেঙে উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের ১ হাজার ৭৪০টি চিংড়িঘের, ২০টি মৎস্য খামার ও ৭৪৭টি পুকুর বিলীন হয়েছে। মাছসহ ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮৮ কোটি ২০ লাখ টাকা।

মহেশখালীর কুতুবজোম ও ধলঘাটা ইউপির চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন ও কামরুল হাসান বলেন, জলোচ্ছ্বাসে দুটি ইউনিয়নের অন্তত ৮০টি চিংড়িঘের বিলীন হয়েছে।

মৎস্য বিভাগের তথ্যমতে, মহেশখালীতে ২০০টি চিংড়িঘের, ২৫টি মৎস্য খামার ও ২৮০টি পুকুর বিলীন হয়েছে। এতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮৫ কোটি টাকা।

কুতুবদিয়া উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বেনজির আহমদ বলেন, জলোচ্ছ্বাসে উপজেলার ১৮০টি পুকুরের মাছ ভেসে গেছে।

জেলা মৎস্য বিভাগ সূত্র থেকে জানা যায়, পেকুয়া উপজেলায় ৪ হাজার ১০০ একরের ৪৫৫টি চিংড়িঘের ও ৩১৭টি পুকুরের মাছ ভেসে গেছে। টেকনাফ উপজেলায় ১ হাজার ৬৭ একরের ৪২টি চিংড়িঘের, ১৫টি মৎস্য খামার ও ১৮টি পুকুর, উখিয়া উপজেলায় ১ হাজার ২০০ একরের ৭৫টি চিংড়িঘের ও ৩৭৫টি পুকুর এবং রামুতে ১৫০ একরের ২২টি চিংড়িঘের, ২২টি মৎস্য খামার ও ৬৩টি পুকুরের মাছ ভেসে গেছে।

মৎস্য কর্মকর্তারা আরও বলেন, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন উপকূলের তিন লাখ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষের জন্য প্রতিবছর দরকার পড়ে প্রায় ৯০০ কোটি চিংড়ির পোনা। পোনা উৎপাদনের জন্য কক্সবাজার উপকূলের কলাতলী, ইনানী ও টেকনাফ সৈকতে স্থাপন করা হয়েছে ৫৭টি প্রজনন হ্যাচারি। ঘূর্ণিঝড়ে বিলীন চিংড়িঘের ও খামারগুলোতে পুনরায় মৎস্য চাষ শুরু না হলে হ্যাচারিগুলোতেও পোনা উৎপাদনে ধস নামতে পারে।

হ্যাচারি মালিকদের সংগঠন শ্রিম্প হ্যাচারি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি মশিউর রহমান বলেন, পোনার চাহিদা না থাকায় গত কয়েক দিনে ১০-১২টি হ্যাচারির উৎপাদন বন্ধ আছে। মৎস্য চাষের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ভাঙা বেড়িবাঁধের সংস্কার করা দরকার।

পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কক্সবাজারের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাবিবুর রহমান বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে জেলার ছয়টি উপজেলায় প্রায় ৬২ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ বিলীন হয়েছে। ভাঙা বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তবে নভেম্বর-ডিসেম্বরের আগে এই ভাঙা বেড়িবাঁধের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না।

ড্রাই ফিশের চালানে কচ্ছপের মাংস!

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

রপ্তানি চালানের ঘোষণায় লেখা ছিল ড্রাই ফিশ। কিন্তু উড়োজাহাজে ওঠানোর আগে পণ্যের চালান স্ক্যানিং করার সময় ধরা পড়ে ভেতরে ড্রাই ফিশ নেই, রয়েছে কচ্ছপের মাংস। গত ২৪ মে সকালে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৫৯ কেজি ৫০০ গ্রাম কচ্ছপের মাংস জব্দ করে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

দুটি বড় প্যাকেটে ওই মাংস ফ্লাই দুবাইয়ের একটি উড়োজাহাজে করে ওই দিনই হংকং পাঠানোর কথা ছিল। এ ঘটনায় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান জিআর ট্রেডিংয়ের এক কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে।

বিমানবন্দরে দায়িত্বে থাকা চট্টগ্রাম কাস্টমসের সহকারী কমিশনার সোহেল রানা বলেন, কচ্ছপের মাংস রপ্তানি নিষিদ্ধ। তাই অন্য পণ্যের আড়ালে জিআর ট্রেডিং কচ্ছপের চালানটি হংকংয়ে রপ্তানি করার চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শাহ আমানত বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক উইং কমান্ডার রিয়াজুল কবীর *প্রথম আলোকে* বলেন, পণ্যগুলো জব্দ করার পর বন বিভাগের লোকজন পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয় এগুলো কচ্ছপের মাংস। এ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জিআর ট্রেডিংয়ের কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

১০ গ্রামের মানুষের তৃষ্ণা মেটায় এক নলকূপ!

শেখ আল-এহসান, খুলনা

কারও হাতে একটি-দুটি কলসি, কারও তিন থেকে পাঁচটি। কারও কাছে আবার বড় ড্রাম। সকাল নেই, বিকেল নেই—দূরদূরান্ত থেকে সবাই ছুটছেন। গন্তব্য বাজুয়া গ্রাম। সেখানে গেলেই যে মিলবে সুপেয় পানি!

খুলনার দাকোপ উপজেলার একটি গ্রাম বাজুয়া। এই এলাকার মানুষের খাবার পানির প্রধান উৎস ধরে রাখা বৃষ্টির পানি। পুকুর থেকেও খাবার পানি সংগ্রহ করা হয়। এর বাইরে পুরো উপজেলায় খাবার পানির জন্য বাজুয়া গ্রামের নলকূপটিই ভরসা। আশপাশের ১০টি গ্রামের প্রায় ২৫ হাজার মানুষের তেষ্টা মেটাচ্ছে নলকূপটি।

সম্প্রতি বাজু গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, মানুষ নছিমনে (তিন চাকার যানবাহন) করে ছোট-বড় পানির পাত্র ও ড্রাম নিয়ে এসে পানি সংগ্রহ করছে। কেউ পুরো সপ্তাহের, কেউবা দু-এক দিনের জন্য পানি নিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, লবণাক্ততার কারণে খাবার পানির চাহিদা মেটাতে মানুষ বৃষ্টির পানি ধরে রাখে। কোনো কোনো এলাকায় পুকুরের পানি সংগ্রহ করে তাতে ফিটকিরি বা পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি মিশিয়ে তা খাবার উপযোগী করা হয়। সুপেয় পানির সংকট দূর করতে সরকারি ও বেসরকারিভাবে উপজেলায় অনেক উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনোটিই তেমন কাজে আসেনি। প্রায় সব এলাকায় নলকূপ স্থাপন করা হলেও তাতে মিঠাপানি ওঠে না। একমাত্র বাজুয়া গ্রামের নলকূপটিতেই খাবার উপযোগী পানি মিলছে। এটি ২০১৩ সালে স্থাপন করে একটি বেসরকারি সংস্থা।

> সুপেয় পানির সংকট দূর করতে সরকারি ও বেসরকারিভাবে উপজেলায় অনেক উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনোটিই তেমন কাজে আসেনি। প্রায় সব এলাকায় নলকূপ স্থাপন করা হলেও তাতে মিঠাপানি ওঠে না

খাবার পানির চাহিদা পূরণ করতে ওই সময়ে দাকোপের বিভিন্ন এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপনের চেষ্টা করে বেসরকারি সংস্থাটি। কিন্তু বাজুয়া গ্রাম ছাড়া কোথাও সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি।

নলকূপটি রয়েছে গ্রামের শ্যামল কান্তি বিশ্বাসের বাড়িতে। তিনি জানান, পশ্চিম বাজুয়া, কাঁকড়াবুনিয়া, ভেদলা বুনিয়া, সাহেবের আবাদ, চুনকুড়ি ও কচাসহ আশপাশের ১০-১২টি গ্রামের ২৫ হাজারের বেশি মানুষ এই নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। ক্রমেই নলকূপটির ওপর চাপ বাড়ছে। চাপ কমাতে মূল কলের পাইপের সঙ্গে সংযোগ দিয়ে আরেকটি কল স্থাপন করা হয়েছে।

নছিমনে বড় পানির ট্যাংক নিয়ে পানি নিতে আসা কচা এলাকার বাসিন্দা বাসুদেব সানা বলেন, পূজা উপলক্ষে এলাকায় তিন দিনের অনুষ্ঠান চলছে। সেখানে সাত হাজারের বেশি মানুষ আসবে। এ জন্য কমপক্ষে পাঁচ হাজার লিটার সুপেয় পানির প্রয়োজন। আগে পুকুর থেকে তা সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু এখন পুকুরে ভালো পানি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বাজুয়ার এই নলকূপে এসে তাঁকে পানি নিতে হচ্ছে।

সুদূর দাকোপ থেকে এখানে পানি নিতে আসেন দেবকী মণ্ডল। তিনি জানান, ১টি বড় ড্রাম ও ১৪টি কলসি নিয়ে প্রতি তিন দিন অন্তর জল নিতে আসেন তিনি। তা দিয়ে একটি হোটেল ও সংসারের চাহিদা মেটানো হয়। দেবকী বলেন, পুকুরের পানি খেয়ে আমাশয় লেগেই থাকত। কিন্তু নলকূপের পানি খেয়ে আর সমস্যা হচ্ছে না। তাই কষ্ট হলেও এখানে এসে পানি নিয়ে যান।

উপজেলা সহকারী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী স ম এনায়েত কবির *প্রথম আলোকে* বলেন, দাকোপে গভীর নলকূপ বসানোর চেষ্টা সফল হয় না। তবে ওই একটি নলকূপ দিয়ে খাবার উপযোগী পানি উঠছে। এলাকায় পানির সমস্যা নানাভাবে সমাধানের চেষ্টা চলছে।

সাতকানিয়ায় ১৭ ইউপির মধ্যে আটটিতে নেই বিএনপির প্রার্থী

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি ●

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে ১৭ ইউনিয়নের মধ্যে আটটিতে বিএনপির কোনো প্রার্থী নেই। এ কারণে অধিকাংশ ইউনিয়নে দলের 'বিদ্রোহী' ও জামায়াত সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই হচ্ছেন আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী।

সাতকানিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মো. লোকমান হাকিম *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের দাপট ও পুলিশের ভয়ে বিএনপির স্থানীয় নেতারা চলমান ইউপি নির্বাচনে প্রার্থী হতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তারপরও জেলা ও কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে উপজেলার নয়টি ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।

উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সাতকানিয়া উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৬৩ জন, সংরক্ষিত নারী সদস্যপদে ১২৩ জন ও সাধারণ সদস্য পদে ৫৫৭ জন প্রার্থী লড়ছেন। এখানে ৪ জুন নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

সাতকানিয়া উপজেলা বিএনপি সূত্র জানায়, উপজেলার ঢেমশায় উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আবদুল মজিদ, কেঁওচিয়ায় উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো. আরমান হোসেন, পশ্চিম ঢেমশায় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবদলের সহসাধারণ সম্পাদক এম এ মোমেন, এওচিয়ায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি সেলিমুল ইসলাম, নলুয়ায় ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি মো. শাহ আলম, আমিলাইষে উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল, বাজালিয়ায় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, পুরানগড়ে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিন ও কাঞ্চনায় ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খোরশেদুল আলম ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে লড়ছেন। বাকি আটটি ইউনিয়নের মধ্যে ছদাহা, সোনাকানিয়া ও কালিয়াইশে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেননি। চরতী ইউনিয়নে গিয়াস উদ্দিন শামীম সিকদার, সাতকানিয়া সদর ইউনিয়নে সামশুল আলম, খাগরিয়া ইউনিয়নে হারুনুর রশিদ ও ধর্মপুর ইউনিয়নে আজিজুল হক সিকদার মনোনয়নপত্র জমা দিলেও শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেন। আর মাদার্শা ইউনিয়নে ফেরদৌস সিকদারের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গেছে।

বিএনপির প্রার্থী না থাকার কারণ জানতে চাইলে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ইউপি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা নির্বাচন নিয়ে খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। কিন্তু সম্পন্ন হওয়া ইউপি নির্বাচনগুলোর কাড়াকাড়ি ও মারামারির অবস্থা দেখে তাঁরা হতাশ।

শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, সম্পন্ন হওয়া ইউপি নির্বাচনে নানা অনিয়ম হয়েছে। এ কারণে আগামী ইউপি নির্বাচনগুলো নিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

নারকেল রমজানে নানা পদের ইফতারি তৈরিতে নারকেল ব্যবহার হয়। তাই বাড়ছে নারকেলের চাহিদা। বিক্রির উদ্দেশ্যে পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা থেকে ট্রলারে বোঝাই করে ঢাকায় নেওয়া হচ্ছে নারকেল। গত ২৭ মে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

লক্ষ্মীপুরে গুলি করে দুই ভাইকে হত্যা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি ●

লক্ষ্মীপুরে মুখোশধারী সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে দুই ভাই নিহত হয়েছেন। গত ২৪ মে সকালে সদর উপজেলার বশিকপুর ইউনিয়নের আনন্দীপুর গ্রামের একটি চায়ের দোকানে এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুজন হলেন ইসমাইল হোসেন (৪৫) ও ইব্রাহিম হোসেন ওরফে রতন (৪২)। পুলিশের দাবি, রতন নিজ নামে এলাকায় একটি সন্ত্রাসী বাহিনী পরিচালনা করতেন। তাঁর নামে হত্যা, অপহরণসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

নিহত দুই ভাইয়ের বাড়ি আনন্দীপুর গ্রামে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী চা-দোকানদার আনোয়ার হোসেন বলেন, ওই দিন বেলা ১১টার দিকে ইব্রাহিম ও ইসমাইল তাঁর দোকানে বসে কথা বলছিলেন। এ সময় একটি অটোরিকশা দোকানের সামনে এসে থামে। অটোরিকশা থেকে পাঁচ-ছয়জন যুবক নেমে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকেন। এতে দুই ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ওই যুবকেরা মুখোশধারী ছিলেন।

এর আগে ১০ মে আনন্দীপুর গ্রামে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে 'বন্দুকযুদ্ধে' একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

রতন চার বছর আগে বিএনপির রাজনীতি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তাঁর পরিবার কুমিল্লায় বসবাস করলেও এলাকায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। লক্ষ্মীপুর জেলা কৃষক লীগের সভাপতি হিজবুল বাহার বলেন, নিহত ইসমাইল ও ইব্রাহীম আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ইব্রাহিমের সঙ্গে 'লাদেন মাছুম' বাহিনীর বিরোধ রয়েছে। তবে এলাকায় রতন বেশ প্রভাবশালী ছিলেন।

নিহত দুজনের চাচাতো ভাই হারুনুর রশিদ বলেন, গুলির শব্দ পেয়ে তাঁরা দোকানে গিয়ে দুজনকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাঁরা বিষয়টি পুলিশকে জানান। পুলিশ দুজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। দুজনের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলির চিহ্ন রয়েছে।

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজিজুর রহমান মিয়া বলেন, রতনের বিরুদ্ধে হত্যা, অপহরণসহ বিভিন্ন অভিযোগে লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালীর বিভিন্ন থানায় ছয়টি মামলা রয়েছে। তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার তথ্য রয়েছে কি না, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানাতে পারেননি।

ঝড়ে মা ও মেয়েহারা ফারুকের হাহাকার

শূন্য ভিটে, শূন্য বুক

প্রণব বল, চট্টগ্রাম ●

> নিজেদের পেট ততক্ষণে খিদে-তেষ্টায় টনটন করছে। কিন্তু খাবার কোথায়? আশ্রয়কেন্দ্রে গেলে মিলল চিড়া। চোখের জলে তা-ই খেল সবাই

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর প্রেমাশিয়া বাজারসংলগ্ন একটি মাদ্রাসার নিচতলায় বসে আছেন দিনমজুর মো. ফারুক। বিধ্বস্ত চেহারা। চোখের নিচে কালি। হাতে একটি মুড়ির পোঁটলা। শক্ত করে ধরে আছেন সেটি। আরও অনেক দুর্গত মানুষের মতো ফারুকের অপেক্ষা মন্ত্রীর জন্য। টাকা ও ত্রাণ পাবেন এই আশা। ঘূর্ণিঝড়ের কথা তুলতেই চোখের পানি টলমল। অস্ফুট স্বরে বলেন, 'শেষ, সব শেষ।'

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় খানখানাবাদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ফারুকের মা জুলেখা বেগম ও দুই বছর বয়সী মেয়ে মুন্নী আকতার। পানি নামলে উদ্ধার করা হয় তাদের মরদেহ। ঝড় তছনছ করে দিয়েছে ফারুকদের পরিবার। মা-মেয়েকে তো হারিয়েছেন, তার সঙ্গে ভেসে গেছে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও। ভিটেয় এখন ঘরের চিহ্নই নেই।

সেদিনের কথা মনে করতেই ফারুকের চোখে-মুখে ভর করে আতঙ্ক। বললেন, 'ঘরে মুহূর্তে কোমরসমান পানি উঠে যায়। আমরা বের হয়ে পড়ি। আমার মেয়ে মুন্নী ছিল তার দাদির কোলে। ছেলেটিকে আমি ধরি। ঘর থেকে বের হয়ে মূল সড়কে ওঠার পথটি আরও নিচু। সেখানে তখন গলা পর্যন্ত পানি। একপর্যায়ে ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বড় একটি ঢেউ আছড়ে পড়ে আমার মায়ের ওপর। তারপর...' এটুকু বলে থামলেন ফারুক। মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না।

ফারুকের পাশে থাকা ছোট ভাই তারেক কথা টেনে নিয়ে বললেন, মা যখন ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে তখন আমি দুজনকে রক্ষার চেষ্টা করি। মুন্নীকে টেনেও ধরেছিলাম। কিন্তু আরেকটি ঢেউয়ের ধাক্কায় সে আমার হাত থেকে ছুটে যায়।

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু শুরু হয় বেলা ১১টা থেকে। এই পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটছিল পৌনে ১২টার দিকে। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। দ্রুত পানি বেড়ে যায়। তাই ঝোড়ো হাওয়া আর বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে টিকে থাকাই দায় হয়ে পড়ে।

ফারুক বলেন, মা ও মেয়ে পানিতে তলিয়ে যাওয়ার পর আমরা কোনোরকমে বড় রাস্তায় উঠি। আমার বউ আহাজারি করে কাঁদছিল। আমিও। কিন্তু কোথায় খুঁজে পাব তাঁদের। তখনতো এই রাস্তাটি (বড় রাস্তাটি দেখিয়ে) ছাড়া এখানে আর কোনো শুকনো জায়গা নেই। পানি আর পানি। যেন এটিও একটি সাগর।

ছেলে ওয়াসের (৪) এবং বাকিদের নিয়ে ওই দিন পাশের একটি দোতলা ভবনে আশ্রয় নেন ফারুক। ঝড় থেমে গেলে দুই হারানো স্বজনকে খুঁজতে বের হয় পরিবারের সদস্যরা। যেখানে তলিয়ে গিয়েছিল তার থেকে অনেক দূরে পাওয়া যায় নাতনি-দাদির মরদেহ।

শুকনো জায়গার অভাব তখন। দাফন করার মতো জায়গা খুঁজে পাওয়াও কষ্টকর হয়ে পড়ে। পরে ভাটা শুরু হলে পানি কিছুটা কমে আসে। তারপর ফারুক মা ও সন্তানকে দাফন করেন। একদিকে স্বজন হারানোর ব্যথা, অন্যদিকে নিজেদের বেঁচে থাকার কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় তাঁদের রোয়ানু।

নিজেদের পেট ততক্ষণে খিদে-তেষ্টায় টনটন করছে। কিন্তু খাবার কোথায়? আশ্রয়কেন্দ্রে গেলে মিলল চিড়া। চোখের জলে তা-ই খেল সবাই।

তারেক বললেন, '২২ মে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে ভাত খেলাম। কিন্তু মা ও মুন্নীর কথা ভুলতে পারি না।'

বলতে বলতে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরী মায়া হাজির হলেন মাদ্রাসায়। একে একে নাম ঘোষণা করে প্রত্যেকে নিহতের জন্য নগদ ২০ হাজার টাকা করে তুলে দিলেন স্বজনদের হাতে।

মা এবং মেয়ের জন্য ৪০ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন দুই ভাই। নিজেদের বাড়ি নয়, একটু দূরে আত্মীয়ের বাড়িতেই আছেন এখন। হয়তো ওই টাকা দিয়ে শূন্য ভিটেতে আবার ঘর তুলবেন তাঁরা। আবার জীবনসংগ্রামে নামবেন। কিন্তু স্বজন হারানোর ব্যথা পোড়াবে সব সময়ই।

রোয়ানুর আঘাতে বেড়িবাঁধ বিলীন

পেকুয়ার ৫২ গ্রামে প্রতিদিন দুবার ঢুকছে জোয়ারের পানি

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ●

> জোয়ারের পানি ঢুকে লবণ মাঠ, চিংড়িঘের, সড়ক ও ঘর-বাড়ি প্লাবিত হচ্ছে। মানুষ উঁচু জায়গায় অবস্থান নিয়েছে

কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার ৫২ গ্রামে এখন জোয়ার-ভাটা চলছে। প্রতিদিন দুপুর ও রাতে জোয়ারের পানি ঢুকে অন্তত আড়াই হাজার ঘর-বাড়ি প্লাবিত হচ্ছে। ২১ মে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে উজানটিয়া, মগনামা ও রাজাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বেড়িবাঁধ ভেঙে যাওয়ায় এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এখানকার বাসিন্দাদের।

২২ মে দুপুরে উজানটিয়া ইউনিয়নের করিয়ারদিয়ার রিফুজিঘোনা গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, জোয়ারের পানি ঢুকে লবণ মাঠ, চিংড়িঘের, সড়ক ও ঘর-বাড়ি প্লাবিত হচ্ছে। মানুষ উঁচু জায়গায় অবস্থান নিয়েছে।

গ্রামের বাসিন্দা জিয়াবুল হক বলেন, 'জোয়ারের সময় মানুষ উঁচু জায়গায় অবস্থান নেন। এরপর ভাটা হলে আবার ঘরে ফেরেন। এভাবে রাতে একবার, দিনে আরেকবার মানুষকে যুদ্ধ করতে হয়। তাঁরা রান্না করার জায়গা পাচ্ছে না। প্রশাসনের সরবরাহ করা খাবার খেয়ে কোনো রকম বেঁচে আছেন।'

শুধু করিয়ারদিয়া নয়, উজানটিয়া ইউনিয়নের ঘোষালপাড়া, ফেরাসিংগাপাড়া, কইড়াবাজার পাড়া, পশ্চিম উজানটিয়া, নয়াপাড়া, মিয়াপাড়া, ফকিরপাড়া, ভেলোয়ারপাড়া, মিয়াজীপাড়া, টেকপাড়া, মালেকপাড়া, রূপালী বাজারপাড়া, ঠান্ডারপাড়া, গুদারপাড়া, সুতাচুরা, নুরীরপাড়া, আতর আলীপাড়া ও পেকুয়ার চর গ্রামে নিয়মিত জোয়ার-ভাটা চলছে।

উজানটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'উজানটিয়া ইউনিয়নের ৩০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধের ১৮ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ সম্পূর্ণ ও সাত কিলোমিটার বেড়িবাঁধ আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে। সাত কোটি টাকার লবণ ও আট শ একর মৎস্যঘের ভেসে গিয়ে মানুষ পথে বসেছে। বেকার হয়ে পড়েছে অন্তত ১৫ হাজার মানুষ।'

মগনামা ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ সংলগ্ন পশ্চিম কূল গ্রামের ৩০টি বসতঘর পানিতে ভেসে গেছে। ওই এলাকার বাসিন্দা ছৈয়দ আহমদ (৩৬) লবণের শ্রমিক হিসেবে মাঠে কাজ করেন। এখন লবণ মাঠ পানির নিচে। ঘরটিও পানির তোড়ে ভেসে গেছে। ছৈয়দ আহমদ বলেন, 'আমার সব শেষ হয়ে গেছে। কিভাবে চলব ভেবে পাচ্ছি না। তিন সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে এখন আশ্রয়কেন্দ্রে আছি।'

পশ্চিম কূল গ্রাম ছাড়াও মগনামার কাকপাড়া, কালারপাড়া, শরৎঘোনা, চেপ্টাখালী, সেকান্দরপাড়া, ডলইন্যাপাড়া, বিন্দারপাড়া, বাজারপাড়া, আবদুপাড়া, দিঘীরপাড়া, পুরাতন বহদ্দারপাড়া, রাহাইত্যারপাড়া, মরিচ্যাদিয়া, কোদাইল্যাদিয়া, চান্দেরপাড়া, জালিয়াপাড়া, নতুনঘোনা, বেদেরবিল পাড়া, সাতঘরপাড়া, নাপিতের দিয়া ও শুদ্ধখালী পাড়া প্লাবিত হচ্ছে।

জানতে চাইলে মগনামা ইউপির চেয়ারম্যান শরাফত উল্লাহ বলেন, উপকূলীয় বেড়িবাঁধ মেরামতের জন্য পাঁচ মাস আগে ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও পানি উন্নয়নর বোর্ডের কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণে কাজ শুরু হয়নি। এ কারণে ঘূর্ণিঝড়ের প্রথম ধাক্কায় বেড়িবাঁধ লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে। নদীর সঙ্গে লবণ মাঠ একাকার হয়ে গেছে। বেড়িবাঁধের চার কিলোমিটার সম্পূর্ণ ও পাঁচ কিলোমিটার আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে। অন্তত এক হাজার মানুষ এখন আশ্রয় কেন্দ্রে বসবাস করছেন।'

এদিকে ভাঙা বেড়িবাঁধ দিয়ে পানি ঢুকে রাজাখালী ইউনিয়নের বদিউদ্দিপাড়া, বকশিয়াঘোনা, আমিন বাজার, মাতবরপাড়া, সুন্দরীপাড়া, চঁরিপাড়া, মৌলভীপাড়া, পালাকাটা, বামুলাপাড়া, নতুনঘোনা ও উলুদিয়াপাড়া গ্রামের মানুষও পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। কোমরসমান পানি মাড়িয়ে তাঁরা দৈনন্দিন কাজ সারছেন। মাতবরপাড়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ ইউনুছ গণি (৩৪) বলেন, 'বেড়িবাঁধ ভেঙে নদীর চরের সঙ্গে লোকালয় একাকার হয়ে গেছে। জোয়ারের সময় কেউ ঘরে থাকতে পারেন না। অনেক পরিবার না খেয়ে আছে। কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্রে পেকুয়া থানা-পুলিশের পক্ষ থেকে ছয় শ মানুষকে শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে।'

রাজাখালী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ছৈয়দ নুর বলেন, 'রাজাখালী উপকূলীয় বেড়িবাঁধের পাঁচ কিলোমিটার বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। পাঁচ শ ঘর-বাড়ি সম্পূর্ণ ও ছয় শ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে যা ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে, তা অপ্রতুল। জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ তৎপরতা বাড়াতে হবে।'

তবে বেড়িবাঁধের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দেওয়া তথ্যের ফারাক রয়েছে। পাউবোর কক্সবাজারের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সবিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'পেকুয়া উপজেলার উপকূলীয় বেড়িবাঁধের পাঁচ কিলোমিটার সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। ১১ কিলোমিটার আংশিক ক্ষতি হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে বেড়িবাঁধ মেরামতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

পেকুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মারুফুর রশিদ খান প্রথম আলোকে বলেন, গত শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত পেকুয়া উপজেলার দুর্গত মানুষের মধ্যে ২৯ টন চাল, ১২০ মণ চিড়া, ৮০ মণ গুড়, এক শ বস্তা মুড়ি ও তিন হাজার খাওয়ার স্যালাইন বিতরণ করা হয়। ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ হলে সরকার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।'

এক মণ ধানে মিলে এক কেজি গরুর মাংস!

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি ●

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় এক মণ ধান বিক্রির টাকায় মিলছে এক কেজি গরুর মাংস। ফলে চলতি মৌসুমে বোরোর ভালো ফলন পেয়েও দাম কম হওয়ায় হতাশ উপজেলার কৃষকেরা। ধান বিক্রি করে খরচের টাকাই উঠছে না তাঁদের।

গত ২৬ মে উপজেলার ধানগড়া বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, প্রতি কেজি গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে ৪০০ টাকা। মাংস কিনতে আসা তিনজন কৃষক বললেন, বাড়িতে অতিথি আসায় মাংস কিনতে এসেছেন তাঁরা। এক মণ ধান বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে এক কেজি গরুর মাংস কিনতে পারছেন।

ধানগড়া ইউনিয়নের বেতুয়া গ্রামের কৃষক শামসুল হক বলেন, ধান মজুত করে রাখলে পরে ঠিকই দাম বাড়ে। কিন্তু ঋণ থাকায় তা পরিশোধের জন্য বেশির ভাগ কৃষককেই ধান বেচে দিতে হয়। তিনি প্রতি মণ ধান ৪২০ থেকে ৪৫০ টাকায় বিক্রি করেছেন।

ধানগড়া এলাকার কৃষক মিজানুর রহমান বলেন, ফলন ভালো হলেও দাম কম হওয়ায় এবারও ধান উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষকদের লোকসান গুনতে হয়েছে। প্রতি মণ ধান তাঁরা ৪০০ থেকে ৪২০ টাকায় বিক্রি করেছেন। বাজারে এক কেজি গরুর মাংসও বিক্রি হচ্ছে ৪০০ টাকায়।

রায়গঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানা গেছে, উপজেলায় মোট কৃষিজমির পরিমাণ ২৩ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে ২১ হাজার ৩৬০ হেক্টর জমিতেই বোরোর চাষ হয়েছে। ফলনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ১ লাখ ২৯ হাজার ৭৬২ মেট্রিক টন। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনও হয়েছে। সরকারিভাবে ৯২০ টাকা মণ দরে কেনা হচ্ছে মোট ৩ হাজার ২ মেট্রিক টন ধান। সরকারিভাবে কেনা এই ধানের পরিমাণ মোট উৎপাদনের মাত্র ২ দশমিক ৩ শতাংশ।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, এই সময়টায় সবাই একযোগে ধান বিক্রি শুরু করেন। যে কারণে বাজারে দাম কম হয়। পরে ধানের দাম আবার বাড়তে থাকবে। সরকারিভাবে ধান কেনা শুরু হয়েছে। কৃষি কার্ডধারীদের মধ্যে তালিকাভুক্ত কৃষকদের কাছ থেকে মোট তিন হাজার দুই মেট্রিক টন ধান কেনা হবে।

ধুনটে বেড়ায় অবরুদ্ধ একটি পরিবার

ধুনট (বগুড়া) প্রতিনিধি ●

বগুড়ার ধুনটে সরকারি রাস্তা অবৈধভাবে বাঁশের বেড়া দিয়ে দখল নেওয়ায় একটি পরিবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে অবরুদ্ধ পরিবারটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।

অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার চিকাশি ইউনিয়নের হোটিয়ারপাড়া গ্রামের এমদাদ আলী নামের এক ব্যক্তি সোমেস আলীর বাড়ির সামনের রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে দখল নিয়েছেন। ফলে সোমেস আলীর পরিবার প্রায় এক মাস ধরে বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। এ ছাড়া গ্রামের এমদাদ আলী মাস্টারসহ ১০ থেকে ১২ ব্যক্তি ওই রাস্তায় ঘরবাড়ি তুলে রাস্তা দখল করে নিয়েছেন। ফলে গ্রামের লোকজন ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছেন না। এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে সমেস আলী ৩ মে এমদাদ আলী ও এমদাদ আলী মাস্টারসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে ইউএনওর কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

এমদাদ আলী বলেন, 'আমি কোনো রাস্তা দখল করি নাই। সমেস আলীর বাড়ির সামনে আমার পৈতৃক জমি আছে। এ জমি বেড়া দিয়ে দখল নিতে গিয়ে সমেস আলী আর রাস্তায় বের হতে পারছেন না। সমেস আলীর বাড়ির দক্ষিণ পাশে এমদাদ আলী মাস্টারসহ ১০-১২ জন রাস্তার ওপর ঘরবাড়ি তুলে দখলে নিয়েছেন। তাঁরা রাস্তা থেকে ঘরবাড়ি সরিয়ে নিলে আমিও দখল ছেড়ে দেব।'

এমদাদ আলী মাস্টার বলেন, 'অবৈধ দখলদার একজন থাকা পর্যন্ত আমি রাস্তার ওপর থেকে ঘরবাড়ি সরাব না। রাস্তার দখলদার সবাই ছাড়লে আমিও গ্রামের স্বার্থে ছেড়ে দেব।'

চিকাশি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান জাকির হোসেন বলেন, অনেক আগে থেকে হোটিয়ারপাড়া গ্রামের রাস্তা দখলমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামবাসী সহযোগিতা না করায় দখলমুক্ত করা যায়নি।

ইউএনও হাফিজুর রহমান বলেন, থানা-পুলিশকে অভিযোগটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ধুনট থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, অভিযোগ তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন দেওয়া হবে।

সাঁকো দেশের ওপর দিয়ে সম্প্রতি বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে গেছে কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার চালিয়াতলি-মাতারবাড়ি সড়ক। তাই এই পথে চলাচলের জন্য গ্রামবাসীর উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে সাঁকো। এখন এ পথে চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হয় এলাকাবাসীকে। গত ২৯ মে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক

পুলিশের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ●

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার তালশহর পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাপ খানের (৬৫) মৃত্যু হয়েছে। ২৪ মে দিবাগত রাতে তিনি মারা যান। তাঁর পরিবারের দাবি, আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এনামুল হক ও তাঁর কর্মী-সমর্থক এবং পুলিশের হয়রানির কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

গোলাপ খানের ছেলে সালমান হয়দার খান বলেন, 'ইউনিয়নের তেলিনগর বাজার এলাকায় এনামুল হকের একটি নির্বাচনী তোরণ ছিল। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা ওই তোরণে আগুন দেয়। কিন্তু ২৪ মে এ ঘটনায় আমার বাবা ও আমাকে আসামি করে মামলা করেন এনামুল। পুলিশ ২৪ মে দিবাগত রাত তিনটার দিকে আমাদের খোঁজে বাড়িতে আসে। গ্রেপ্তার থেকে বাঁচতে বাড়ির পেছন দিয়ে পালানোর চেষ্টার সময় আমার বাবা পড়ে অচেতন হয়ে যান। পরে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।'

সালমান আরও বলেন, 'অসুস্থ হওয়ায় আমার বাবা দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে পারেননি। কিন্তু এনামুল হক পুলিশ দিয়ে আমাদের হয়রানি শুরু করেন।'

gulfedition@prothom-alo.info

জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন

সন্ত্রাসবাদ ও সমরসজ্জা বন্ধে নজর দিতে হবে

জাপানের ইসে-শিমায় অনুষ্ঠিত শিল্পোন্নত শীর্ষ সাত দেশের জোট জি-৭-এর শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব অর্থনীতিকে সংকটমুক্ত করা এবং প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ, জ্বালানি, ডিজিটাল অর্থনীতি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে আরও বেশি বিনিয়োগের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। তবে প্রবৃদ্ধির সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান আছে, সেটি কমিয়ে আনার উদ্যোগ জরুরি।

উন্নত দেশগুলো তাদের জিডিপির শতকরা শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে ব্যবহার করার যে অঙ্গীকার করেছিল, তা বেশির ভাগ দেশই রক্ষা করেনি। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন, তার কারণ উন্নত বিশ্বের অতিমাত্রায় কার্বন নিঃসরণ।

এবারের জি-৭ সম্মেলন বাংলাদেশের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর আউটরিচ বৈঠকে যে সাতটি উন্নয়নশীল দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান যোগ দিয়েছেন, তার মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ছিলেন। সেই বৈঠকে তিনি রাজনীতিতে নারীর অধিক অংশগ্রহণ, নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য পরিষেবা বাড়ানোর ওপর যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চ্যালেঞ্জ উত্তরণে প্রযুক্তি হস্তান্তর, সম্পদের সংযোজন এবং দরিদ্র দেশগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধির ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোকে আরও উদার হতে বলেছেন। তিনি ব্রিটিশ ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। এর মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে আশা করি।

সম্মেলনের ঘোষণায় শরণার্থী সমস্যা, বাণিজ্য, অবকাঠামো, নারীর ক্ষমতায়ন, সাইবার অপরাধ, জলবায়ুর পরিবর্তনের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থা মোকাবিলার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সমন্বিত ও জোটবদ্ধ অভিযানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে হলে এর কারণগুলো দূর করা জরুরি মনে করি।

বিশ্বের শান্তির জন্য সমরসজ্জাও বড় হুমকি। শিল্পোন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক বিষয়ে যদি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি নিতে পারে, তাহলে সমরসজ্জা বন্ধ করার ব্যাপারে একমত হতে পারবে না কেন?

পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার ও রিমান্ড

আপিল বিভাগের রায়ের আলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিন

দেশের সর্বোচ্চ আদালত পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার ও রিমান্ড-সংক্রান্ত ৫৪ ধারা ও ১৬৭ ধারা বিষয়ে হাইকোর্টের দেওয়া একটি যুগান্তকারী রায় সমুন্নত রেখেছেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী উভয়ে রায় ঘোষণা-পরবর্তী তাঁদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পূর্ণাঙ্গ রায়ের আলোকে আইন সংশোধনের আভাস দিয়েছেন। সরকারের নীতিনির্ধারকদের মনে রাখতে হবে যে হাইকোর্টের ২০০৩ সালের রায়ে যে সুপারিশ রাখা হয়েছিল, তা ছিল বাস্তবসম্মত, গণমুখী এবং বাংলাদেশ সংবিধানের স্বীকৃত মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

বিরোধী দলে থেকে আওয়ামী লীগ হাইকোর্টের রায়কে সে সময় স্বাগত জানিয়েছিল। তাই মামলার আপিল বিভাগে শুনানিকালে অ্যাটর্নি জেনারেলের বিরোধিতা আমাদের পীড়িত করে। প্রতিবেশী দেশের উচ্চ আদালত অনেক আগেই গ্রেপ্তার ও রিমান্ড বিষয়ে জোরালো পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। ১৯৯৬ সালে ভারতের আইন কমিশন ৫৪ ধারা সংশোধনে যে সুপারিশ রেখেছিল, ভারতের আইনসভা তা বাস্তবে রূপ দিয়েছে। পাকিস্তানেও ওই দুটি ধারা বিষয়ে আদালতের রায়ে অগ্রগতি ঘটেছে। তাই এটি সর্বজনীন বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত।

আপিল বিভাগে রাষ্ট্রপক্ষ বলেছিল, দেশের অবস্থা এমনই যে এখানে আদালতের নির্দেশনা খাটে না। এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রকে আইনানুযায়ীই যেকোনো পরিস্থিতি যেকোনো অবস্থায় মোকাবিলা করতে হবে। বস্তুত গ্রেপ্তার ও রিমান্ড বিষয়ে এতকাল ধরে আদালতের নির্দেশনার অপেক্ষায় থাকাটা আইনপ্রণেতাদের জন্য মর্যাদাকরও ছিল না। সংশোধনী ব্যতিরেকেও রায় মানা তাঁদের জন্য অপরিহার্য ছিল।

উল্লেখ করা দরকার যে হাইকোর্টের রায়ের ওপর কিন্তু নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রিমান্ডকে নিরুৎসাহিত ও সীমিতভাবে তা মঞ্জুরের উপায় বাতলানো ওই রায় অধস্তন আদালতে অনুসৃত হয়নি বললেই চলে। আমরা আশা করব, এবার অবস্থাটা সত্যিই বদলাবে। আইন সংশোধনের জন্য অপেক্ষায় থাকার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এমনকি কিছু বিষয় বাস্তবায়নে পূর্ণাঙ্গ রায় পাওয়াও জরুরি নয়, দরকার রাজনৈতিক ও সুশাসনগত সদিচ্ছা।

সত্য, ন্যায়, সৌজন্যবোধ ও দলীয় পরিচয়

স হ জি য়া ক ড় চা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য লন্ডনে গেছেন। চিকিৎসকেরা তাঁকে ওপেন হার্ট সার্জারি করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আজ (মঙ্গলবার) লন্ডনের প্রিন্সেস গ্রেস হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হবে বলে এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। নওয়াজ শরিফের ওপেন হার্ট সার্জারির সংবাদ অবগত হয়ে শনিবার টুইট করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। টুইটে তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ সাহেবের ওপেন হার্ট সার্জারি হবে, তাঁর জন্য শুভকামনা রইল। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন ও সুস্বাস্থ্য লাভ করুন।'

দুটি রাষ্ট্রের নেতারা এবং কর্মকর্তারা ৬৯ বছর যাবৎ অব্যাহত বাগ্‌যুদ্ধে রত। কিছুকাল আগে কারগিলেও ছোটখাটো যুদ্ধ হয়ে গেছে। পুরো মাত্রায় যুদ্ধ করেছে তিনবার। তারপরেও নেতাদের পর্যায়ে পারস্পরিক সৌজন্য প্রকাশে কখনো কার্পণ্য লক্ষ করা যায়নি। একজন সংস্কৃতিমান ব্যক্তি যে পেশায়ই থাকুন না কেন, যে পদেই আসীন হোন না কেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি মানুষ। এবং মানুষের বিচার হয় তার মানবিক গুণ দিয়ে, তাঁর পেশাগত দক্ষতা-যোগ্যতা বিচারের জায়গা আলাদা।

রাজনীতি করা মানে সত্য, ন্যায়, সৌজন্যবোধ ও মানবিক গুণ বিসর্জন দিয়ে তাৎক্ষণিক সুবিধার জন্য অথবা প্রতিপক্ষ বা শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য যা খুশি তা-ই করা নয়। উপমহাদেশের শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী যখন ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করছিলেন, তখনো বলেছেন, 'আমি সরকারের শত্রু নই, বরং আমি সরকারের বন্ধু।' তাঁর দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যই তাঁকে আন্দোলন করতে হয়, তা ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো, ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রশ্নই আসে না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ব্রিটিশরাজের জন্য ত্রাস। তিনিও বাংলার গভর্নরকে বিশেষ উপলক্ষে উপহার পাঠিয়েছেন। খুব বড় নেতারা সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকেন। বরং বলা ভালো, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকেন বলেই তাঁরা বড় ও মহৎ নেতা হয়ে ওঠেন।

বাংলাদেশের নোংরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখন এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে, যেখানে নিজের দলের বাইরে অন্য দলের বিশেষ করে প্রতিপক্ষের কেউ মারা গেলেও কেউ দুঃখ পান না। সামাজিকতার খাতিরে শোক প্রকাশ করা যে রীতি, সে কথা পর্যন্ত ভুলে গেছেন আমাদের নেতারা। গত পাঁচ-সাত বছরে দেশের সরকারপন্থী ও বিরোধীদলীয় জনা পনেরো বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গেছেন। আওয়ামী লীগপন্থী যত বড় মানুষই মারা যান বিএনপির নেতারা তাঁর মৃত্যুতে দুই বাক্যের শোকবার্তা পাঠাননি তাঁর পরিবারের কাছে অথবা সংবাদমাধ্যমের অফিসে। বিএনপির কোনো নেতা বা ওই ঘরানার কোনো কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী ইন্তেকাল করলে সরকারি নেতারা শোক প্রকাশ করেন না। সম্ভবত তাঁরা বলবেন, আমরা শোক পাইনি বলেই শোক প্রকাশ করিনি। সাম্প্রতিক দুটি ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। গারো সম্প্রদায়ের নেতা ও খ্যাতিমান রাজনীতিক প্রমোদ মানকিন মারা গেলেন। বিএনপির চেয়ারপারসন বা অন্য কোনো নেতা তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, তেমন কোনো খবর কাগজে চোখে পড়েনি। তিনি এই সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তাতে হলোটা কী? তিনি তো একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

কয়েক দিন আগে আকস্মিকভাবে মারা গেলেন সাদেক খান। আমি তাঁর নামটিই শুধু বললাম, পরিচয় দিতে গেলে অনেকগুলো বিশেষণ প্রয়োজন হবে। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার। ইংরেজি ও বাংলা দুটি ভাষাতেই অসামান্য দক্ষ। তাঁর কর্মজীবন বর্ণাঢ্য। সরকারি লোক এবং এ প্রজন্মের মানুষ তাঁকে জানে বিএনপি ঘরানার একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে। তা কেউ একজন হতেই পারেন।

আমরা যখন প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনীতির কথা বলব, বিশেষ করে সেই পাকিস্তানি আমলের, তখন সাদেক খানের নাম আসবে প্রথম সারিতে। আমরা যখন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস পাঠ করব, সেখানে সাদেক খানের নাম বড় হরফে লেখা দেখব। এখন যারা 'তোরে খামু' অথবা 'বউয়ের ভাই হউরের পো'-জাতীয় ছবির সঙ্গে পরিচিত, তাদের *নদী ও নারী* ছবিটি সম্পর্কে বলতে যাওয়া বোকামি। ভারতীয় লেখক, শিক্ষাবিদ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের উপন্যাস *নদী ও নারীর* কাহিনি অবলম্বনে ছবিটি তৈরি। মুক্তি পায় ১৯৬৫-র জুলাইয়ে। প্রযোজক ও পরিচালক ছিলেন সাদেক খান। তিনি উপন্যাসটির চিত্রনাট্য করে সোজা চলে যান দিল্লিতে লেখকের অনুমতি নিতে। মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সরকারি বাসভবনে গিয়ে তাঁর অনুমতি নেন এবং তাঁর হাতে গুঁজে দেন কিছু পাউন্ড-স্টার্লিং। তিনি অবাক হন পূর্ব বাংলার এক তরুণের উৎসাহ দেখে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রথম পর্যায়ের নক্ষত্রদের একজন সাদেক খান। সত্যজিৎ রায় প্রভাবিত শিল্পঋদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণের পথনির্মাতাদের তিনি একজন। সে সময়ের এ জে কারদার, ফতেহ লোহানী, মহিউদ্দিন, জহির রায়হান, সাদেক খান প্রমুখ যে ধারা তৈরি করেন, তা যদি স্বাধীনতার পরে অবিকৃত থাকত, বিশ্ব চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ মর্যাদার আসন পেত। *নদী ও নারীতে* তিনি আসামের নায়িকা ইভা আচরীকে এনেছিলেন।

চিত্রশিল্পের সাদেক খান ছিলেন একজন বিদগ্ধ সমঝদার। ইংল্যান্ডে বহুদিন থাকায় তাঁর আন্তর্জাতিক মানের একটি রুচি তৈরি হয়েছিল। চিত্রসমালোচক হিসেবে তাঁর মতামতের মূল্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরীও দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একটি সংস্কৃতিমান পরিবারের সন্তান। তাঁরা ভাইবোনেরা সবাই প্রতিভাবান এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও সাদেক খান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর রসগ্রাহিতা ও বৈদগ্ধের সঙ্গে তুলনীয় মানুষ আমার জানাশোনার মধ্যে খুব বেশি দেখিনি। আমাদের সমাজে নিম্ন-মাঝারিরই রাজত্ব। সেখানে তিনি ছিলেন পরিশীলিত ও সুশিক্ষিত। তাঁর শেষের দিকের রাজনৈতিক অবস্থানের বিপরীত যাঁরা, তাঁদের সঙ্গেও তিনি অত্যন্ত সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর প্রতিদান পাননি।

শিল্প-সংস্কৃতির জগতে কিছুই যদি না করতেন সাদেক খান, শুধু ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তাঁর যে ভূমিকা, তার জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অনেক বীর ভেবেচিন্তে নভেম্বরের শেষ দিকে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু সাদেক খান একাত্তরের মার্চের বেশ আগে থেকেই তাঁর লেখালেখি ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির পটভূমি তৈরি করেন। বিশ্বজনমত গঠনে প্রবাসী সরকারের নেতাদের সঙ্গে তিনি যে ভূমিকা রাখেন, তার সাক্ষ্য তখনকার কাগজপত্রে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ একজন যথার্থ সংস্কৃতিমান মানুষ। কোনো কাজেরই প্রতিদানের প্রত্যাশা করেননি। যাঁরা অব্যাহত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন, তাঁরা কেউই তাঁর মৃত্যুতে মামুলি শোকটাও প্রকাশ করেননি। তাঁর জানাজায় দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া সরকারি দল বা জোটের কেউ অংশগ্রহণ করেননি। একসময় প্রেসক্লাবে তিনি খুবই যেতেন এবং বয়স ও দলমত-নির্বিশেষে তিনি সবার সঙ্গেই আড্ডা দিতেন। কিন্তু বেদনার সঙ্গে লক্ষ করলাম, মিডিয়া জগতেও তাঁর মতো বন্ধুবৎসল মানুষ অনেকটাই বন্ধুহীন। কারণ, দলীয় রাজনীতি।

একটি রাষ্ট্র শুধু সরকারি দলের লোক নিয়ে গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের যাবতীয় সম্মান, ভালোবাসা ও আনুকূল্য পাওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা শুধু সরকার-সমর্থকদের নয়। রাষ্ট্রের পদক-পুরস্কার তাঁরা পাবেন, সেটা খুব ভালো কথা। অসুখবিসুখ হলে রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে অর্থ সাহায্য তাঁরাই বেশি পাবেন, তাতেও কারও অন্তর্দাহের কারণ নেই। সরকার দানছত্র খুলে বসলে মন্দ কী? কিন্তু ভিন্নমতের কেউই কিছু পাবেন না, সেটা চরম অবিচার। রাষ্ট্র দলীয় লোকদের জন্য যে টাকা দুহাতে খরচ করে, তা কোনো দলের বা গোষ্ঠীর উপার্জিত টাকা নয়। জনগণের করের টাকা। সে টাকা শুধু দলীয় লোকদের দেওয়ার অধিকার কোনো সরকারের নেই। সমর্থকদের অসুখ-আজারির নামে মুড়ি-মুড়কির মতো টাকা বিতরণ করা হচ্ছে।

চাষী নজরুল ইসলাম অনেক দিন ক্যানসারে ভুগে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় মারা গেলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে চাষী নজরুলের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি আওয়ামী লীগ করতেন না, অন্য দল পছন্দ করতেন। বহুদলীয় গণতন্ত্রে সেটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর শিল্পকর্মে আওয়ামী লীগের নীতি-আদর্শের পরিপন্থী কোনো কিছু দেখা যায় না। সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মধ্যে ছিল না। ধর্মীয় মৌলবাদের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র পক্ষপাত ছিল না। তিনি যে দলই করুন না কেন, মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা তিনি ধারণ করতেন। আওয়ামী লীগের নেতাদের তিনি কখনোই অসম্মান করেননি। মরণব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় তিনি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপকদের থেকে যেমন কোনো আনুকূল্য অথবা অর্থ সাহায্য তো দূরের কথা কিঞ্চিৎ সহানুভূতিও পাননি, মৃত্যুর পরেও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বলতে যা বোঝায়, যা দিতে পয়সা লাগে না, তা থেকেও হয়েছেন বঞ্চিত।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রজগতে সুভাষ দত্ত ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন নীতিবাদী মানুষ। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের সামনের রাস্তায়। বাড়িটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ বাড়িতে কত ইতিহাস!' চমৎকার মানুষ ছিলেন। অনেকক্ষণ কথা হলো। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার কোন কুক্ষণে বেগম রোকেয়ার ওপর কথ্যচিত্র নির্মাণের দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিল। সেই পাপ থেকে আমৃত্যু তাঁর মুক্তি ঘটেনি। সে বেদনা ছিল তাঁর অথচ আজীবন তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী কিন্তু অরাজনৈতিক মানুষ।

ভিন্নমতের কেউ মন্ত্রিত্ব চায় না। রাষ্ট্রদূত হতে চায় না। বিদেশে সরকারি ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে গিয়ে পাঁচতারা হোটেলে থাকতে চায় না, এমনকি তার নাগরিক অধিকার বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচলে প্লট পাওয়া, তাও চায় না। বিনা পয়সায় সামান্য সম্মান ও মর্যাদা, তাও যদি না পায়, তার চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে?

যে সমাজে মানুষ পরিচয়ের চেয়ে দলীয় পরিচয় বড়, মানবিক সম্পর্কের চেয়ে দলীয় সম্পর্ক প্রাধান্য পায়, যেখানে প্রতিপক্ষকে যুক্তি দিয়ে পরাস্ত না করে মিথ্যা মামলা দিয়ে ঘায়েল করা হয়, ফরমাশমতো ফরেনসিক রিপোর্ট লেখা হয়, সে সমাজের সঙ্গে আদিম বর্বর সমাজের পার্থক্য কোথায়? যেখানে সত্য, ন্যায়বিচার, সৌজন্যবোধ নেই, সে দেশ মধ্যম আয়ের হলেই কী আর বিরাট ধনী হলেই কী, তা কোনো আদর্শ রাষ্ট্র নয়।

● **সৈয়দ আবুল মকসুদ : লেখক ও গবেষক।**

প্রাকৃতিক দুর্যোগে দরকারি সুন্নত আমল

ধ র্ম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমান সময়ের অন্যতম প্রধান সমস্যা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা খরা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, বরকত-শূন্যতা প্রভৃতি মানুষেরই কর্মের ফল। ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ে পৃথিবী ভারাক্রান্ত। ঝড়, ভারী বর্ষণ, সাইক্লোন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ এরই পরিণাম। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে, 'তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ নিপতিত হয়, তা তোমাদেরই কর্মফল। তিনি অনেক গুনাহ মাফ করে দেন।' (সুরা আশ্-শূরা : ৩০)। 'আর যখন তোমাদের ওপর মুসিবত এল, যার দ্বিগুণ তোমরা ঘটিয়েছ, তখন তোমরা বললে, এটা কোত্থেকে এল! (হে নবী) আপনি বলে দিন, এ তো তোমাদের পাপ থেকেই; নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়েই সর্বশক্তিমান।' (সুরা আল ইমরান : ১৬৫; মারেফুল কোরআন : ৬৭৫৩)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে ফ্যাসাদ প্রকাশ পায়, যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।' (সুরা রুম, আয়াত : ৪১)।

গুনাহ বেশি হলে সবকিছু থেকে বরকত উঠে যায়। ফ্যাসাদ শুরু হয়ে যায়। বিপদ ও বালা-মুসিবত একের পর এক আসতেই থাকে। যুগে যুগে মানুষকে আল্লাহু তাআলা বিভিন্ন আজাব-গজব দিয়ে শাস্তি দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান, মাল ও ফল-ফলারির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা নিজেদের বিপদ-মুসিবতের সময় বলে "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী", তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৭)।

তওবা ও ইস্তিগফার আজাব ও গজব প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায়

বিপদের সময় অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা সুন্নত। যতক্ষণ বান্দা তওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহর আজাব আসে না; তাই আমাদের তওবা ও ইস্তিগফার বেশি বেশি করতে হবে এবং নির্দিষ্ট মাসনুন দোয়াগুলো পড়তে হবে।

ঝড়-তুফানের সময় পড়ার দোয়া

'আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা, ওয়া লা আলাইনা' (হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নিন, আমাদের ওপর দেবেন না)। (মুসলিম, তিরমিজি)। প্রচণ্ড ঝড়ের সময় আজান দেওয়া সুন্নত।

বৃষ্টির সময় পড়ার দোয়া

'আল্লাহুম্মা ছাইয়েবান নাফিআ' (হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি দিন)। (তিরমিজি)।

বজ্রপাতের সময় পড়ার দোয়া

'আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিআযাবিকা ওয়া লা তুহলিকনা বিগদাবিকা ওয়া আফিনা কাবলা যালিকা' (হে আল্লাহ! আজাব ও গজব দিয়ে আমাদের ধ্বংস ও নিঃশেষ করে দেবেন না; তার আগেই আমাদের ক্ষমা করে দিন)। (আবু দাউদ)।

তাকবির তাহলিল ও আজান

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু; আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ। মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করতে শিখিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া বইলে রাসুলুল্লাহ (সা.) মসজিদে যেতেন, আজান দিতেন এবং নামাজে মশগুল হতেন। (মিশকাত : ৬৯৬)।

সাহাবিদের জীবনে আমরা দেখি, বিপদে-মুসিবতে তাঁরা নামাজে দাঁড়াতেন, ধৈর্য ধারণ করতেন। আমরা যদি নবী করিম (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের মতো মসজিদমুখী হই, গুনাহ পরিত্যাগ করি, তবে প্রাকৃতিক এসব দুর্যোগ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাব। (মিশকাত : ৫৩৪৫)। বান্দার গুনাহ যখন বেশি হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি আজাব-গজব নাজিল করেন। আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সঠিকভাবে দীনের ওপর চলতে হবে। নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, দান-সদকা ইত্যাদি ভালো কাজ করতে হবে। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, 'সদকা আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যু রোধ করে।' (তিরমিজি : ৬০০)।

আল্লাহু তাআলা অযথা কাউকে শাস্তি দিতে চান না; বরং মানুষের ওপর যে বিপদ আসে, তা তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি মাফ করে দেন।' (সুরা আশ্-শূরা : ৩০)। 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। যাতে তিনি তাদের কৃতকর্মের কিছু আস্বাদন করান এবং যাতে তারা ফিরে আসে।' (সুরা রুম : ৪১)।

যখন অন্যায়-অনাচার, ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়, অন্যের হক ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে, মাপে কম দেওয়া ও চোরাচালানি প্রভৃতির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়, তখন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আসমানি গজব একের পর এক নামতে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নামে। (রুহুল মাআনি : ১১/৭৩; মারেফুল কোরআন : ৬/৭৫৩)। হাদিস শরিফে আছে, যে ব্যক্তি মাপে কম দেবে সে দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং শাসক কর্তৃক জুলুমের শিকার হবে। অন্য হাদিসে আছে, যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, সেখানে (ক্রমাগত) অনাবৃষ্টি দেখা দেবে। হজরত আবু সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনি ইসরাইল বংশ সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষে নিপতিত ছিল। তারা ক্ষুধার জ্বালায় মৃত প্রাণী ভক্ষণ করেছিল। এরপর তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিকল্পে পাহাড়ে চলে গেল। সেখানে ক্রমাগত কান্নাকাটি ও আহাজারি শুরু করল। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর মাধ্যমে তাদের অবহিত করলেন, 'যতক্ষণ না তোমরা অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করবে, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব না। তোমাদের প্রতি সদয়ও হব না।' সুতরাং তারা যখন অন্যের হক আদায় করে দিল তখন আসমান থেকে বারিধারা বর্ষণ শুরু হলো। (মাজালিসে আবরার : ৪৫/২৭৪)।

ভূমিকম্পের সময় করণীয় সুন্নত আমল

ভূমিকম্পের সময় কিছু আমল করার মধ্য দিয়ে ক্ষতি থেকে বাঁচার সুযোগ রয়েছে। এসব আমল করতে করতে মারা গেলেও ইমানি মউতের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে নাজাত ও জান্নাত পাওয়ার সুযোগ থাকছে। হাদিস শরিফে আছে, যখন কোথাও ভূমিকম্প হয় অথবা সূর্যগ্রহণ হয়, ঝোড়ো বাতাস বা বন্যা হয়, তখন মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কাছে অতি দ্রুত তওবা করা, তাঁর কাছে নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা এবং মহান আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশে দিয়ে বলেছেন, 'দ্রুততার সঙ্গে মহান আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করো, তাঁর কাছে তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করো।' (বুখারি ২/৩০; মুসলিম ২/৬২৮)। সুন্নত অনুযায়ী, ভূমিকম্পের সময় আমাদের জন্য আমল হচ্ছে আল্লাহর জিকির, তওবা করা ও আজান দেওয়া। আর আল্লাহর জিকিরের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে নামাজ পড়া, কোরআন তিলাওয়াত বা দোয়া পড়া। দুর্যোগের সময় জিকিরের আরও উপায় হতে পারে দোয়া ও ইস্তিগফার পড়ার পর কোরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ পাঠ বা জিকির করা।

তওবার দোয়া

'আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।' অর্থ : আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চাই সব পাপ থেকে এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে আসছি, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া গোনাহ থেকে বাঁচার ও নেক কাজ করার কোনোই শক্তি নেই। 'আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজি ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।' অর্থ : আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী : যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

এই সংলাপ পাঠ্য হোক বিশ্বময়

গ দ্য কা র্টু ন

আনিসুল হক

> এক বাবা তাঁর ছেলেকে পাঠশালায় দিয়ে গুরুমশাইকে বলছেন, 'একে মানুষ করে দিন।' গুরুমশাই বলছেন, 'কত গাধা পিটিয়ে মানুষ করলাম, একেও মানুষ করে ফেলব।'

ফেসবুককে বিশ্বাস করবেন না। ফেসবুকের ফেসকেও না, বুককেও না।

এই যেমন ধরুন, ফেসবুকে একটা মিম ছড়িয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের ৫৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩৬ জন পারিবারিক নির্যাতন করেছেন, ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল প্রতারণার অভিযোগে, দোকান থেকে পণ্য চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ৮ জন, ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মাদক-সংক্রান্ত মামলায়, ৮৪ জনকে আটক করা হয়েছিল মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য।

পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া অনলাইন পত্রিকা পলিটিফ্যাক্ট বলছে, এই পরিসংখ্যান সত্য নয়। হলেও এটা ১৯৯০ দশকে প্রচারিত একটা তথ্য। তখন যারা এই তথ্য প্রচার করেছিল, তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

কাজেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যানরা ভালো।

তবে তার চেয়েও ভালো বাংলাদেশের পবিত্র জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যরা। তাঁরা ফুলের মতো সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক আর সৌরভময়। তাঁদের মুখের বচন কোকিলের সুরেলা গানের মতো আমাদের কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করে। তাঁরা আমাদের আদর্শ। তাঁরা যখন কথা বলেন, তা ফোনেই হোক কিংবা মাইক্রোফোনেই হোক, তা যদি কেউ রেকর্ড করে, তা স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অবশ্যশ্রাব্য হওয়া উচিত।

আমরা জানি, প্লেটোর সংলাপ নামের বইয়ের কথা। সক্রেটিসের সঙ্গে প্লেটো যে কথোপকথন করেছেন, তা-ই লিপিবদ্ধ করে এই বইটি রচিত হয়েছে। আমাদের মাননীয় সাংসদদের কেউ কেউ সক্রেটিসের মতোই মহান দার্শনিক। সত্য সুন্দরের অন্বেষায় নিমগ্ন মহাজ্ঞানী মহাজন।

তাঁরা যা বলবেন, তাঁদের প্রতিটা কথা আমাদের লিখে রাখা উচিত। সেসব আমরা আমাদের পাঠ্যবইয়ে সংযোজিত করব। আমাদের শিক্ষার্থীরা সেসব পাঠ করবে। মুখস্থ করবে। সকালে-বিকেলে সেই বচনরাশি তারা আবৃত্তি করবে উচ্চ স্বরে। আমরাও সেসব শুনব। শুনে প্রাণ শীতল করব। মনকে আলোকিত করব। চেতনা শাণিত করব।

তারপর যদি কেউ সেই সব বাণী ঠিকমতো মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করতে ব্যর্থ হয়, তাদের আমরা কান ধরে উঠতে-বসতে বাধ্য করব। কানে ধরে ওঠবস না করলে কেউ মানুষ হয় না। আমাদের ছোটবেলায় আমরা ছেলে-ভোলানো হাসির গল্প শুনেছি।

এক বাবা তাঁর ছেলেকে পাঠশালায় দিয়ে গুরুমশাইকে বলছেন, 'একে মানুষ করে দিন।' গুরুমশাই বলছেন, 'কত গাধা পিটিয়ে মানুষ করলাম, একেও মানুষ করে ফেলব।'

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক কৃষক। সে ভাবল, এখানে গাধাকে পিটিয়ে মানুষ করে দেওয়া হয়! তাহলে আমার গাধাটাকেও কেন নিয়ে আসি না। সে সত্যি সত্যি তার গাধাটাকে পাঠশালায় নিয়ে এসে বলল, 'গুরুমশায়, একে মানুষ করে দিন।'

আমাদের গুরুমশাইরাও আমাদের মানুষ করেছেন কান ধরিয়ে, ওঠবস করিয়ে।

কাজেই আমাদের যে শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো একজাতীয় সাংসদের ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ শুনতে, হৃদয়ঙ্গম করতে এবং মুখস্থ বলতে ব্যর্থ হবে, তাকে আমরা কানে ধরে উঠিয়ে-বসিয়ে মানুষ করব।

শিক্ষামন্ত্রীর উচিত এই সংলাপটিকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে বই হিসেবে প্রকাশ করা। বাংলাদেশের ছয় কোটি শিক্ষার্থী এই বই পড়বে বাংলায়। কিন্তু পৃথিবীর আরও ৪০০ কোটি শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা সংগত হবে না। তাদের জন্য এই একজন বাংলাদেশি সাংসদের মহামূল্যবান সংলাপটিকে ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, হিন্দি ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ করে বই হিসেবে ছড়িয়ে দিতে হবে। পৃথিবীর সব দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংলাপ পঠিত হবে। শিশুরা আলোকিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা নিয়ে গবেষণা হবে, অভিসন্দর্ভ রচিত হবে। অনেকেই পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করবে এই সংলাপের ওপর ভিত্তি করে।

কেউবা গবেষণা করবেন এই সংলাপের ভাষার মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য নিয়ে। কেউবা গবেষণা করবেন এই সংলাপের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে। ক্ষমতার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক কতটা গভীর, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। কেউ গবেষণা করবেন এই সংলাপের স্বাস্থ্যগত উপাদান নিয়ে। শারীরবৃত্তীয় তাৎপর্য নিয়ে অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা যাবে। কেউবা গবেষণা করবেন কণ্ঠস্বরের নিপুণ কারুকার্য নিয়ে। স্বরের প্রক্ষেপণ, শব্দযন্ত্রের ওঠানামার সঙ্গে শ্রোতাদের মুগ্ধতার যে আনুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান, তা নিয়ে দার্শনিক বিশ্লেষণ অবশ্যই মানবজাতিকে উপকৃত করবে। সারা পৃথিবী ধন্য ধন্য করবে। যেমন এখন ধন্য ধন্য করছে সমগ্র জাতি। পৃথিবীর মানুষ দেখবে, এই পৃথিবীতে একটা দেশ আছে, যেখানে একজন মাননীয় সাংসদ আছেন, যিনি কথাবার্তায় বংশগৌরবে পারিবারিক ঐতিহ্যে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য, রাজনীতিবিদদের জন্য, আইনপ্রণেতাদের জন্য, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ হতে পারেন। বাংলাদেশের মুখ এভাবে উজ্জ্বল হবে।

বাংলাদেশে সব আছে। শুধু একজন দার্শনিক নেই। আমরা এত দিনে একজন দার্শনিক পেলাম। সক্রেটিসের সঙ্গে প্লেটোর সংলাপের মতোই যাঁর সংলাপ পৃথিবীতে টিকে থাকবে হাজার বছর। সারা পৃথিবীর পাঠাগারে পাঠাগারে আর্কাইভে আর্কাইভে যা সংরক্ষিত থাকবে। যা পৃথিবীর অন্ধ মানুষকে পথ দেখাবে, দিশাহীনকে দেবে দিশা, শক্তিহীনকে দেবে সাহস, আশাহীনের মনে জাগাবে আশা।

কী আশা? যে আমিও পারব।

তিনি পারেন। তিনি পেরেছেন। তাঁর পরিবার পারে। পেরেছে। আমরাও পারতে পারি। শুধু আমাদেরও অর্জন করতে হবে এই যোগ্যতা। মুখের ভাষা হতে হবে পাস করা। বাহু হতে হবে পেশল।

ফেসবুক ব্যবহারকারীরা যে মন্তব্যই করুন না কেন, যে স্ট্যাটাসই দিন না কেন, আমরা সেসব গ্রাহ্য করব না। আমরা তাঁকে ধন্য ধন্য করব।

● **আনিসুল হক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।**

সম্পাদক : মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা : দার আল শারক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স : ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

জিয়া বললেন, 'আমি ফায়ারিং রেঞ্জের বাইরে তো?'

ফি রে দে খা মে ১৯৮১

জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

জেনারেল জিয়াউর রহমান

> পরিতাপের বিষয় প্রেসিডেন্ট জিয়া এর কিছুদিন পর একই মাসে মারা যান তাঁর নিজের তৈরি সামরিক কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্রে। তাঁর মৃত্যুতে যতখানি তাঁর সৃষ্ট বেসামরিক রাজনীতিকেরা শোক এবং একাত্মতা দেখিয়েছিলেন, মনে হয় তার একাংশও সামরিক নেতারা দেখাননি, অথচ তাঁর মৃত্যুর সুযোগ তাঁরাই বেশি নিয়েছিলেন

প্রশ্নটি রেখেছিলেন প্রয়াত জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর অধীন তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এরশাদ ও চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুরের কাছে। স্থান কক্সবাজার আর সময়টা ছিল উনিশ শ একাশির মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ।

জেনারেল জিয়া এসেছেন কক্সবাজারে স্থলসেনা, নৌসেনা ও বিমানসেনার বার্ষিক মহড়া দেখতে। বসেছেন তিনি কক্সবাজার বিমানবন্দরের টাওয়ার বারান্দায়, যেখান থেকে অদূরে সমুদ্রসৈকতে অনুষ্ঠিত মহড়া দেখতে পাওয়া যাবে। তিনি সামনের সারিতে তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বসে আর ঠিক পেছনে মেজর জেনারেল মঞ্জুর। জিয়া ঠাট্টাচ্ছলে কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু এরশাদ বেশ গম্ভীর হয়ে মঞ্জুরের দিকে তাকালেন। মঞ্জুর হেসে বললেন, স্যার, আপনি সেনাবাহিনীর গোলাগুলি থেকে নিরাপদ দূরত্বে। উপস্থিত সবাই হেসে উঠলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন তিন বাহিনীর হোমরাচোমরা অফিসার, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এবং বেশ কয়েকজন মন্ত্রী। আর ছিলাম আমি, তৎকালীন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক।

জিয়াউর রহমানের সেদিনের সে কৌতুক যে তিন সপ্তাহ পরে মারাত্মকভাবে সত্যি হবে, তা কেউ জানত না, অন্তত জিয়া তো নয়। জিয়ার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমি বিশদভাবে আমার বইতে লিখেছি, আজ এ লেখায় তার পুনরুক্তি করতে চাই না। আমি এ লেখায় কক্সবাজারের যৌথ বাহিনীর মহড়ায় আমার প্রত্যক্ষ তৎকালীন তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার, সে সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রতি সামরিক অধিকর্তাদের উদ্ধত আচরণ ও দেশে বিদ্যমান দ্বৈত শাসনের কিছু ঘটনা তুলে ধরতে চাই।

কক্সবাজারে সামরিক বাহিনীর যৌথ মহড়া এর আগেও হয়েছে, যেখানে তিন বাহিনী সম্মিলিত স্থল-জল-বায়ুতে ছদ্মযুদ্ধের মহড়া করত। এতে তিন বাহিনীর প্রধানেরা ছাড়াও সেনাবাহিনীর সব আঞ্চলিক অধিনায়কেরা থাকতেন। জেনারেল জিয়াও সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে প্রত্যক্ষ করতেন। এটা ছিল সম্পূর্ণভাবে সেনাবাহিনীর ব্যাপার, আমরা বেসামরিক কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিলাম না। শুধু সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুরোধে স্থানীয় প্রশাসন মহকুমার সব সরকারি রেস্টহাউসগুলো সামরিক কর্মকর্তাদের দিয়ে দিতেন কয়েক দিনের জন্য।

সেবার মে মাসে তার অন্যথা হলো না। সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সার্কিট হাউসসহ সব সরকারি বিশ্রামাগার তাদের এখতিয়ারে দেওয়া হলো। এমনিতেই কক্সবাজারে সে সময় সরকারি রেস্টহাউস খুব অল্প ছিল। সামরিক বাহিনী সব নিয়ে নেওয়ায় অন্য কোনো সরকারি কর্মকর্তার সে কয়টা দিন কক্সবাজারে থাকার আর জায়গা ছিল না। আমি এ নিয়ে বেশি ভাবলাম না, কারণ ওই সময় কোনো মন্ত্রীর কক্সবাজার যাওয়ার কথা ছিল না।

বিপদ হলো মহড়ার চার-পাঁচ দিন আগে। হঠাৎ একদিন কক্সবাজারের মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) আমাকে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে জানালেন যে এইমাত্র তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে কক্সবাজার আসছেন মহড়া দেখতে। শুধু তিনি নন, তাঁর সঙ্গে আসবেন আরও পাঁচ-ছয়জন মন্ত্রী। মহকুমা প্রশাসকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, কোথায় তাঁদের রাখবেন। কারণ সব রেস্টহাউস সেনাবাহিনী নিয়ে নিয়েছে। এসডিও আমাকে ধরলেন যাতে চট্টগ্রামের সামরিক অধিনায়ক মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে বলে অন্তত প্রধানমন্ত্রীর জন্য সার্কিট হাউসে একটি কামরা ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলি। আমি রাজি হলাম, আর এ-ও বললাম প্রধানমন্ত্রী আর অন্যান্য মন্ত্রীর বিকল্প বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে, দরকার হয় পর্যটন মোটেলে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জেনারেল মঞ্জুরকে জানালাম উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা আর অনুরোধ করলাম প্রধানমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সার্কিট হাউসে রাখার জন্য। জেনারেল মঞ্জুর বললেন, এটা সম্ভব নয়। কারণ সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট (তাঁর কাছে সুপ্রিম কমান্ডার) ছাড়া আর থাকবেন তিন বাহিনীর প্রধানেরা। মঞ্জুর আরও বললেন এবং বিরক্তির স্বরে, প্রধানমন্ত্রীকে সামরিক বাহিনীর মহড়ায় তাঁরা আমন্ত্রণ করেননি। তাঁকে আর তাঁর মন্ত্রীদের বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সামলাতে হবে। তবে আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি একটি রেস্টহাউস ছাড়তে রাজি হলেন। পরে আমরা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ছয়জন মন্ত্রীকে সে রেস্টহাউস আর পর্যটন মোটেলে রাখি। (শাহ আজিজুর রহমান তাঁকে সার্কিট হাউসে জায়গা দেওয়া হচ্ছে না শুনে বেশ উষ্মা প্রকাশ করেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের ওপর হম্বিতম্বি করেন। তিনি তখনো জানতেন না যে সামরিক বাহিনী পরে তাঁর ও তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে কী আচরণ করবে।)

কক্সবাজারে আমার সে অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল না, এটা ছিল সম্পূর্ণভাবে একটি সামরিক ব্যাপার। জেলা প্রশাসক হিসেবে আমার সেখানে কোনো দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে আগের দিন প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব ফোনে জানালেন যে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আমি যেন কক্সবাজারে দেখা করি, জরুরি কথা আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে কক্সবাজারে চলে গেলাম। চার ঘণ্টার রাস্তা, পৌঁছালাম রাতে। সব রেস্টহাউস আর্মির দখলে, উঠলাম পর্যটন মোটেলে।

পরদিন সকালে উঠেই গেলাম বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্টকে রিসিভ করতে। সেখানে ছিলেন তিন বাহিনী প্রধানেরা আর মঞ্জুর। জিয়ার সঙ্গে বিমান থেকে নামলেন প্রধানমন্ত্রী ও আরও পাঁচ-ছয়জন মন্ত্রী, যাঁদের সবার নাম মনে নেই, একমাত্র বিমান পরিবহনমন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমান ছাড়া।

প্রেসিডেন্ট জিয়া নামার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সব সেনা কর্মকর্তা মঞ্জুরসহ জিয়াকে নিয়ে এত তটস্থ ছিলেন যে তাঁরা কোনো মন্ত্রী তো দূরের কথা, প্রধানমন্ত্রীর দিকেও ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললাম যে আমাকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যেতে হচ্ছে, তবে এসডিও তাঁর সঙ্গে থাকবেন।

সকাল ১০টায় ছিল সম্মিলিত মহড়া। জিয়া প্রথম সার্কিট হাউসে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে চলে আসেন কক্সবাজার বেসামরিক বিমান ভবনে, যার ছাদ থেকে মহড়া দেখার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বসার জায়গা করা হয়েছিল চার কি পাঁচ সারিতে। জিয়া আর তিন বাহিনীর প্রধানেরা বসেছিলেন সামনের সারিতে। পেছনের সারিতে মেজর জেনারেল পদবিধারীরা, যাঁদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ। পেছনের সারিতে অন্য সামরিক কর্তাদের সঙ্গে ছিলেন বাকি মন্ত্রীরা আর কেন জানি না, আমি। মহড়া প্রায় দেড় ঘণ্টা চলে। আমরা সবাই অদূরে সৈকতে চলা ছদ্মযুদ্ধ দেখি। এক বাহিনী নৌজাহাজে আক্রমণ করে, স্থলবাহিনী তা প্রতিহত করে, ওপর থেকে আসে বিমান। মহড়া শুরু হওয়ার আগে জিয়া ওপরে উল্লিখিত মন্তব্য করেন, যা সবাই কৌতুক হিসেবে নেন সেদিন।

শাহ আজিজ ও জিয়ার অন্যান্য মন্ত্রী আগ্রহের সঙ্গে মহড়া দেখতে থাকেন। আমার মনে পড়ে না মহড়া চলাকালে জিয়া একবারও পেছনে আসীন প্রধানমন্ত্রী কিংবা কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

মহড়ার পর উপস্থিত সবার জন্য এক চা-চক্র ছিল। এটা ছিল সামরিক বাহিনী প্রদত্ত একমাত্র আপ্যায়ন, যেখানে জেনারেল জিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এরপর ছিল মঞ্জুরের দেওয়া প্রেসিডেন্টের জন্য দ্বিপ্রাহরিক ভোজন, আর রাতে সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর প্রধান এরশাদের নৈশভোজ। দুটিতে মন্ত্রী তো দূরের কথা প্রধানমন্ত্রীকেও সামরিক কর্মকর্তারা আমন্ত্রণ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। প্রধানমন্ত্রী নৈশভোজে তাঁর আমন্ত্রণ নেই শুনে বেশ হতাশ হন, কিন্তু ঝানু রাজনীতিবিদ হওয়ায় বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি, যতটা উষ্মা প্রকাশ করেন তাঁর সার্কিট হাউসে জায়গা নেই শুনে।

আমাকে সেদিন রাতে নৈশভোজের পর প্রেসিডেন্ট জিয়া সার্কিট হাউসে ডাকেন। আমার ধারণা হয়েছিল যে তিনি হয়তো শাহ আজিজ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবেন। জিয়া তিনি কিংবা তাঁর মন্ত্রীদের সম্পর্কে কিছুই জানতে চাইলেন না। কথা হলো কক্সবাজারের কিছু প্রকল্প নিয়ে। আমার তখন (এবং আরও অনেকবার) মনে হয়েছে যে জিয়া ভালো করেই জানেন তাঁর মন্ত্রীদের অবস্থান কোথায়, তাঁদের তিনি যেভাবে চালাবেন, তাঁরা তাতেই খুশি। তাঁর সামরিক বাহিনীও তা ভালো করে জানত।

পরদিন সকালে আমি যখন সার্কিট হাউসে ফিরে গিয়েছি প্রেসিডেন্টকে বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এরশাদ আমাকে এক পাশে ডেকে এনে বললেন, তিনি শুনেছেন শাহ আজিজ নাকি তাঁর থাকার জায়গা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। আমি ভাবলাম শুধু থাকার জায়গা, এরশাদ বলছেন কী? তাঁকে ডেকে এনে কত অপমান করা হয়েছে, তা কি তাঁরা জানেন না? আমি কিছু বলার আগেই এরশাদ বলে উঠলেন ডিসি সাহেব, তাঁকে (অর্থাৎ শাহ আজিজ) একটু সামলে নেন। আমি শুধু অবাক হয়ে রইলাম। ভাবলাম আমাদের কি দুটি সরকার, এক বেসামরিক আরেক সামরিক?

পরিতাপের বিষয় প্রেসিডেন্ট জিয়া এর কিছুদিন পর একই মাসে মারা যান তাঁর নিজের তৈরি সামরিক কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্রে। তাঁর মৃত্যুতে যতখানি তাঁর সৃষ্ট বেসামরিক রাজনীতিকেরা শোক এবং একাত্মতা দেখিয়েছিলেন, মনে হয় তার একাংশও সামরিক নেতারা দেখাননি, অথচ তাঁর মৃত্যুর সুযোগ তাঁরাই বেশি নিয়েছিলেন।

● **জিয়াউদ্দিন চৌধুরী : চট্টগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক, *অ্যাসাসিনেশন অব জিয়াউর রহমান অ্যান্ড আফটারমেথ* বইয়ের লেখক।**

মুস্তাফিজের পায়রা

'ভাই, দেইখে রাইখো'

রাজীব হাসান ●
সাতক্ষীরা থেকে ফিরে

আট বছরের ছোট-বড় হলে কী হবে, দুজনে যেন হরিহর আত্মা। পল্টু ভাই-ই তাঁর সব, এখনো ভাইকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানো চাই। এখনো ভাইয়ের কাছেই ক্রিকেট নিয়ে সব কথা। ভারতে আইপিএল খেলতে গিয়েও সুযোগ পেলেই ফোন করছেন মুস্তাফিজুর রহমান, ভাইয়ের ফোনে। পল্টু ভাইও বোঝাচ্ছেন, ইয়র্কার বেশি দিতে গিয়ে যেন ফুলটস না হয়। কী ভুলগুলো হলো গত ম্যাচে। কোন ডেলিভারিটা হয়েছে অসাধারণ।

কিন্তু তিনি, মুস্তাফিজুর রহমান, সাতক্ষীরার বাড়ি থেকে কয়েক শ কিলোমিটার দূর থেকে ফোন দেননি শুধু ক্রিকেট নিয়ে কথা বলতে। তিনি জানতে চান আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, 'পায়রাগুলো ভালো আছে তো! বৃষ্টি নাকি হচ্ছে খুব? ঝড়ও নাকি হবে? সাত নম্বর না কী যেন বিপৎসংকেত দিয়েছে। পায়রাগুলোর ক্ষতি হবে না তো!' পল্টু ভাই আশ্বস্ত করেন, 'চিন্তা করিস নে। আমি যত্ন নেচ্ছি।' মুস্তাফিজের দুশ্চিন্তা বুঝি তাতেও কাটে না। ভাইকে অনুরোধ করেন, 'ভাই, দেইখে রাইখো।'

পল্টু আদরের ডাক। বাইরের সবাই অবশ্য মোখলেছুর রহমান নামেই চেনে তাঁকে। যে ভাইয়ের মোটরসাইকেলে চড়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল মুস্তাফিজের, সাতক্ষীরার তেঁতুলিয়া থেকে কালীগঞ্জের ব্রিজগামী সেই সরু পথ ধরেই আজ মুস্তাফিজুর রহমানের বিশ্বযাত্রা। এরই মধ্যে ক্রিকেট বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন। একদমই পরিবর্তন আসেনি, আগের মতোই আছেন—এমনটা বলা মিথ্যাই হবে। কিছু কিছু তো বদলাচ্ছেই। তবে মায়ের কাছে মুস্তাফিজ সেই আগের ছোট্টটিই আছেন, বাড়ির সবার ছোট, সবচেয়ে আদুরে। একটুতেই অভিমানে গাল ফোলানো ছোট্টটি। যে বাড়িতে, মায়ের কোলে ছুটে আসার জন্য ব্যাকুল। শহুরে চাকচিক্য নয়, তাঁকে টানে সবুজ গ্রাম। পুকুরে দাপাদাপি, আর মাছ শিকার।

মুস্তাফিজের দুটি ভীষণ শখেরই খবর দিলেন মোখলেছুর রহমান। মাছ ধরা আর পায়রা পোষা। মুস্তাফিজের পায়রার শখ হয়েছিল বছর চারেক আগে। যে বছর খুলনার বয়সভিত্তিক দলের ট্রায়াল দিয়েই জীবনের মোড় ঘুরে গেল তাঁর। সেবারই গোটা চারেক পায়রা দিয়ে শুরু করেছিলেন। সেখান থেকে বাড়তে বাড়তে একসময় ৭০-৭৫টা পায়রাও হয়ে গিয়েছিল। এখন অবশ্য আছে ৪৫টির মতো।

নতুন দোতলা বাড়ির ছাদে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘর। সেখানেই ছোট্ট খোট্ট খাঁচা আর খোপে থাকে পায়রাগুলো। প্রায় সব পায়রাই দেশি। কিছু আছে বিদেশি জাতের। এর মধ্যে চোখ কাড়ল লাক্ষা প্রজাতির পায়রাগুলো। কী সুন্দর ময়ূরের মতো ছড়ানো লেজ। গোররা প্রজাতির পায়রা আছে। স্থানীয় ভাষায় চেক আর পারভিন বলে দুই জাতের পায়রাও আছে।

আগে আরেকটা ঘরে রাখা হতো কবুতরগুলো। পরে ওদের সংসার বড় হয়েছে। মুস্তাফিজদেরও দোতলা বাড়িটা উঠে গেছে। এখন তারাও পেয়েছে নতুন ঘর। পায়রা পোষার সবচেয়ে বড় যেটা সুবিধা, সেটাই নাকি অসুবিধাও। মোখলেছুর বললেন, 'অনেক সময় আমাদের কবুতর উড়ে গিয়ে অন্য বাড়িতে যায়। অন্য কবুতর আবার আমাদের বাড়িতেও আসে। কবুতর তো আর মুরগি না, যেয়ে বলবেন, আমাদের কবুতর ফেরত দেন। যার বাড়িতে থাকে, কবুতর তার। তবে ওরাও আদর বোঝে। যত্ন করলে বাড়ি ছাড়বে না। তবু চলে যায় একটা-দুটো।'

এটা মুস্তাফিজেরও দুশ্চিন্তা। চলে গেল না তো! এর জন্যই বারবার খোঁজ নেওয়া। কবুতর তাঁর এমনই প্রিয়, একবার বিকেএসপিতে খেলতে গিয়ে দেখেন, সেখানে গাছে গাছে কবুতরের বাসা। পল্টু ভাইয়ের দৃষ্টিও আকর্ষণ করলেন। সেজো ভাই বুঝিয়ে দিলেন, এগুলো পোষা কবুতর নয়। নিজেরাই গাছে গাছে বাসা বানিয়ে থাকে।

আইপিএল খেলতে গিয়ে এবার একটা হোটেলে গিয়ে মুস্তাফিজ দেখেন, অনেক কবুতর! পাঁচ তারকা হোটেলে এই জিনিস দেখবেন, আশাই করেননি। আর কবুতরগুলোও নাকি মানুষ ভয় পায় না। কী সুন্দর ঘুরে বেড়ায়। ওদের রাখার জন্য টবের মতো পাত্রও নাকি সাজিয়ে রাখা আছে হোটেলে।

আইপিএল খেলতে গিয়ে শহর থেকে শহরে ঘুরছেন। ভারতের বড় বড় শহর আর অট্টালিকা দেখা হচ্ছে। নানা দর্শনীয় স্থানও। কিন্তু মুস্তাফিজের কাছে জানতে চাইলে হয়তো এখন পর্যন্ত দেখা সবচেয়ে প্রিয় দৃশ্যের মধ্যে এই কবুতরের কথাই বলবেন!

কবুতর পোষা মুস্তাফিজুর রহমানের শখ। ছবি : শামসুল হক

পায়রার ঘরে মোখলেছুর রহমান, এদের দেখেশুনে রাখার দায়িত্বও এখন তাঁর।
ছবি : সাহাদাত পারভেজ

গুণীজন কহেন

আশা হচ্ছে ঘুম ভাঙানিয়া স্বপ্নের মতো।
অ্যারিস্টটল (গ্রিক দার্শনিক)

নীরস সিনেমা নিয়ে আমার খুব বেশি সমস্যা নেই, সমস্যা হলো যারা এই নীরস সিনেমাগুলো দেখে। তাদের এড়িয়ে যাওয়া অনেক কঠিন কাজ।
রজার জোসেফ এবার্ট (১৯৪২-২০১৩)
মার্কিন লেখক

হারিয়ে যাওয়া সময় কখনোই আর ফিরে পাওয়া যায় না
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (মার্কিন রাজনীতিক)

ব্যয় করার মতো মানুষের হাতে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হচ্ছে সময়
থিওফ্রেটাস (গ্রিক দার্শনিক)

শব্দভেদ

১		২	৩		৪	৫	
		৬		৭		৮	
৯				১০			
		১১				১২	১৩
১৪	১৫				১৬		
১৭				১৮			
			১৯		২০		
২১							

বাঁ থেকে ডানে
১. বহুমূল্য প্রস্তরাদি। ৪. শীতকালের একটি মাস। ৬. বহুলোকের সমাবেশ। ৮. ঘুম। ৯. লজ্জাপ্রাপ্ত। ১০. সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ১১. আসর। ১২. টাটকা। ১৪. প্রস্থান। ১৭. কমলালেবুর বর্ণযুক্ত। ১৮. ভয়ংকর সরীসৃপ প্রাণীবিশেষ। ২০. হেতু। ২১. ধনভান্ডার।

ওপর থেকে নিচে
১. দুর্বোধ্য। ২. ২৫ বছর পূর্তি উৎসব। ৩. কূল। ৫. সম্পর্কের নিবিড়তা। ৭. লোলুপতা। ১৩. জাগ্রত অবস্থা। ১৪. বিবাহ করেছেন এমন। ১৫. চাকর। ১৬. অনিষ্ট। ১৯. রাজনৈতিক সম্প্রদায়।

তৈরি করেছেন : **মেসবাহ খান,** রাজপাট, মাগুরা।

গত সংখ্যার সমাধান

ম	রী	চি	কা		আ	ন	ন্দ
ম	তি		ছা	য়া	প	থ	
তা		কে	কা		দ		গ
জ	মি		ছি	পি		আ	দি
	হি	ম		তা	র	কা	
ব	র	ই		ম		র	ব
ং			ব	হ	তা		দ
শ	তা	ং	শ		মা	দ	ল

বেসিক আলী
শাহরিয়ার

আপনার রাশি
কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা—২ ও ৫। শুভ রত্ন—শ্বেত পোখরাজ ও ক্যাটস আই। শুভ রং—আকাশি, কমলা ও চকলেট। এবার জেনে নেওয়া যাক বারোটি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস :

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এ সপ্তাহে উপার্জনের নতুন মাধ্যম খুঁজে পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)
ব্যবসায়িক লেনদেনে আপনার স্বার্থ অক্ষুণ2 থাকবে। শিক্ষার্থীদের কারও কারও এ সপ্তাহেই বিদেশে অধ্যয়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হতে পারে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

মিথুন (২২ মে-২১ জুন)
বিদেশযাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে ইতিবাচক কিছু ঘটতে পারে। এ সপ্তাহে দূরে কোথাও ভ্রমণে যেতে পারেন।

কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)
ব্যবসায়িক লেনদেনে আপনার স্বার্থ অক্ষুণ2 থাকবে। পাওনা আদায়ে তৎপর হোন। এ সপ্তাহে বাড়িতে বিশিষ্ট মেহমানের আগমন ঘটতে পারে। সৃজনশীল কাজের জন্য সম্মাননা পেতে পারেন।

সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ব্যবসায়ের অংশীদার হওয়ার প্রস্তাব পেতে পারেন। পাওনা আদায়ের জন্য সপ্তাহের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
ব্যবসায়িক যোগাযোগ শুভ। আপনি একজন অভিনয়শিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে নতুন অভিনয়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। প্রেমের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পাবেন।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ আশার সঞ্চার করবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে কারও কারও বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাবতীয় কেনাকাটায় লাভবান হবেন। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বিদেশেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবেন। মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো উচিত হবে না। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে।

ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
কর্মস্থলে চুক্তিপত্রের শর্ত নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। প্রেমবিষয়ক জটিলতার অবসান হতে পারে।

মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
পেশাজীবীদের কারও কারও পসার বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
ব্যবসায়িক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে এ সপ্তাহেই উদ্যোগ নিন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনের জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে একাধিক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব পেতে পারেন। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন। দূরের যাত্রা শুভ।

জোছনা ও জননীর গল্প

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস

হুমায়ূন আহমেদ

পর্ব : ১৩

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শাহেদের বিখ্যাত লোকের নামটা মনে পড়ল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন।
নাইমুলের ঘরের দরজা বন্ধ। কড়ায় ঝাঁকুনি দিতেই নাইমুল বলল, দরজা খোলা আছে। জোরে ধাক্কা দিলেই খুলবে। ভেতরে চলে আয়।
ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শাহেদ বলল, আমি কড়া নাড়ছি বুঝলি কী করে? তুই তুই করছিলি। অন্য কেউ তো হতে পারত।
নাইমুল বলল, অনুমানে বলেছি। সাত-আট দিন পর পর তোর দেখা পাওয়া যায়। আজ নাইনথ ডে।
নাইমুল খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বিছানায় শুয়ে আছে। তার মুখের উপর মোটা একটা বই ধরা। সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী'। ঘর খুবই ছোট। কোনোমতে একটা খাট এবং একটা চেয়ার-টেবিল এঁটেছে। ঘরে একটা আলনা আছে, সেই আলনা বসানো আছে খাটের মাথায়। সেই কারণে খাট ছোট হয়ে গেছে। নাইমুলের মতো লম্বা মানুষ পা মেলে ঘুমুতে পারে না, তাকে পা খানিকটা গুটিয়ে রাখতে হয়। তবে ঘরের সিলিং অনেক উঁচুতে। সেই উঁচু সিলিয় থেকে লম্বা রডের মাথায় ফ্যান ঘুরছে। নাইমুল বই থেকে চোখ না সরিয়ে বলল— কোনো কতা না। স্ট্রেইট বাথরুমে চলে যা। বালতিতে পানি তোলা আছে। সাবান আছে, গামচা আছে, একটা লুঙ্গিও আছে। আরাম করে গোসল কর। তারপর কথা হবে।
শাহেদ বলল, বাসায় গিয়ে গোসল করব।
যা বলছি শোন। তোর ঘামে ভেজা শরীর দেখে আমারই অস্বস্তি লাগছে।
শাহেদ বাথরুমে ঢুকে পড়ল। গায়ে পানি ঢালার পর তার মনে হলো, দীর্ঘ একত্রিশ বছর জীবনে সে এত আরামের গোসল কোনো দিনও করেনি।
নাইমুল বলল, এই গাধা, গোসল করে আরাম পাচ্ছিস?
শাহেদ বলল, পাচ্ছি।
নাইমুল বলল, দুই বালতি পানি আছে। প্রথম বালতি পানি গায়ে ঢেলে শরীর ঠাণ্ডা কর। শরীর পুরোপুরি ঠাণ্ডা হবার পর গায়ে সাবান মাখবি। তাড়াহুড়ার কিছু নেই, ধীরে সুস্থে সাবান মাখ। তারপর সেকেন্ড বালতি। দুপুরে কি আমার এখানে খাবি?
খেতে পারি।
তাহলে তোকে আজ ইলিশ মাছের ডিম খাওয়াব। এই ডিম খাওয়ার পর পৃথিবীর কোনো খাবার তোর মুখে রুচবে না।
ডিম কে রাঁধছে?
গনি মিয়া বাবুর্চি। হোটেলে বলা আছে। খাওয়া যথাসময়ে চলে আসবে। হড়বড় করে পানি ঢালছিস কেন? আস্তে আস্তে ঢাল। শরীর আরাম পাক।
শাহেদ গায়ে পানি ঢালছে। আরামে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা করছে বাথরুমের ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমায়। সে ঘুমাবে কেউ একজন গায়ে পানি ঢালবে। নাইমুলের গলা শোনা গেল— শাহেদ, তোকে বলা হয়নি। আমি বিয়ে করছি।
শাহেদ বলল, সে কী!
নাইমুল বলল, চমকে উঠলি কেন? আমি চিরকুমার থাকব— এরকম তো কখনো বলিনি।
মেয়ে দেখা হয়েছে?
হুঁ। চামকা টাইপ চেহারা।
বলিস কী! মেয়েও ঠিক হয়ে গেছে? আমরা কিছুই জানলাম না।
বিয়ে করব আমি, তোদের জানার দরকার কী?
বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে?
হ্যাঁ।
কবে?
আজ।
ঠাট্টা করছিস?
আমি জীবনে কখনো কারো সঙ্গে ঠাট্টা করেছি— এরকম উদাহরণ আছে?
বিয়ে কখন?
রাতে। কাজি ডাকিয়ে বিয়ে। কবুল কবুল কবুল— ঝামেলা শেষ।
শাহেদ গায়ে পানি ঢালা বন্ধ করার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাইমুল। আজ রাতে তার বিয়ে— এই খবরটা জানানোর প্রয়োজনও সে বোধ করেনি। নাইমুল সবসময় এরকম। সে কি আসলেই একরম, না-কি এটা তার এক ধরনের 'শো'? সবাইকে জানানো— তোমরা আমাকে দেখ, আমি নাইমুল, আমি জীবনে কখনো কোনো পরীক্ষায় সেকেন্ড হইনি। আমি তোমাদের মতো না। আমি আলাদা।
শাহেদ!
বল।
মেয়ের নাম মরিয়ম। আমি ঠিক করেছি শর্ট করে তাকে ডাকব মরি।
ভালো তো।
আমার শ্বশুরসাহেব পুলিশের লোক। তার নাম মোবারক হোসেন।
তুই কি সত্যিই আজ বিয়ে করছিস?
হ্যাঁ। আজ বিয়ে করাটাই আমার জন্যে সুবিধা। আজ বিশেষ দিন। ৭ই মার্চ। শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। এক সময় এই দিনটি আমাদের জাতীয় দিবস হয়ে যাবে। সরকারি ছুটি থাকবে। আমি আমার ম্যারেজ ডে কখনো বুলব না। ভালো কথা, তুই কি শেখ সাহেবের ভাষণ শুনতে যাচি?
হ্যাঁ।
কী দরকার? রেডিওতে প্রচার হবে, রেডিও শোন। ক্রিকেট খেলা এবং ভাষণ— এইসব রেডিওতে শোনা ভালো।
শাহেদ বাথরুম থেকে বের হলো। নাইমুলের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, গোসল করে আরাম পেয়েছি।
নাইমুল মুখের উপর ধরে রাখা বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, আরাম পাবি জানতাম।
শাহেদ বলল, আমি এখন যাচ্ছি।
নাইমুল বিস্মিত গলায় বলল, যাচ্ছিমানে কী?
যাচ্ছি মানে যাচ্ছি।
বাত খানি না?
না।
তুই কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস না-কি?
রাগ করব কেন? রাগ করার মতো তুই তো কিছু করিসনি।
এই যে তোকে কোনো খবর না দিয়ে বিয়ে করে ফেলছি। আসলে বিয়ের মতো পার্সোনাল কোনো ব্যাপার নিয়ে আমি ঢাক পিটাতে চাই না। এমন তো না যে তুই আমার স্বভাব জানিস না।
শাহেদ কিছু না বলে দরজার দিকে এগুচ্ছে। নাইমুল বলল, সাতটার আগে চলে আসিস, বরযাত্রী যাবি। ধীরেন স্যারের কাছে যাব। উনাকেও বলব, বরযাত্রী যেতে। আমার ধারণা স্যারকে বললেই তিনি যাবেন। তোর কী ধারণা?
শাহেদ জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সে আহত এবং অপমানিত বোধ করছে। নাইমুল তাকে খবর না দিয়ে বিয়ে করে ফেলছে? শাহেদের গা জ্বালা করছে।

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

শাহেদ রেসকোর্সের দিকে এগুচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্সের ময়দানে ভাষণ দেবেন। তিনি কী বলেন তা শোনা অতি জরুরি। ঘরে বসেও শোনা যেত, রেডিওতে ভাষণ প্রচার করা হবে। তবে কিছুই বলা যায় না। হঠাৎ হয়তো ভাষণ বন্ধ করে ইয়াহিয়া খান রাস্তায় মিলিটারি নামিয়ে দেবে। সেই প্রস্তুতি তাদের নেওয়া আছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বদল হয়েছে। ভাইস এডমিরাল এস এম আহসানের বদলে নতুন গভর্নর হয়ে এসেছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। টিক্কা খান, মানটাই তো ভয়াবহ। ইয়াহিয়া তাকে শুধু শুধু নিয়ে আসছে না। তার মাথায় অন্য পরিকল্পনা। যেকোনো দিন এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হবে। কী ভয়ঙ্কর যে হবে সেই দিন কে জানে! ডুমস ডে। দেশের বেশিরভাগ মানুষ ডুমস ডের ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। তারা কল্পনা করছে স্বাধীন দেশে বাস করছে। স্বাধীনতা এত সস্তা না।
রেকসোর্সের ময়দানে মানুষের স্রোত নেমেছে। তারা চুপচাপ চলে আসছে তা না। স্লোগান দিতে দিতে এগুচ্ছে— 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশে স্বাধীন করো।' 'ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' 'পরিষদ না রাজপথ— রাজপথ, রাজপথ।' 'তোমার আমার ঠিকানা—পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।' ঢাকায় যত মানুষ ছিল সবাই বোধহয় চলে এসেছে। লাখ লাখ মানুষ। যেদিকে চোখ যায় শুধু মানুষের মাথা। অনেকে আবার বাচ্চাকাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ঘোমটা দেওয়া বৌরাও আছে। তারা চোখ বড় বড় করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বাবার ঘাড়ে বসে একটা বাচ্চা মেয়ে ট্যা ট্যা করে কাঁদছে। মেয়েটার মাথায় চুল বেণি করা। বেণির মাথায় লাল ফিতা বাঁধা। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটা মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর তার বেণি নাড়ছে। সুন্দর লাগছে দেখতে। শাহেদ মুগ্ধ চোখে মেয়েটির বেণি নাড়ানো দেখল। তার মনে হলো রুনিকে নিয়ে এল হতো। তাকে ঘাড়ে বসিয়ে মানুষের সমুদ্রের এই অসাধারণ দৃশ্য দেকানো যেত। এই দৃশ্য দেখাও এক পরম সৌভাগ্য। পৃথিবীর কোথাও কি এত মানুষ কখনো একত্রিত হয়েছে?
ভাষণ শুরু হওয়ার আগে আগে দুটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল। মানুষের সমুদ্রে একটা ঢেউ উঠল। চাপা আতঙ্কের ঢেউ। শাহেদের পাশে বুড়োমতো এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা ছাতা। ছাতাটাকে লাটির মতো বাগিয়ে ধরে আছে সে, যেন এক্ষুণি যুদ্ধ শুরু হবে। সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে ছাতা হাতে। বুড়ো শাহেদের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, আইজ শেখসাব স্বাধীন ডিক্লার দিব। বলেই সে তু করে পানের পিক ফেলল। সেই পিক পড়ল শাহেদের প্যান্টে। সাদা প্যান্টে লাল পানের পিক, মনে হচ্ছে রক্ত লেগে গেছে। শাহেদ কঠিন কিছু কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ভাষণ শুরু হয়ে গেল। চারদিকে ভয়াবহ নীরবতা, লাখ লাখ মানুষ নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। তারা তাদের মহান নেতার প্রতিটি শব্দ শুনতে চায়। কোনো কিছুই যেন বাদ না পড়ে।
মাঝে মাঝে শেখ মুজিব দম নেবার জন্যে থামছেন আর তখনই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠছে— 'জয় বাংলা!' 'জয় বাংলা!'
বঙ্গবন্ধু শেখ শুজিবুর রহমানের ভরাট গলা ভেসে আসছে। মাথার উপরে চিলের মতো উড়ছে হেলিকপ্টার। শাহেদ ভাষণ শুনছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। আজই ঘটে যাবে না তো? হয়তো আজই ফেলে দিল হেলিকপ্টার থেকে কিছু বোমা।
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বুঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলব।...
হেলিকপ্টার বড় যন্ত্রণা করছে। এরা কী চাচ্ছে? বাচ্চা মেয়েটা কাঁদতে শুরু করেছে। মনে হয় সে ভয় পাচ্ছে।
ভাষণ শেষ হবার পর শাহেদ কি ফিরে যাবে বন্ধুর কাছে? আজ তার বিয়ে। সেই বিয়েতে শাহেদ অবশ্যই অনুপস্থিত থাকতে পারে না। তার উপর রাগ হচ্ছে। রাগ চাপা থাক। রাগ দেখানোর সময় আরো পাওয়া যাবে। এ-কী, সে ভাষণ না শুনে মনে মনে কী সব ভাবছে? নেতার প্রতিটি কথা খুব মন দিয়ে শুনতে হবে। এই ভাষণে অনেক সাংকেতিক নির্দেশও থাকতে পারে।
সৈন্যরা তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন রক্ত দিতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।
শাহেদ গভীর মনোযোগে বক্তৃতা শোনার চেষ্টা করছে। অতিরিক্ত মনোযোগের কিছু সমস্যা আছে— মাঝে-মাঝে সব আবচ্ছা হয়ে যায়। মানুষের মস্তিষ্ক এত মনোযোগ নিতে পারে না। সে কিছু সময়ের জন্যে বিশ্রাম নেয়।
অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল। কোমের ধুতি পেঁচানো খালি গায়ের যে মানুষটি দরজা খুললেন— তাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের প্রফেসর এখন অবসর জীবনযাপন করছেন। সময় কাটছে বই পড়ে। সকালে নাশতা খেয়ে তিনি বই পড়া শুরু করেন। দুপুরের খাবারের পর কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমুতে যান। ঘুম ভাঙার পর আবার বই পড়া শুরু হয়। শেষ হয় রাতে ঘুমুতে যাবার সময়। তাঁর অবসর জীবন বড়াই আনন্দে কাটছে।
নাইমুল নিচু হয়ে তার অতি পছন্দের মানুষের পা ছুঁয়ে কদমুবুসি করতে করতে বলল, স্যার কি ঘুমাচ্ছিলেন? ঘুম থেকে তুললাম?
ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী আসলেই ঘুমুচ্ছিলেন। এই কথা শুনলে ছাত্র যদি অস্বস্তি বোধ করে সে কারণেই তিনি হাসিমুখে অবলীলায় মিথ্যা বললেন, আরে না। এই সময় কেউ ঘুমায় না-কি?
নাইমুল বলল, স্যার আমাকে চিনতে পেরেছেন?
আরে চিনব না কেন? অবশ্যই চিনেছি। আসো, ভিতরে আসো। তুমি আছ কেমন, ভালো?
নাইমুল বলল, স্যার আজও যদি আমাকে চিনতে না পারেন, তাহলে ঘরে ঢুকব না। এর আগে যে কয়বার এসেছি, কোনোবারই আপনি আমাকে চিনতে পারেননি অথচ ভাব করেছেন যে চিনে ফেলেছেন।
অবশ্যই চিনেছি।
তাহলে আপনি আমার নাম বলুন।
দাঁড়াও, চশমাটা পরে আসি। চমশা ছাড়া দূরের জিনিস কিছুই দেখি না।
নাইমুল হাসিমুখে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী শোবার ঘর থেকে চশমা পরে এলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ নাইমুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নাম শাহেদ। হয়েছে?
নাইমুল ঘরে ঢুতকে ঢুকতে বলল, ফিফটি পারসেন্ট কারেক্ট হয়েছে স্যার।
তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, ফিফটি পারসেন্ট কীভাবে কারেক্ট হবে?
আমার নাম নাইমুল। আপনি শাহেদের নাম বলেছেন। শাহেদ আমার বন্ধু। তাকে নিয়ে আপনার কাছে তিন-চারবার এসেছি। আপনি শাহেদের নাম মনে রেখেছেন। অথচ সে আপনার ছাত্র না। আমি আপনার ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট।
শাহেদ আছে কেমন?
ভালো আছে।
তাকে আনলে না কেন? তোমার একা আসা উচিত হয়নি। তাকে সঙ্গে করে আনা উচিত ছিল।
নাইমুল বলল, তাকে আনা উচিত ছিল কেন স্যার?
ধীরন্দ্রেনাথ রায় চৌধুরী তাঁর ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন। ছাত্ররা মাঝে-মাঝে তাকে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে।
নাইমুল, চা খাবে?
খাব।
যাও, রান্নাঘরে চলে যাও। পানি গরমে দাও। চায়ের সঙ্গে আজ তোমাকে অসাধারণ একটা জিনিস খাওয়াব। তিলের নাড়ু। তুমি কতক্ষণ থাকবে এখানে?
ঘণ্টাখানিক। আমি সাতটার সময় চলে যাব।
ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা নেই।
আমি আপনার কাছে বিশেষ একটা কাজে এসেছি স্যার।
কী কাজ?

ক্রমশ

রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে...

মোস্তফা মনোয়ার

বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবলাম, বৃষ্টি নিয়ে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিই। গুগলে দু-একটা কবিতাও খুঁজতে শুরু করলাম। যেই না স্ট্যাটাস টাইপ করতে যাব, অমনি বাঁ কাঁধের পেছন থেকে কেউ বলে উঠল, 'হিপোক্র্যাট! সবাই হিপোক্র্যাট!'

'কে! কে কথা বলছে?' ভীষণ আঁতকে উঠেছি, ফলে আপনাআপনি প্রশ্নটা বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

: বেশ তো! আমাকে এখন আর চিনবেন কেন! আমি রোদ।

: মানে? কোন রোদ? কিসের রোদ?

: এখন কি আর আমাকে চিনবেন! চমৎকার বৃষ্টি পড়ছে, সবকিছু ভুলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। বৃষ্টিকে নিয়ে এখন রোমান্টিক স্ট্যাটাস দেবেন আপনারা। চেনা হয়ে গেছে আপনাদের। আপনারা সব হিপোক্র্যাট! রাস্তাঘাট যখন পানিতে তলিয়ে যাবে, তখন আমাকে আবার মনে পড়বে। যখন এক ফালি রোদের আশায় কাঁদবেন, তখন চিনবেন আমাকে; এখন না।

রোদ কথা বলছে, এটা ঠিক মেনে নিতে না পারলেও জবাবে বললাম, 'হিপোক্র্যাট কেন হতে যাব আমরা!'

: হিপোক্র্যাট নয়তো কী? ঢাকা শহরের মেয়র পারলে এখন রাস্তাঘাট শুকনো রাখুক দেখি। এই যে আমি রাস্তাঘাট সব শুকনো রাখি। আমার জন্য পরিষ্কার আকাশটা দেখেন। আর বৃষ্টি পড়লেই খুশিতে আপনারা বাকবাকুম! বৃষ্টিকে নিয়ে স্ট্যাটাসও রচনা হচ্ছে দেদার। এটা হিপোক্রেসি নয়তো কী? কই, আমাকে নিয়ে তো এক-আধ দিন এক আধখানা স্ট্যাটাসও দিতে দেখলাম না!'

: ও আচ্ছা, এই কথা! টেনশন করবেন না, আপনাকে নিয়ে এখনই একটা স্ট্যাটাস লিখছি।'

এবার যেন রোদের মনটা গলল! নরম গলায় বলল, 'স্ট্যাটাসে বৃষ্টির অপকারিতা নিয়ে লিখতে ভুলবেন না যেন।'

'আসলেই! বৃষ্টিটা বড় জ্বালাচ্ছে!' এই বলে আমি যখনই বৃষ্টির অপকারিতা আর রোদের উপকারিতা নিয়ে একটা স্ট্যাটাস লিখতে গেলাম, তখনই দেখি ডান কাঁধের পেছন থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করল। আর ভেসে এল আরেকটা কণ্ঠ, 'বাহ্! আমার অপকারিতা নিয়ে স্ট্যাটাস দেওয়া হচ্ছে দেখি! হিপোক্রেসি অ্যান্ড ইটস বেস্ট!'

আমি এবার আগের তুলনায় কম অবাক। ফলে বেশ খানিকটা শান্ত স্বরে জানতে চাইলাম, 'কে আপনি? ওহ্, বৃষ্টি? আপনি আবার হিপোক্রেসি হিপোক্রেসি শুরু করলেন কেন?'

: করব না? যখন রোদ উঠবে, গরমে অতিষ্ঠ হবেন, আমার জন্য কান্নাকাটি করবেন। আর এখন আমি এলাম, তা আপনার সহ্য হচ্ছে না! রোদে জ্বলেপুড়ে মরতে বেশ ভালো লাগত, তাই না? স্ট্যাটাস দেবেন রোদ নিয়ে! বেশ, দিন তাহলে। কিন্তু এরপরের বার আমাকে ডাকার আগে মনে থাকে যেন ব্যাপারটা!

এবার আর উত্তর দিতে হলো না। বাঁ পাশ থেকে বাংলা সিনেমার স্টাইলে হুংকার দিলেন স্বয়ং রোদ, 'উপকার! এর নাম উপকার? পানিতে শহর-বন্দর-গ্রাম—সব ভাসিয়ে নিয়ে তিনি এসেছেন উপকার করতে! নালা-নর্দমার পানিতে সব ভেসে যাচ্ছে, মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারছে না, এর নাম উপকার? এই উপকারের আমি নিকুচি করি! দেখুন, ওর কথা শুনবেন না, যত্ত সব ফালতু! দেশের মানুষের মাথা এরাই খেল, আপনি আমাকে নিয়ে স্ট্যাটাস দিন। বেশ তো ঘটা করে বৈশাখ বরণ করেন, এখন আবার রোদ সহ্য হবে না কেন?'

: হায় হায় রে! রোদ বলছে উপকারের কথা! এ-ও শুনতে হলো! রোদের জ্বালায় কি মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারে? ঘামের দুর্গন্ধ তো রাস্তার ডাস্টবিনের চেয়েও ভয়াবহ! আপনি আমার কোন ঘণ্টার উপকারটা করেন, শুনি? আর আমার কেবল দুর্বল দিকগুলোই দেখলেন তো? দেখবেনই তো, আপনার যে রুচিই খারাপ। আমার কারণে কত মানুষ কবি হয়, কত ফুল ফুটে, মাঠে ফসল ফলে, সে হিসাব আছে? এমন কোনো কবি আছে, যিনি আমাকে নিয়ে কবিতা লেখেননি? দেশ ও দশের উপকারে কোন দিনটায় আমি এগিয়ে আসিনি? যখনই আপনার জ্বালায় দেশবাসী অতিষ্ঠ ছিল, তখনই আমি এগিয়ে এসেছি সবার উপকারে। স্ট্যাটাস আমাকে নিয়েই তো দেবে, আপনাকে নিয়ে কেন!

: সব ট্র্যাজেডি! আসলে কেউ বুঝতেই পারল না, উপকার কী আর অপকার কী! দিনকে দিন মানুষের প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান তো লাটে উঠছে! জ্ঞানবিজ্ঞানে এরা যত উন্নত হচ্ছে, ততই যেন এদের বুদ্ধি কমছে! বৃষ্টিতে দুনিয়াদারি সব ভেসে যায়, আর এরা খুশি হয়ে স্ট্যাটাস দেয় মজার মজার! এর চেয়ে প্যাথেটিক ব্যাপার কী হতে পারে! না হলে যে রোয়ানুর মতো মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে এমন হামলা করল সে এলে কিনা মানুষ মহানন্দে খিচুড়ি রেঁধে খায়! সামওয়ান খিল মি প্লিজ!

: ইংরেজি কপচাবেন না, একদম ইংরেজি কপচাবেন না বলে দিচ্ছি। ট্র্যাজেডি হচ্ছেন আপনি, আমার কারণে তরুণ-তরুণী বৃষ্টিতে ভিজে প্রেম করে, আর আপনার জন্য ঘর থেকে বেরোনোর জো নেই। প্যাথেটিক তো আপনি...!

এভাবে চলতেই থাকল, চলতেই থাকল। একদিকে রোদ আরেকদিকে বৃষ্টি, আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি। ওদিকে আবার খেঁকশিয়ালটা দেখলাম ফেসবুকে লাইফ ইভেন্ট খুলল, 'গেটিং ম্যারিড!' চিৎকার করে উঠলাম আমি, 'থামুন, আপনারা থামুন! আপনাদের জাহির করতে হবে না, কে ভালো, কে খারাপ। আর আমার স্ট্যাটাস আমি দেব, যাকে নিয়ে খুশি তাকে নিয়ে দেব।' ধমকিটা মনে হয় কাজে দিল। রোদ-বৃষ্টি দুজনেই চুপ মেরে গেল। আমি একটা স্ট্যাটাস লিখতে শুরু করলাম, 'রোদ হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে/
খেঁকশিয়ালের বিয়ে
হচ্ছে...'

আঁকা : **ষুভ**

ফলেরা যদি লিখতে পারত

বিভিন্ন যানবাহনের গায়ে নানা রকম বাণী লেখা থাকে। সেই বাণীগুলো যদি গ্রীষ্মের ফলেরা লিখত, তাহলে কেমন হতো? চলুন দেখে নেওয়া যাক।

লেখা : **আবদুল্লাহ মামুর**

মানুষের বাণী : গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।
ফলের বাণী : কেমিক্যাল তাড়ান, ফল বাঁচান!

মানুষের বাণী : আমি ছোট, আমাকে মারবেন না!
ফলের বাণী : আমি কচি, আমাকে অকালে পাকাবেন না!

মানুষের বাণী : দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়।
ফলের বাণী : কীটনাশক বেশি নয়, কেমিক্যাল না দিলে ভালো হয়।

মানুষের বাণী : ১০০ হাত দূরে থাকুন।
ফলের বাণী : কেমিক্যাল থেকে ১০০ হাত দূরে রাখুন।

মানুষের বাণী : সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য বেশি।
ফলের বাণী : কেমিক্যালের চেয়ে ফলের মূল্য বেশি।

মানুষের বাণী : আপনার সন্তানকে স্কুলে পাঠান।
ফলের বাণী : আপনার ফলকে সাধু ব্যবসায়ীর কাছে পাঠান।

সঠিকভাবে ঘরোয়া রূপচর্চা সব সময়ই উপকারী

বয়স বুঝে ত্বকের যত্ন

রোদ যেন ত্বকের ক্ষতি না করে। মডেল : নন্দিনী, পোশাক : জেন্টেল পার্ক ও নগরদোলা, কৃতজ্ঞতা : হারমনি স্পা, ছবি : প্রথম আলো

বিপাশা রায়

সুস্থ সুন্দর ত্বক তো সবাই চায়। এ জন্য পরিচর্যা চাই নিয়মিত। এখন তো দেখা যায়, এই গরম আর হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি। ঋতু বদলের এই প্রভাবটা পড়ে ত্বকেও। এ সময় ত্বকের ধরন ও বয়স বুঝে কেমন হবে যত্ন সে বিষয়ে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

একেক বয়সে ত্বকে একেক রকম সমস্যা দেখা দেয়, জানালেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ মাসুদা খাতুন। যেমন যাদের এখন কৈশোর চলছে, তাদের ত্বক যদি তৈলাক্ত হয় সে ক্ষেত্রে ব্রণের সমস্যা হতে পারে। গরমের কারণে এই সময়ে গ্ল্যান্ডের নিঃসরণ বাড়ে। যে কারণে তৈলাক্ত ত্বক আরও তৈলাক্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও ছত্রাকের সংক্রমণ (ফাঙ্গাল ইনফেকশন) আর ঘামাচি সব বয়সী ত্বকের জন্যই সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গরমে খুব বেশি ঘামলে ত্বকে এই ছত্রাকের সংক্রমণ হয়। গরমের কারণে ঘামাচিও হয়ে থাকে। এসব থেকে পরিত্রাণ পেতে ত্বক সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

আয়ুর্বেদ রূপ বিশেষজ্ঞ রাহিমা সুলতানা জানালেন, যেকোনো সমস্যার সমাধানে বয়সভেদে এবং ত্বকের ধরন অনুযায়ী যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে ত্বকের ধরন সাধারণত স্বাভাবিক, শুষ্ক, মিশ্র, তৈলাক্ত ও সংবেদনশীল। তবে ত্বকের ধরনটা যা-ই হোক না কেন, প্রসাধনীর চেয়ে আয়ুর্বেদিক রূপচর্চা ত্বকের জন্য ভালো বলে জানালেন এই দুই বিশেষজ্ঞ। ঘরে বসেই কীভাবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক পাবেন সেই বিষয়ে জানালেন রাহিমা সুলতানা।

কিশোর বয়সে ত্বকের যত্ন

এই বয়সে ত্বকের প্রধান সমস্যা ব্রণ। স্বাভাবিক ত্বকের জন্য সপ্তাহে এক দিন ১ টেবিল চামচ চালের গুঁড়া, পরিমাণমতো তরল দুধ, আধা চা-চামচ মধু এবং গাজরের রস মিশিয়ে হালকা স্ক্রাবিং করা যেতে পারে। এরপর মুখ ধুয়ে ভালো করে ময়েশ্চারাইজার মেখে নিলেই চলবে। যাদের তৈলাক্ত ত্বক, তারা মেথি, লাল আটা এবং শশার রস দিয়ে বানানো প্যাক ১০ মিনিট লাগিয়ে ধুয়ে ফেলবে। স্পর্শকাতর ত্বকের জন্য টক দই এবং শশার রস মিশিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। তবে এ বয়সে ত্বকের যত্নে খুব বেশি রূপচর্চা না করাই ভালো।

তরুণ ত্বকের যত্ন

প্রকৃতিগতভাবেই আমাদের ত্বকে মেলানিন বেশি থাকার কারণে সানবার্ন হয় না। যেটা হয় সেটা হলো সান ট্যানড। এ জন্য স্বাভাবিক ত্বকের যত্নে এই সময়ে এক চা-চামচ করে কাঠ বাদাম, সঙ্গে লাল আটা এবং সামান্য হলুদের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। সপ্তাহে এক দিন ব্যবহার করলে ত্বক ভালো থাকবে। শুষ্ক ত্বকের যত্নেও এই মিশ্রণটি ব্যবহার করতে পারেন। এদিকে তৈলাক্ত ত্বকে শশার রস, মুলতানি মাটি, গাঁদা ফুলের পেস্ট মিশিয়ে ২০ মিনিট ত্বকে রাখলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

চল্লিশের পরের ত্বক

চল্লিশ পেরোলে ত্বক সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। যে কারণে প্রয়োজন হয় বাড়তি যত্নের। চল্লিশের পরে ত্বকে মৃত কোষ বা ডেড সেল একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য সপ্তাহে এক দিন গোসলের আগে ত্বক পরিষ্কার করতে চালের গুঁড়া এবং টক দই ব্যবহার করতে পারেন। স্ক্রাবিংয়ের জন্য কাঠ বাদামের পেস্ট, চালের গুঁড়া এবং দুধটাও ভালো কাজে দেয়। এটাও পরিমাণমতো মিশিয়ে ত্বকে ভালো করে ম্যাসাজ করে নিন। যেহেতু এই সময় ত্বক ঝুলে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়, এ জন্য ডিমের সাদা অংশ এবং যবের গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন। এটা ত্বক টানটান রাখতে সাহায্য করবে।

শুধু মুখের ত্বকের যত্নেই নয়, ধরন বুঝে হাত, পা ও পিঠের যত্নেও এই প্যাকগুলো ব্যবহার করা যাবে।

শুধু রূপচর্চাই নয়

ত্বক ভালো রাখতে শুধু বাহ্যিক রূপচর্চাই নয়, প্রয়োজন ভালো ঘুম এবং দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন। প্রতিদিন আধা ঘণ্টা ব্যায়ামও ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও প্রতিদিন ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতে হবে। নিয়মিত গোসল লোমকূপ পরিষ্কার করে শরীরের টকসিন বের করতে সহায়তা করে। এ ছাড়া রোদে পুড়ে যাওয়া থেকে ত্বক বাঁচাতে সানস্ক্রিন ক্রিম ব্যবহার করতে ভুল হয় না যেন।

একাকিত্ব অনেক সময় বিষণ্নতাকে বাড়িয়ে দেয়। মডেল : লাবণ্য, ছবি : প্রথম আলো

আবেগের বাড়াবাড়ি একেবারেই নয়

আহমেদ হেলাল
সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

দীপ্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। ভালোবাসে তারই বিভাগের আরেকটি মেয়েকে। দিন দু-এক আগে দুজনের মধ্যে বেশ ঝগড়া হয়, কথা-কাটাকাটি থেকে কথা বলা বন্ধ। রাগে-দুঃখে দীপ্ত এ দুই দিন বাসা থেকে বের হয়নি। কারও সঙ্গে কথা বলছে না, মুঠোফোন বন্ধ রেখেছে। আজ হঠাৎ করে তার কী মনে হলো, ধারালো ছুরি দিয়ে নিজের হাত কেটে ফেলে রক্তারক্তি। বাবা-মা তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে গেলেন। চিকিৎসার পর হাতের অবস্থা ভালো, কিন্তু তার মন ভালো হচ্ছে না। অবশ্য এখন সে এই হাত কাটার জন্য লজ্জিত। বুঝতে পেরেছে, হুট করে এটা করা উচিত হয়নি।

সামিয়া পড়ছে উচ্চমাধ্যমিকে। কোচিং শেষে সেদিন সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরতে দেরি হয়েছিল। বান্ধবীরা মিলে একটু কেনাকাটা করতে গিয়েছিল। মুঠোফোনে চার্জ না থাকায় বাসায় জানাতে পারেনি। বাসায় ফিরতেই মা রেগে আগুন। বকাবকি করলেন তাকে। সামিয়ার মন খুব খারাপ হলো। রাতে ফেসবুকে নিজের মনের সব রাগ, অভিমান উজাড় করে একটি স্ট্যাটাস দিল, যার মূল কথা : এই পৃথিবীতে কেউ তাকে ভালোবাসে না, সবাই তাকে ভুল বোঝে। তার বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। এরপরই একগাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলল সামিয়া। মা-বাবা কিছু জানত না, তার এক বান্ধবী ফেসবুকের স্ট্যাটাস দেখে সামিয়ার মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করল। এরপর যথারীতি হাসপাতালে।

দীপ্ত বা সামিয়ার মতো অনেকে রয়েছে, যারা নিজের আবেগকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। আবেগের বশবর্তী হয়ে আগে-পিছে না ভেবে এমন কিছু করে ফেলে, যা তাদের ও তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।
পরবর্তী সময়ে এ জন্য লজ্জিত বা অনুতপ্ত হলেও অনেক সময় ক্ষতির মাত্রা বেশিও হয়ে যেতে পারে।

যেকোনো বয়সের, যেকোনো শ্রেণি-পেশার মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে। তবে পরিণত বয়সের চাইতে বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই আবেগের তাড়না বেশি থাকে। আমাদের চেতনার যে অংশ অনুভূতি ও সংবেদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাপেক্ষে যা আমাদের মনের অবস্থার পরিবর্তন করে, শারীরিকভাবেও তার প্রকাশ হয়, সেটা হচ্ছে আবেগ। আবেগ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিছু আবেগ ইতিবাচক—আনন্দ, ভালোবাসা, সুখ। আবার কিছু নেতিবাচক—ভয়, দুঃখ, রাগ ইত্যাদি। কিছু আবেগ থাকে মিশ্র যেমন—হতাশা, এটি দুঃখ আর বিস্ময়ের মিশ্রণ; হিংসা, যা ভালোবাসা আর রাগের মিশ্রণ।

আবেগের সৃষ্টি, প্রকাশভঙ্গি, অপরের আবেগকে ধারণ করার ক্ষমতা একেকজনের একেক রকম। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, হরমোন, নিউরো ট্রান্সমিটার, মস্তিষ্কের কাজ, ব্যক্তিত্বের ধরন, ছোটবেলার বেড়ে ওঠা ইত্যাদির ওপর মানুষের আবেগ নির্ভর করে। আবেগ কিন্তু মোটেই ফেলনা নয়। পরিপূর্ণ ও সুস্থ মানুষের জীবনে আবেগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যখন বাস্তবতা আর যুক্তিকে ছাপিয়ে আবেগ মানুষকে বশীভূত করে, তখন নানা রকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে কেউ কেউ; যা মোটেই শুভ কিছু বয়ে আনে না। বুদ্ধিমান মানুষ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আইকিউ বা ইন্টেলিজেন্স কোয়াশিয়েন্টের (বুদ্ধ্যাঙ্ক) পাশাপাশি ইকিউ বা ইমোশনাল কোয়াশিয়েন্ট (আবেগাঙ্ক) দিয়েও মানুষের মানসিক সক্ষমতা পরিমাপ করা হয়।

অনেক সময় ব্যক্তিত্বের বিকার, ইমপালস কন্ট্রোল ডিস-অর্ডারসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। সেসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। আর কারও
আবেগ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা কখনোই উচিত নয়। আবেগের পরিমিত ও সঠিক ব্যবহার জীবনকে সফল আর রঙিন করে তুলতে পারে। আবার আবেগের অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ জীবনকে করে তুলতে পারে দুর্বিষহ।
নিজের আবেগকে বশে রাখতে পারলে নেতৃত্বসুলভ গুণাবলি আপনার মধ্যে থাকবে, সফলতা বেশি হবে। অপরের আবেগকে ধারণ করতে পারলে আপনি সবার প্রিয় হবেন, ভালোবাসা পাবেন। আবেগকে
বাদ দিয়ে নয়, বরং আবেগের লাগাম টেনে ধরেই পৌঁছে যেতে পারেন সাফল্যের শিখরে।

ইফতারে খেতে পারেন

আসছে রমজান মাস। ইফতারের সময় খাবারের টেবিলে থাকবে ছোলা, মুড়ি, পেঁয়াজু, হালিম ইত্যাদি। এসব ইফতারির সঙ্গে হালকা কিছু খাবারও খেতে পারেন। তেমন কয়েকটি পদের রেসিপি দিয়েছেন রোয়েনা মাহজাবীন।

ম্যাঙ্গো আইস টি

উপকরণ : টি ব্যাগ ২টি, বরফ কুচি ২ চা-চামচ, পাকা আম ১টি, চিনি স্বাদমতো ও পানি পরিমাণমতো।
প্রণালি : পাকা আম কুচি করে কেটে কিছুটা রস করে নিন। এবার পানিতে টি ব্যাগ দিয়ে এতে চিনি, আমের রস ও কুচি দিন। সবশেষে ওপরে বরফ কুচি দিয়ে ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

পটেটো ফিলো টার্ট

উপকরণ : ফিলো শিট ২টি (সুপার শপে পাবেন), আলু ৪ থেকে ৫টি, মোজারেলা চিজ আধা কাপ (গ্রেট করা), চিকেন সসেজ ২ টুকরো, ক্যাপসিকাম (কুচি করা) আধা কাপ (২ রঙের), ধনেপাতা ১ মুঠো, লবণ স্বাদমতো, পাপরিকা ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, মাখন পরিমাণমতো।
প্রণালি : আলু সেদ্ধ করে চটকে নিন মিহি করে। এবার এতে চিজ, ক্যাপসিকাম কুচি, পাপরিকা, গোলমরিচ, লবণ ও ধনেপাতা দিয়ে ভালোমতো মাখিয়ে নিন। সসেজ ভেজে টুকরো করে আলুর মিশ্রণে দিয়ে দিতে হবে। এবার ফিলো শিট দিয়ে চার কোনা করে কেটে মাখন ব্রাশ করে মাফিন মোল্ডে বিছিয়ে দিন। প্রতিটি কাপে ২ চামচ আলুর মিশ্রণ দিয়ে ওভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বেক করুন ২০ মিনিট অথবা বাদামি হওয়া পর্যন্ত।

বাদাম-দই

উপকরণ : টক দই আধা কেজি, সাবু দানা পৌনে ১ কাপ, চিনি স্বাদমতো, বাদাম (নানা রকম) ২ টেবিল চামচ, কিশমিশ ২ টেবিল চামচ, বেদানার দানা ২ টেবিল চামচ, শুকনো ফল ১ টেবিল চামচ (ইচ্ছা)।
প্রণালি : সাবু দানা পানিতে ডুবিয়ে সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। টক দই চিনি দিয়ে ভালোমতো ফেটিয়ে নিতে হবে। এবার এতে সাবু দানা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে এর ওপরে বাদাম, কিশমিশ ও বাকি সব উপকরণ দিয়ে ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

কুইন অফ পুডিং

উপকরণ : মাখন ১ টেবিল চামচ, তরল দুধ ২৫০ মিলিলিটার, চিনি স্বাদমতো, লেবু ১টি, ডিম ২টি, ব্রেড ক্রাম্ব ১ কাপ, যেকোনো জ্যাম ৩ টেবিল চামচ, ভ্যানিলা ফ্লেভার ২ ফোঁটা।
প্রণালি : প্রথমে দুধের সঙ্গে মাখন ও স্বাদমতো চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিন। দুধ ফুটে উঠলে হালকা ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এবার এতে দুটি ডিম থেকে আলাদা করা কুসুম ফেটিয়ে দিয়ে দিন। এরপর এতে মিশিয়ে দিন ব্রেড ক্রাম্ব। ১০ মিনিট রাখুন। এরপর লেবুর রস ও ভ্যানিলা দিয়ে দিন। একটি বেকিং ডিশে ঢেলে ওভেনে ১৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বেক করুন ৩০ মিনিট। অন্যদিকে ডিমের সাদা অংশ ও এর সঙ্গে পৌনে ১ কাপ চিনি দিয়ে বিট করুন ১০ মিনিট। এতে এটি পুরো ফোম হয়ে মেরাং তৈরি হবে। পুডিংটি একটু ঠান্ডা হলে এর ওপর জ্যামের লেয়ার দিয়ে ওপরে ডিমের মেরাং দিয়ে সাজিয়ে আবারও ওভেনে ১৫ মিনিট ১৮০ সেন্টিগ্রেডে বেক করুন। মেরাং বাদামি হলে নামিয়ে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

ট্রাউজারের ওপর দিয়েও ফুটে উঠছে হাঁটুতে লাগানো নি ক্যাপ। এই নিয়েই বল হাতে আগুন ঝরালেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। ৩০ মে ফতুল্লা স্টেডিয়ামে ● প্রথম আলো

৮ বছর পর মাশরাফির ৫ উইকেট

মোহাম্মদ সোলায়মান ●

সপ্তাহ দুয়েক আগের ঘটনা। ১৪ মে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে যেকোনো শ্রেণির ক্রিকেটেই ১১ বছরের সেঞ্চুরি-খরা কাটিয়েছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। সেই ম্যাচে শেখ জামাল ধানমন্ডির বোলারদের কচুকাটা করে ৫০ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন কলাবাগান ক্রীড়াচক্র অধিনায়ক। তিন ম্যাচ পর সেই ফতুল্লাতেই ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার খরা ঘোচালেন তিনি।

গত ৩০ মে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের বিপক্ষে ৪২ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন মাশরাফি। বাংলাদেশের সীমিত ওভারের অধিনায়ক এর আগে সর্বশেষ ৫ উইকেট নিয়েছিলেন ২০০৮ সালে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে বাংলাদেশ বিমানের হয়ে মোহামেডানের বিপক্ষে। শুধু লিস্ট 'এ' ম্যাচ ধরলে পেছাতে হয় আরও এক বছর। ২০০৭ সালের অক্টোবরে জাতীয় লিগের ওয়ানডে আসরে ৩১ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন খুলনা বিভাগের মাশরাফি। এরপর গতকালের আগে ১২৯টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ খেলে ফেলা মাশরাফি ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো ৬ উইকেট নিলেন ইনিংসে। প্রথমবার ২০০৬ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে ২৬ রানে ৬ উইকেট। ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হয়ে সেরা বোলিংয়ের ওই রেকর্ডে পরে ভাগ বসিয়েছেন রুবেল হোসেন।

এবার পুরো লিগেই সংক্ষিপ্ত রানআপে বল করেছেন মাশরাফি, করলেন সোমবারও। এরপরও ৯ ম্যাচে ২০ উইকেট হয়ে গেছে তাঁর। মাশরাফির চোখে সাফল্যের রেসিপি একটাই, 'চেষ্টা করেছি জায়গামতো বল ফেলার। ফ্ল্যাট উইকেটেও জায়গামতো বল করতে পারলে সব সময়ই তা ব্যাটসম্যানের জন্য কঠিন হয়ে যায়।'

মাশরাফি অবশ্য নিজের কীর্তির চেয়ে দলের সাফল্যেই বেশি খুশি। কারণটাও অনুমেয়, এই জয়ে যে অবনমনশঙ্কা অনেকটাই দূর হয়েছে দলের, উজ্জ্বল হয়েছে সুপারলিগে ওঠারই সম্ভাবনা, 'সবচেয়ে ভালো হয়েছে আমরা ম্যাচটা জিতেছি। এখন মোটামুটি সেফ জায়গায় আছি। আরও দুটি ম্যাচ বাকি আছে, দেখা যাক কী হয়।'

আগামী ৪ ও ৬ জুন প্রথম পর্বে মাশরাফিদের শেষ দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষ মোহামেডান ও কলাবাগান একাডেমি।

আইপিএল জয় করে ফিরলেন মুস্তাফিজ

রানা আব্বাস ●

প্রথমে শোনা গেল মুস্তাফিজুর রহমান বিমানবন্দরে পা রাখবেন সাড়ে নয়টার দিকে। পরে জানা গেল, দেরি হবে আরও এক ঘণ্টা। অবশেষে এলেন পৌনে ১১টার দিকে। পরনে হলদে টি-শার্টের সঙ্গে নীল জিন্স। মাথায় গোলাপের পাগড়ি! গলায় পুষ্পমালা। ৩০ মে রাতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এভাবেই বরণ করে নেওয়া হলো সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএল মাতিয়ে আসা মুস্তাফিজকে।

হায়দরাবাদের সাফল্যে বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন মুস্তাফিজ। প্রথম বিদেশি হিসেবে আইপিএলের 'সেরা উদীয়মান' ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন। ১৬ ম্যাচে ২৪.৭৬ গড়ে নিয়েছেন ১৭ উইকেট, ইকোনমি রেট ৬.৯০। বাংলাদেশের দর্শকের কাছে আইপিএল যেন হয়ে উঠেছিল মুস্তাফিজের ৪ ওভার! দেশে ফিরে তাই দর্শকদের ধন্যবাদ দিতে ভুললেন না বাঁহাতি পেসার, 'ধন্যবাদ জানাই সবাইকে। এটা আমার প্রথম আইপিএল ছিল। শুরুটা ভালো হয়েছিল, শেষটাও।'

ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট মানেই বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির সম্মিলন, সারা বিশ্বের ক্রিকেট তারকাদের এক ছাদের নিচে আসা। আইপিএল থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মুস্তাফিজ কাজে লাগাতে চান সামনের দিনগুলোতেও, 'আমি এখনো ছোট। সব সময় শিখতে চাই। অনেক দেশের অনেক খেলোয়াড় ছিল সেখানে। চেষ্টা করব সামনে সুযোগ পেলে আরও ভালো করতে।'

ফাইনালের আগে হ্যামস্ট্রিংয়ের সামান্য চোট ছিল মুস্তাফিজের। মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ দলের ফিজিও বায়োজিদুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেছেন এ নিয়ে। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ কিংবা সাসেক্সে খেলার বিষয়টি মেডিকেল টেস্টের রিপোর্ট হাতে আসার পরই জানানো হবে।

টেন্ডুলকারকে 'ছাড়িয়ে' কুক

বলটি ছুটে যাচ্ছিল সীমানাদড়ির দিকে। কিন্তু সীমানার দিকে যতই এগোচ্ছিল, ততই কমছিল তার গতি। ভয়ই হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত দড়ি ছোঁয়ার আগেই না থেমে যায় বল! তা আর হয়নি, শেষ পর্যন্ত দর্শকদের স্বস্তি দিয়ে বল সীমানা পেরোল, চার! আটকে রাখা নিশ্বাসটা ছাড়লেন অ্যালিস্টার কুক। অনেক প্রতীক্ষার পর এল সেই ক্ষণ, এই প্রথম কোনো ইংলিশ ব্যাটসম্যান করলেন ১০ হাজার রান।

১০ হাজারি ক্লাবের দ্বাদশ সদস্য কুক। এক দিক দিয়ে অবশ্য সবচেয়ে এগিয়ে ইংলিশ অধিনায়ক। এত দিন সবচেয়ে কম বয়সে ১০ হাজার রানের রেকর্ডটি ছিল শচীন টেন্ডুলকারের। ২০০৫ সালে কলকাতা টেস্টে ৩১ বছর ৩২৬ দিন বয়সে ১০ হাজার রান করেছিলেন 'লিটল মাস্টার'। ৩০ মে সেই রেকর্ড কুক ভেঙে দিলেন ৩১ বছর ১৫৭ দিনে।

দিনেশ চান্ডিমালকে ধন্যবাদ দিতে পারেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। শ্রীলঙ্কান উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরিই যে এই টেস্টে তাঁকে সুযোগ করে দিল। সিরিজের আগে ১০ হাজার রান থেকে মাত্র ৩৬ রান দূরে ছিলেন কুক। হেডিংলি টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৬ রান করে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে আর ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। ডারহাম টেস্টের গতিপ্রকৃতি সে রকম কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছিল। ৩৯৭ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোঅন করতে নামা শ্রীলঙ্কা দল ৩১৪ রানে হারিয়ে ফেলেছিল ৬ উইকেট। সপ্তম উইকেটে চান্ডিমাল-হেরাথের ১১৬ রানের জুটিই নিশ্চিত করল আবারও ব্যাট করার সুযোগ পাচ্ছেন কুক। ম্যাচের ফল নিয়ে দুশ্চিন্তা? সে তো শেষ হয়ে গেছে টেস্টের দ্বিতীয় দিনেই!

জয়ের স্মারক নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন অ্যালিস্টার কুক ● এএফপি

শ্রীলঙ্কার সব প্রতিরোধ থামে হেরাথ (৬১) ও চান্ডিমাল (১২৬) ফেরার পরই। ৪৭৫ রানে শেষ হয় শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস। ৫৮ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন। রঙ্গনা হেরাথকে আউট করে তৃতীয় পেসার হিসেবে ৪৫০ উইকেটের মাইলফলক পেরিয়েছেন তিনিও। তবে সেটি পেতে পারতেন চান্ডিমালকে আউট করেই। ৬৯ রানে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়েছেন চান্ডিমাল। কিন্তু জনি বেয়ারস্টো সহজ ওই ক্যাচ ফেলে দেওয়ায় তা আর হয়নি। অবশ্য সে ক্ষেত্রে কুকের রেকর্ডও হয়তো আর দেখার সুযোগ হতো না কাল।

৭৯ রান তাড়া করতে নেমে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজি হননি কুক। দ্বিতীয় ওভারে নুয়ান প্রদীপকে চার মেরেই টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে গেলেন ইংলিশ অধিনায়ক। ৪৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে ৯ উইকেটে জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন অধিনায়ক।

'মুক্তি' পাচ্ছেন আট ফুটবলার

ক্রীড়া প্রতিবেদক ●

বাফুফের আইন থাকলেও প্রয়োগের বড়ই অভাব। তাই দুই ক্লাব থেকে টাকা নিয়ে বছর বছর ঝামেলা পাকানো খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে বা দোষী ক্লাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না বাফুফে। এবার যেমন আট ফুটবলারের বিরুদ্ধে গত দুবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল ক্লাবের অভিযোগ ছিল, এঁরা তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে অন্য দলে নাম লিখিয়েছেন। বিষয়টাকে শেখ জামাল নিয়ে গেছে সর্বোচ্চ আদালতেও।

তবে আপিল বিভাগ গত ১৩ এপ্রিল রায়ে বলেছেন, বাফুফের প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটিই বিষয়টা সুরাহা করবে। ফিফার নিয়মেও প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটিই এসব ব্যাপারে সর্বেসর্বা। তাই ২৬ মে আদালতের রায়ের কপি হাতে পাওয়ায় ১৫ দিন অর্থাৎ ৮ জুনের মধ্যে কমিটি যে সিদ্ধান্ত দেবে, সেদিকেই তাকিয়ে সবাই। শেখ জামালের এই খেলোয়াড়দের আর না পাওয়ার সম্ভাবনাই ৯৯ ভাগ।

ইরাকে আবারও রিয়াল সমর্থকদের রক্ত

চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলছে। একটু পরই শুরু হবে স্নায়ুক্ষয়ী টাইব্রেকার। ইরাকের বাকুবার একটা ক্যাফেতে জড়ো হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদের একটা সমর্থকগোষ্ঠী। হঠাৎই চারজন বন্দুকধারী সেখানে ঢুকে শুরু করে নির্বিচারে গুলি। ওই হামলায় নিহত হয়েছেন ১২ জন, যাঁদের অধিকাংশই রিয়ালের সমর্থক।

দুই সপ্তাহ আগে ইরাকেরই বালাদ শহরে রিয়াল সমর্থকদের ওপর ভয়ংকর এক হামলায় নিহত হয়েছিলেন ১৪ জন। পরশু রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ যখন চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়টা ওই হামলায় নিহত লোকজনের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন, জানেন না বাগদাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরের বাকুবা শহর তার একটু আগেই রিয়াল সমর্থকদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আগের হামলা দায় স্বীকার করেছিল উগ্রপন্থী জঙ্গি সংগঠন আইএস। এই হামলার দায় এখন পর্যন্ত কেউ স্বীকার করেনি।

স্প্যানিশ দৈনিক এএসকে রিয়ালের ওই সমর্থকগোষ্ঠীর সভাপতি জানিয়েছেন, হামলাটার ধরন দুই সপ্তাহ আগেরটির মতোই। হামলায় নিহত লোকজনের মধ্যে রিয়াল সমর্থক ছাড়াও ওই ক্যাফের কর্মচারীরাও রয়েছেন। আহত আটজনের মধ্যে কতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তা এখনো জানা যায়নি। এএস।

আবার দ্বি-স্তর টেস্টের প্রস্তাব

শ্রীনিবাসনের বিদায়ের পর 'তিন মোড়ল' নীতি আর নেই আইসিসিতে। কিন্তু তাঁদের চিন্তার ছায়া কি এখনো রয়ে গেল? নইলে কেন আবারও দেওয়া হবে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট টেস্টের প্রস্তাব!

হ্যাঁ, অবনমন পদ্ধতি রেখে আইসিসি আবারও সামনে এনেছে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট টেস্টের প্রস্তাব। প্রথম স্তরে থাকবে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ সাত দল ও দ্বিতীয় স্তরে শেষ তিন দল। এই তিন দলের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরে যোগ হবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের দুই ফাইনালিস্টও। দুই বছর পর পর র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী অবনমনের দল পরিবর্তন হতে পারে।

আগামী ২৭ জুন এডিনবার্গে শুরু হতে যাওয়া আইসিসির বার্ষিক সাধারণ সভায় এ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। তাতে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট টেস্ট কাঠামো অনুমোদন পেলে তা কার্যকর হতে পারে ২০১৯ বিশ্বকাপের আগেই। বর্তমান টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শেষ তিন দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে। দ্বি-স্তরবিশিষ্ট টেস্ট কাঠামো চালু হলে দ্বিতীয় স্তরে তাদের সঙ্গে যোগ হবে ২০১৫-১৭ ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের শীর্ষ দুই দল।

দুই বছরের চক্রে প্রথম স্তরের দলগুলোর প্রতিটি প্রতিটির সঙ্গে একটি করে টেস্ট সিরিজ খেলবে। সেটি হতে পারে ঘরের মাঠে অথবা প্রতিপক্ষের মাটিতে। দুই বছর পর শীর্ষ দলটি জিতবে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। শেষ দল পড়বে অবনমনের ঝুঁকিতে।

ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বোর্ড পরিচালকদের আইসিসির নতুন এই প্রস্তাব সম্পর্কে জানিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী। পরিচালকেরা এটিকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য 'বিপজ্জনক' খবরই মনে করছেন। ওয়ার্কিং কমিটির প্রধান এনায়েত হোসেনের ভাষায়, 'দ্বিতীয় স্তরে থাকলে সম্প্রচার-স্বত্ব থেকে আমাদের আয় অনেক কমে যাবে। তা ছাড়া একবার দ্বিতীয় স্তরে যাওয়া মানে দুই বছর শুধু নিচের দলগুলোর সঙ্গেই খেলা। এটা হলে আমাদের ক্রিকেট সংকটে পড়ে যাবে।'

আইসিসির সভায় এ ব্যাপারে বিসিবির অবস্থান কী হবে, জানতে চাইলে তিনি বলেছেন, 'সব দিক মাথায় রেখেই এগোতে হবে। সবার সঙ্গে কথা বলে যেটা আমাদের ক্রিকেটের জন্য মঙ্গলজনক মনে হবে, আমরা সে পথেই যাব।'

মেসিকেও ছাড়িয়ে কোহলি!

ক্রিকেট পণ্ডিতদের চোখে তিনি সময়ের সেরা ব্যাটসম্যান। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সতীর্থ ক্রিস গেইলের চোখে 'সুপারম্যান'। তাঁর যে ফর্ম, তাতে এই বিশেষণগুলো তাঁর নামের সঙ্গে খুব মানিয়ে যায়। তাই বলে ফুটবল সুপারস্টার লিওনেল মেসিকেও ছাড়িয়ে যাবেন কোহলি!

একটা জায়গায় শুধু মেসি কেন, ভারতীয় এই ব্যাটসম্যান ছাড়িয়ে গেছেন ট্র্যাকের রাজা উসাইন বোল্ট কিংবা টেনিসের এক নম্বর নোভাক জোকোভিচকেও! ব্রিটিশ সাময়িকী স্পোর্টসপ্রো—এর হিসেবে বিপণনযোগ্য ক্রীড়াবিদ হিসেবে মেসি-বোল্ট-জোকোভিচদের ওপরে আছেন কোহলি। এই তালিকায় কোহলি আছেন তিনে।

বিরাট কোহলি

চলতি গ্রীষ্ম থেকে আগামী তিন বছরে বিপণন সম্ভাবনার ভিত্তিতে তৈরি স্পোর্টসপ্রোর তালিকায় বাস্কেটবল তারকা স্টিফেন কারি ও জুভেন্টাসের ফরাসি মিডফিল্ডার পল পগবার পরেই অবস্থান কোহলির। বিপণন সম্ভাবনার সঙ্গে এই তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে ক্রীড়া তারকাদের অর্থমূল্য, দেশীয় বাজারে চাহিদা, ক্রীড়াবিদদের নিজেকে আরও বিপণনযোগ্য করে তোলার ইচ্ছাটাকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। যেখানে মেসির অবস্থান ২৭, বোল্টের ৩১তম। জোকোভিচ আছেন ২৩ তম অবস্থানে। সেরা পঞ্চাশের মধ্যে কোহলি ছাড়াও আছেন আরেক ভারতীয়—সানিয়া মির্জা। টাইমসঅবইন্ডিয়া।

একই দলে মেসি-ম্যারাডোনা

রোনালদিনহোর থ্রু পাসটা গেল ডিয়েগো ম্যারাডোনার কাছে। ম্যারাডোনা গোটা তিনেক ড্রিবল করে বল পাঠালেন লিওনেল মেসিকে। মেসি ড্রিবলিংয়ে কারিকুরিতে গেলেন না। বরং করলেন দুর্দান্ত এক ক্রস। সেটাই বুকে রিসিভ করে লুইস সুয়ারেজের দুর্দান্ত ভলি...গোল!

সবুজ ফুটবল মাঠে স্বপ্নের মতো এই দৃশ্য বাস্তবেই দেখার সম্ভাবনা আছে। ফুটবলের এই মহারথীরা যে একসঙ্গে খেলবেন একটা প্রীতি ম্যাচে। আগামী রোববার ম্যাচটি হওয়ার কথা থাকলেও সেটি পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ১০ জুলাইয়ে। 'শান্তির জন্য ফুটবল' এই ম্যাচটিতে আর খেলবেন ডিয়েগো ফোরলান, ডিয়েগো মিলিতো, মার্সেলো সালাস, মার্টিন পালের্মো, হুয়ান ভেরনরাও। ম্যাচের আয়োজক স্কলাস ফাউন্ডেশন।

২০১৪ সালেও একই শিরোনামে প্রথম ম্যাচটি হয়েছিল। তখন মেসি-ম্যারাডোনা এক দলে খেলেছেন। ছিলেন রোনালদিনহোও। এবার কলেবর আরও বাড়ছে। মার্কা।

জিনেদিন জিদানের জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় রিয়াল মাদ্রিদ মৌসুমটা শেষ করল ইউরোপসেরা হয়েই। পরশু মিলানে চ্যাম্পিয়নস লিগের একাদশ শিরোপা জয়ের পর ফ্রেমবন্দী রিয়াল মাদ্রিদ পরিবার ● ছবি : রয়টার্স

রিয়ালের একাদশে বৃহস্পতি

চ্যাম্পিয়নস লিগ রিয়াল মাদ্রিদের

চ্যাম্পিয়নস লিগে ১০ নম্বর শিরোপার জন্য রিয়াল মাদ্রিদকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল এক যুগ, ১০ থেকে ১১-তে যেতে লাগল মাত্র দুই বছর। ২০১৪ সালে লিসবনে এসেছিল 'লা ডেসিমা' অর্থাৎ দশম শিরোপা, ২৮ মে মিলানে এল একাদশ শিরোপা 'লা উনডেসিমা'। প্রতিপক্ষ সেই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদই, তবে এবার চিত্রনাট্য কিছুটা বদলেছে। লিসবনে প্রথমে অ্যাটলেটিকো এগিয়ে যাওয়ার পর ৯০ মিনিটে সমতা ফিরিয়ে রিয়াল জিতেছিল অতিরিক্ত সময়ে ৪-১ গোলে। শনিবার রিয়াল এগিয়ে যাওয়ার পর ইয়ানিক কারাসকোর ৭৯ মিনিটের গোলে সমতা ফেরায় অ্যাটলেটিকো। অতিরিক্ত সময় শেষেও ১-১ সমতা থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেই অ্যাটলেটিকোকে ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়ে একাদশে বৃহস্পতি হয় রিয়ালের। মিলানের সেই রোমাঞ্চকর ফাইনালের স্মরণীয় পাঁচটি মুহূর্ত—

রামোসের গোল

দুই বছর আগে লিসবনের ফাইনালে যোগ হওয়া সময়ের শেষ মুহূর্তে তাঁর গোল ম্যাচে টিকিয়ে রেখেছিল রিয়াল মাদ্রিদকে। মিলানেও আরও একবার অ্যাটলেটিকোর হতাশার কারণ হলেন সার্জিও রামোস। ১৫ মিনিটে টনি ক্রুসের ফ্রি-কিকে গ্যারেথ বেলের হেডের পর তাঁর পা ছুঁয়ে বল অ্যাটলেটিকোর জালে। এগিয়ে গেল রিয়াল। রিপ্লেতে দেখে অবশ্য গোলটাকে অফসাইড মনে হয়েছে। তবে এ গোল দিয়েই ইতিহাস গড়েন রামোস। দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে গোল করার কীর্তি নেই আর কোনো ডিফেন্ডারের।

ব্যর্থ 'বিবিসি'

শুরুতেই কাসেমিরোর দুর্দান্ত একটা শট ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন অ্যাটলেটিকো গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক। কিন্তু সেটাই শেষ নয়। ৭০ মিনিটে প্রতি আক্রমণে করিম বেনজেমা দারুণ একটা সুযোগ পাওয়ার পর তাঁকেও ফিরিয়ে দিয়েছেন ওবলাক। এর ৮ মিনিট পর স্লোভেনিয়ান এ গোলরক্ষক ঠেকিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর শটও। পরক্ষণেই গ্যারেথ বেলের ফিরতি শটটা থেকে অ্যাটলেটিকোকে বাঁচিয়ে দেন স্টেফান সাভিচ।

কারাসকোর গোলে সমতা

দুই বছর আগে রামোসের সেই গোল যেমন ম্যাচে টিকিয়ে রেখেছিল রিয়ালকে, শনিবার অ্যাটলেটিকোর হয়ে সেই কাজটা করেছেন বদলি নামা ইয়ানিক কারাসকো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মাঠে নামা এ বেলজিয়ান স্ট্রাইকার তাঁর দারুণ গতি দিয়ে ভুগিয়েছেন রিয়াল ডিফেন্ডারদের। ৭৯ মিনিটে ডান দিক থেকে হুয়ানফ্রানের দুর্দান্ত এক ক্রস থেকে গোল করে সমতা ফেরান কারাসকো। চ্যাম্পিয়নস লিগের এই মৌসুমে ২২ বছর বয়সী এ স্ট্রাইকারের এটি প্রথম গোল, ফাইনালে যেকোনো বেলজিয়ান খেলোয়াড়েরও প্রথম।

গ্রিজমানের পেনাল্টি নষ্ট

সমতা ফেরানোর সুযোগ অ্যাটলেটিকো পেয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই। ডি-বক্সে পেপে ফাউল করলেন ফার্নান্দো তোরেসকে, পেনাল্টি পেল অ্যাটলেটিকো। কিন্তু তোরেস নন, পেনাল্টি নিতে গেলেন আতোয়ান গ্রিজমান। গত অক্টোবরে লা লিগায় যাঁর পেনাল্টি ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন রিয়াল গোলরক্ষক কেইলর নাভাস। কে জানে, সেই স্নায়ুচাপেই কি না, আবারও পেনাল্টি নষ্ট করলেন ফরাসি স্ট্রাইকার। এবার তাঁর শট ফিরে এল বারে লেগে। চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে পেনাল্টি নষ্ট করা পঞ্চম খেলোয়াড় হয়ে গ্রিজমান, সর্বশেষ এ দুর্ভাগ্য হয়েছিল বায়ার্ন মিউনিখের আরিয়েন রোবেনের, ২০১২ সালে চেলসির বিপক্ষে।

শেষের নায়ক রোনালদো

পুরো ম্যাচে তেমন কিছুই করতে পারেননি। কিন্তু সেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোই নায়ক হয়ে গেলেন শেষবেলায়। নির্ধারিত সময়ের ১-১ সমতা থেকে যায় অতিরিক্ত সময় শেষেও। টাইব্রেকারে রিয়ালের হয়ে প্রথম চারটি শটে গোল করেন ভাসকেজ, মার্সেলো, বেল আর রামোস। অ্যাটলেটিকোর প্রথম তিনটি শটে গ্রিজমান, গ্যাবি, সোল গোল করার পর চতুর্থ শটটি নষ্ট করেন হুয়ানফ্রান। পঞ্চম শটে রোনালদো গোল করলেই রিয়াল চ্যাম্পিয়ন—নায়ক হওয়ার এই দারুণ সুযোগ কি আর হাতছাড়া করেন পর্তুগিজ উইঙ্গার! ডান পায়ের দারুণ শটটা গেল অ্যাটলেটিকোর জালে, উচ্ছ্বাসে ভাসল রিয়াল। সূত্র : এএফপি।

‘এ মণিহার আমায় নাহি সাজে...’

হাবিবুল্লাহ সিদ্দিক

‘হুমায়ূন আহমেদ কয়টা পুরস্কার পেয়েছেন? কিংবা হুমায়ুন ফরীদি?’ প্রশ্নটা করে উত্তরের অপেক্ষা করলেন না অভিনেতা মোশাররফ করিম। বললেন, ‘আমরা কিন্তু কেউই জানি না তাঁরা কতগুলো পুরস্কার, কেন পেয়েছেন? কিন্তু আমরা তাঁদের জানি। তাঁদের লেখা ও অভিনয় তৈরি করেছে হাজারো ভক্ত, অনুরাগী। আমার কাছেও পুরস্কারটা তাই কোনো ব্যাপার নয়। রাস্তায় বের হলে বাবার বয়সী বৃদ্ধ যখন আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরেন, এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী আছে?’

কথাগুলো বলে থামলেন এ সময়ের জনপ্রিয় এ অভিনেতা। গেল সোমবার সকালে তাঁর বাসায় বসে যখন কথা হচ্ছিল তখন বাইরে কড়া রোদ। ভেতরে আমরা কিছু নরম কথা শোনার আশায় বসেছি। কিন্তু পুরস্কার নিয়ে কথা তুলতেই খানিকটা কড়া ‘মেজাজ’ই ভর করল খানিক আগে ঘুম থেকে ওঠা মোশাররফ করিমের কথায়। আগের দিন শুটিং শেষ করে অনেক রাতে ফিরে ঘুমিয়েছেন। ঘুম থেকে উঠে ঘরের পোশাকেই সামনে এসেছেন। আলোকচিত্রীর দিকে তাকিয়ে ছবি তোলার ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেই বললেন, ‘এভাবেই তুলি। কী বলেন? এমন না যে লোকজন আমাকে লুঙ্গি ও টি-শার্ট পরা দেখেননি। নাটকে দেখে থাকলে পত্রিকায় সমস্যা কী?’

বললেন বটে, কিন্তু ভেতরে গেলেন পোশাক পরিবর্তনের জন্য। ততক্ষণে রামপুরায় মোশাররফ করিমের বাসা বলে যে বাড়িটা লোকের চেনা সেই বাড়িটার বসার ঘর একটা অস্থায়ী স্টুডিওতে রূপদান করে ফেলেছেন আলোকচিত্রী। বার কয়েক ফ্লাশ জ্বালিয়ে পরীক্ষা করা হলো ‘লাইট’ও। তবে ছবি বাড়িতে না বাইরে তোলা হবে, তা নিয়ে সংশয় তখনো কাটেনি।

প্রসঙ্গ মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার

এ বছর ২৯ এপ্রিল আয়োজন করা হয়েছিল মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার ২০১৫-এর। তারকা জরিপে গেল কয়েক বছরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন মোশাররফ করিম। *সিকান্দার বক্স এখন নিজ গ্রামে* নাটকে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন। অবশ্য পুরস্কার হাতে নেওয়ার আগ পর্যন্ত সামনের সারিতে স্ত্রী রোবেনা রেজাকে সঙ্গে নিয়ে বসে ছিলেন তিনি। নাম ঘোষণার পর মঞ্চে উঠে গেলে স্ত্রী বলছিলেন, ‘এবার শুধু পুরস্কার দিলে হবে না, একটা শোকেসও দিতে হবে। আর রাখার জায়গা পাচ্ছি না।’

তাঁর কথার সত্যতা মিলল বাসায় ঢুকেই। বুকশেলফ, বসার ঘরের টেবিল, শোকেসে ছড়িয়ে আছে মোশাররফ করিমের দৃশ্যমান অর্জন। এর মধ্যে মেরিল-প্রথম আলো থেকেই পেয়েছেন আটটি। প্রথম পান ২০০৮ সালে।

মোশাররফ করিম

দেয়াল ও আলমারি নাটকের জন্য সমালোচক পুরস্কার। তারপর ২০১০ বাদ দিয়ে প্রতিবছরই মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার জায়গা করে নিয়েছে মোশাররফ করিমের রামপুরার বাসায়। এর মধ্যে সমালোচক তিনটি এবং তারকা জরিপ পাঁচটি। এত পুরস্কারের মধ্যে কোনটা তাঁর কাছে সেরা?

প্রশ্নটা শুনে হাসলেন একটু। বললেন, ‘এখন তো অত কিছু মনে নেই। তবে *দেয়াল আলমারি* নাটকে অভিনয় করে ভালো লেগেছে। আর ২০১৩ সালে পেয়েছিলাম *সেই রকম চা খোর* নাটকে অভিনয়ের জন্য। এই নাটকের গল্পটা অসাধারণ। খুব আনন্দ নিয়ে অভিনয় করেছিলাম।’

আর ভালোবাসা চাই না!

আবার মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার বিতরণী মঞ্চ। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেম কানায় কানায় পূর্ণ। তারকা জরিপের সেরা টেলিভিশন অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার নিতে মঞ্চে উঠেছেন মোশাররফ করিম। অবধারিতভাবেই হাততালির মাত্রা বেড়ে গেছে এবার। মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ওপরদিকে তাকালেন তিনি। হাসিমুখে বললেন, ‘আমি আর ভালোবাসা নিতে পারছি না। এত ভালোবাইসেন না আমাকে!’

এই কথার রহস্য জানতেই ঘটনাটা মনে করিয়ে দেওয়া হলো তাঁকে। খোলাসা করলেন তিনি, ‘আমি আসলে সেদিন হয়তো ঠিকমতো বোঝাতে পারিনি। আমি বলতে চেয়েছি, আমি খুব সাধারণ। দর্শকেরা আমাকে এত ভালোবাসেন যে এটা আমার কাছে মনে হয়, “এ মণিহার আমায় নাহি সাজে”। এত ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা কি আমার আছে? আমি শুধু সৎ থেকে আমার কাজটুকু ভালোমতো করার চেষ্টা করি। আজীবন সেটাই করব। কিন্তু মানুষ কেন এত ভালোবাসে আমাকে, সেটা আমার কাছে একটা রহস্য। আমি রীতিমতো বিস্মিত। আমারও খুব ইচ্ছে করে পাড়ার মোড়ে দোকানে বসে চা খেতে, আড্ডা দিতে। কিন্তু পারি না। যদিও এই না পারার জন্য আমিই দায়ী। তবুও দর্শকদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।’

...এবং অভিনয়জীবন

এই সময়ের নাটকের অবস্থা নিয়ে অকপটে অনেক কথাই বললেন। যার কিছু অপ্রকাশিতই থাকবে চিরকাল। বললেন, ‘আমাদের অতীত ভুলে গেলে হবে না। এই যে আমরা এখন ক্রিকেট বলতে অজ্ঞান, এই অবস্থাটা কিন্তু যেদিন আকরাম খানরা বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করল সেদিনের ফসল। তাই পেছন ফিরে তাকাতেই হবে। আর একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, শিল্প কিন্তু সবচেয়ে বেশি সততা দাবি করে। এটার কোনো মাপকাঠি নেই। শিল্পী যদি মনে করেন সততার সঙ্গে কাজটি করে সবার সামনে উপস্থাপন করেছেন, তাহলেই সেটি সেরা কাজ। আর সৎ থাকলে পুরস্কার আসবেই। এটার জন্য এত হাহাকার করতে হয় না।’

নাটক নিয়ে বললেন, ‘জানি, এই সময়ের নাটকের অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু যে অবস্থায় নাটক নির্মাণ হয় সেটি জানলে সাধুবাদ পাওয়ার কথা। এত প্রতিবন্ধকতা সামলে যিনি নাটক নির্মাণের সাহস রাখেন, তাঁকে আসলেই স্যালুট করতে হয়। তবে নাটক-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ, শুধু ব্যবসাটা না বুঝে একটু শিল্পটাও বুঝুন। আপনারা আর একটু শিল্পমনস্ক হলেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।’

নায়করাজ রাজ রাজ্জাক

শাহনাজ রহমতুল্লাহ

নায়করাজ যে গায়িকার ভক্ত

বিনোদন প্রতিবেদক

প্রখ্যাত গায়িকা শাহনাজ রহমতুল্লাহর গান শুনেছেন, অথচ তাঁর কণ্ঠের জাদুতে মোহিত হননি এমন শ্রোতার সংখ্যা নেই বললেই চলে। শিল্পীর কণ্ঠের জাদুতে মোহিত হয়ে সাধারণ মানুষেরা তাঁদের ভক্ত হয়ে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশি সংগীতের প্রখ্যাত এই গায়িকা যে তারকা-ভক্তও তৈরি করে রেখেছেন তা অবশ্য এতদিন তিনিও জানতেন না। এ আবার যেন-তেন কোনো তারকা নয়, বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা নায়করাজ রাজ্জাক। অন্য অনেকের মতো তিনিও শাহনাজ রহমতুল্লাহর গানের ভীষণ ভক্ত। সম্প্রতি চ্যানেল আইয়ের আয়োজনে সংগীতবিষয়ক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মাইক্রোফোন হাতে উপস্থিত অতিথিদের সামনে শাহনাজ রহমতুল্লাহর গানের প্রতি রাজ্জাক তাঁর ভালো লাগার কথা জানান। রাজ্জাক জানান, ‘তাঁকে আমি চিনি, যখন আমি সহকারী পরিচালক। তখন থেকে তাঁর গান শুনে আসছি। তাঁর গান শুনে আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি তাঁর ভীষণ বড় একজন ফ্যান। তাঁর কিছু গান আমার সংগ্রহে আছে। আজ তো তিনি আমার পছন্দের দুটি গান গেয়ে শোনালেন। আমার ভীষণ ভালো লাগল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রিয় শিল্পীর কণ্ঠে গান শুনতে পেরে।’

শাহনাজ রহমতুল্লাহ চ্যানেল আই আয়োজিত সংগীত পুরস্কারে আজীবন সম্মাননা গ্রহণ করতে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে শাহনাজ রহমুল্লাহ বলেন, ‘আমি বিষয়টা জানতাম না। ভালো লাগল। ভীষণ ভালো।’

প্রথম প্রেম যেমন ছিল : মিম

আমি তখন কুমিল্লার নবাব ফয়েজুন্নেছা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ি। স্কুল শেষে কোচিংয়ে যেতাম। একই কোচিংয়ে পড়তে আসা একটা ছেলে আমাকে পছন্দ করত। ছেলেটির নাম না হয় না-ই বললাম। ও প্রায়ই হাত কেটে রক্ত দিয়ে আমাকে চিঠি লিখত। আমি চিঠিগুলো এক বান্ধবীর কাছে রাখতাম। কারণ, মা কঠিন পাহারায় রাখতেন আমাকে। তখন তো অত কিছু বুঝি না। ছেলেটিকেও আমার ভালো লাগত। এভাবে চলছিল দিনগুলো। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় ‘লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ঢাকায় চলে আসি। তারপর থেকেই ছেলেটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। শুনেছি, ছেলেটিও নাকি আমার জন্য ওখানে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি। ভর্তির এক বছর পর আমি জাহাঙ্গীরনগর ছেড়ে চলে আসি। এরপর থেকে আর কোনো খবর জানি না ওর।

প্রথম শুটিং

‘লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার’ প্রতিযোগিতা চলাকালে ছোটখাটো শুটিংয়ে অংশ নিয়েছি। বিজয়ী হওয়ার পরপরই হুমায়ূন আহমেদের *রহস্য* নাটকে প্রথম অভিনয় করি। সহশিল্পী ছিলেন রিয়াজ। নুহাশপল্লীতে শুটিং হয়েছিল। নাটকের শুটিংয়ে প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হবে। তখনো নাটকটির চিত্রনাট্য হাতে পাইনি। চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে সংলাপ এবং অভিব্যক্তি কেমন হবে—এসব নিয়ে আগে থেকেই ভয় ভয় লাগছিল। মজার ব্যাপার হলো—পরে জানতে পারি, আমার চরিত্রটি নাকি বাক্‌প্রতিবন্ধীর! শুধু অভিব্যক্তি দিয়ে অভিনয় করতে হবে। যদিও কাজটি কঠিন ছিল, কিন্তু চরিত্রটি বাক্‌প্রতিবন্ধীর বলে ভয়টা কমে গিয়েছিল।

প্রথম পারিশ্রমিক

রহস্য নাটকে অভিনয় করেই জীবনে প্রথম পারিশ্রমিক হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছিলাম। কাজ করে প্রথম অর্থ উপার্জন। কী যে ভালো লাগছিল! অনেক খুশি হয়েছিলাম সেদিন। তখনই টাকাটা মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এরপর ভাবলাম, টাকাটা দিয়ে মা-বাবাকে কিছু কিনে দেব। তখন আমরা কুমিল্লায় থাকি। একদিন ওই টাকা দিয়ে শাড়ি-পাঞ্জাবিসহ বেশ কিছু উপহার কিনি। তারপর বাসায় ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মা-বাবার হাতে সেগুলো তুলে দিয়েছিলাম।

প্রথম অটোগ্রাফ দেওয়া

‘লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার’ ঘোষণার মঞ্চেই প্রথম অটোগ্রাফ দিই। সুপারস্টার হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সব ক্যামেরা আমার দিকে ঘুরে গেল। আমাকে ঘিরে অসংখ্য ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আর সংবাদকর্মীদের একাধিক প্রশ্ন। উত্তর কী দেব! সবকিছুই যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। কারণ, তার পাঁচ মিনিট আগেও আমি এক সাধারণ মেয়ে ছিলাম। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না তখন। এমন সময় দেখি, সামনে সাদা কাগজ হাতে অনেকগুলো হাত। অটোগ্রাফ দিতে হবে। কীভাবে অটোগ্রাফ লিখতে হয়, তাও তো তখন জানি না। সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তে সেদিন কীভাবে যে অটোগ্রাফ দিয়েছিলাম, কিছুই মনে নেই এখন।

প্রথম বই পড়া

ছোটবেলায় রূপকথার ছোট ছোট বই পড়তাম। একটু বড় হয়ে তিন গোয়েন্দা সিরিজের বইগুলো পড়া শুরু করি। স্কুলে গিয়েও বন্ধুরা মিলে এই বই পড়তাম। বাসায় চুরি করে কতবার যে ‘তিন গোয়েন্দা’ পড়েছি! হিসাব কষে বলা যাবে না। ক্লাসের পড়া বাদ দিয়ে গল্পের বই পড়লে মা খুব বকা দিতেন। অনেক সময় বাসায় পাঠ্যবইয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে ‘তিন গোয়েন্দা’ পড়েছি।

আফটার ম্যারেজ নাটকের শুটিংয়ে জন কবির ও মিথিলা

অভিজ্ঞতা থেকে নাটক

বিনোদন প্রতিবেদক

ঢাকার মিরপুর ডিওএইচএসের একটি শুটিংবাড়িতে নাটকের দৃশ্য ধারণ চলছিল। দৃশ্য ধারণ শেষে নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একটু চিন্তিত মনে হলো। একজন তো বলেই ফেললেন, ‘এটা তো আমারই গল্প!’ তাঁর পাশে থাকা আরেকজনও সায় দিয়ে বললেন, ‘আমার সঙ্গেও বিয়ের পর এমন ঘটনাই ঘটেছিল।’ এসব শুনে তো নাটকের নির্মাতার ঠোঁটে হাসির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরে অবশ্য জানা গেল সেই হাসির কারণ। নাট্যনির্মাতা মাবরুর রশিদ তাঁর বিবাহ-পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই যে এই নাটকের গল্পটি লিখেছেন। নাটকের নাম দিয়েছেন *আফটার ম্যারেজ*। এতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন গায়ক থেকে নায়ক হওয়া জন কবির এবং মিথিলা।

আফটার ম্যারেজ নাটকের পরিচালক বলেন, ‘গল্পটি আমার বাস্তব জীবনের হলেও এর সঙ্গে বেশ কিছু অংশ নতুন করে যোগ করা হয়েছে। গল্পটি যেন অনেককেই বিয়ের পরের জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়, সেভাবেই নির্মাণের চেষ্টা করেছি।’

জন তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেন, ‘নতুন বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গল্প নিয়ে এই নাটক। ফিকশন হলেও নাটকটি দেখে সবাই তাঁদের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন।’

পরিচালক জানালেন, ২৭ ও ২৯ মে নাটকটির দৃশ্য ধারণ হয়েছে। আগামী ঈদে আরটিভির বিশেষ অনুষ্ঠানমালায় প্রচারিত হওয়ার কথা রয়েছে। এতে আরও অভিনয় করেছেন কাজী উজ্জ্বল, আসিফ বিন আজাদ।

গান আর নাটক নিয়ে শাওন

বিনোদন প্রতিবেদক

বিষণ্ন মনে গানটি শুনলে মন ভালো হয়ে যেতেও পারে। মেহের আফরোজ শাওনের গাওয়া বেশ পরিচিত ‘যদি মন কাঁদে/ তুমি চলে এসো, এক বরষায়’ গানটির কথা বলা হচ্ছে। বিশেষ করে হুমায়ূন আহমেদ চলে যাওয়ার পর নতুন করে তাঁর এই গান শ্রোতাদের বিষণ্ন করেছে।

এই ঈদে শাওনের গাওয়া পাঁচটি গান নিয়ে বাংলাভিশনে থাকবে একক সংগীতানুষ্ঠান। সেখানে শোনা যাবে হুমায়ূন আহমেদের এই গানটিও।

গত রোববার *প্রথম আলো*র সঙ্গে আলাপে শাওন জানান, কয়েক দিনের মধ্যে গানগুলো রেকর্ড করা হবে। অনুষ্ঠানে গানের ফাঁকে ফাঁকে থাকবে গল্প ও গানগুলো নিয়ে নানা স্মৃতিচারণা।

টেলিভিশনের জন্য এটি শাওনের দ্বিতীয় গানের অনুষ্ঠান। চ্যানেল আইতে বছর সাতেক আগে তাঁর পাঁচটি গানের ভিডিও নিয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল।

কয়েক বছর ধরে বিশেষ দিনগুলোতে পরিচালক হিসেবেও দেখা যাচ্ছে শাওনকে। এবারের ঈদে থাকছে শাওন পরিচালিত দুটি নাটক—*এসো* ও *চৌধুরী খালেকুজ্জামানের গুণের সীমা নাই*। ২০০০ সালে হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত *এসো* নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন ফেরদৌস, শাওন ও পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার শাওনের পরিচালনায় সেখানে অভিনয় করছেন মম ও প্রাণ রায়। ফেরদৌসের চরিত্রটি কে করবেন, এখনো ঠিক হয়নি।

চৌধুরী খালেকুজ্জামানের গুণের সীমা নাই নাটকে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন রিয়াজ। এই নাটকেরও মূল চরিত্রে আছেন প্রাণ রায়।

শাওন

কাতার, বাহরাইনসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য প্যাকেটজাত করা হচ্ছে কাঁচা মরিচ ● প্রথম আলো

চার কেজি ওজনের আম!

কবির হোসেন, মাগুরা ●

ছোট্ট আমগাছটির উচ্চতা বড়জোর নয় ফুট। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝুলছে লম্বাটে সবুজ আম। অপরিপক্ক এই আমের একেকটির ওজন আড়াই থেকে তিন কেজি পর্যন্ত। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি যখন পাকা শুরু হবে, তখন প্রতিটির ওজন হবে চার কেজির মতো।

মাগুরার শালিখা উপজেলার শতখালী গ্রামের আতিয়ার রহমান মোল্লার নার্সারিতে আছে গাছটি। এ বছর আম ধরেছে ১৫টি। এখনো আকারে পূর্ণতা পায়নি। তবে এখনই একেকটি আমের ওজন হয়েছে আড়াই থেকে তিন কেজি। সবচেয়ে বড় আমটি মেপে দেখা গেল লম্বায় ১২ ইঞ্চি এবং ব্যাস ১৬ ইঞ্চি।

বিশাল আকারের এই আম দেখতে এবং গাছের চারা সংগ্রহ করতে প্রতিদিনই মানুষ ভিড় করছেন আল আমিন নার্সারি অ্যান্ড মোল্লা হর্টিকালচার সেন্টারে। নতুন জাতের এই আমের নাম রাখা হয়েছে 'মোল্লা-১ ইয়াসমিন'।

নার্সারির মালিক আতিয়ার রহমান মোল্লা বললেন, ব্রুনাইয়ের রাজপরিবারের বাগান পরিচর্যার কাজ করতেন তাঁর প্রতিবেশী ইউসুফ আলী। সেখানকার গাছে তিনি ওই আম দেখেন। ছয় বছর আগে বাড়ি আসার সময় ইউসুফ আলী আমগাছের চারটি 'শাইওন' (গাছের মাথার কচি ডাল বা ডগা) নিয়ে আসেন। সেটি দিয়ে তিনি বাড়িতে দেশি জাতের আমগাছে কলম করেন। দুই বছর পর ওই কলমের গাছে দেড় কেজি ওজনের একটি আম ধরে। ইউসুফের বাড়িতে গিয়ে আতিয়ার রহমান নতুন জাতের ওই আম গাছে ঝুলতে দেখেন। পরে আতিয়ার আমগাছটির একটি ডাল এনে নিজের নার্সারিতে দেশি জাতের আমগাছে কলম দেন। দুই বছর পর সেই গাছে দুই কেজি ওজনের দুটি আম ধরে। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালে ওই গাছে আটটি আম আসে। শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি আমের আকার দেখে অবাক হন। দেখেন, সবচেয়ে বড় আমটির ওজন চার কেজি এবং ছোটগুলো দুই কেজি করে। স্থানীয় কৃষি মেলায় তিনি ওই আম প্রদর্শন করে সবাইকে চমকে দেন। পরে ওই আমের চারাটি কৃষি বিভাগের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

আতিয়ার রহমান আরও বলেন, আমগাছটিতে বাড়তি কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন পড়েনি। মাঘ মাসে গাছে মুকুল আসে। বোঁটা বেশ শক্ত। তাই ঝড়-বৃষ্টিতেও আম ঝরে পড়েনি। কাঁচা আম গাঢ় সবুজ রঙের। পাকলে সবুজের সঙ্গে কিছুটা হলুদ আভা দেখায়। কাঁচা আম খেতে পেঁপের মতো। হালকা টক মিষ্টি। পাকা আমের স্বাদ দেশি মল্লিকার মতো। আঁশ নেই। আঁটি খুবই ছোট। আঁটির ওজন আমের মাত্র

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

মাগুরার শালিখার শতখালী গ্রামে আতিয়ার রহমানের নার্সারির গাছে বিশাল আকারের আম ● ছবি : প্রথম আলো

বাহরাইনে সিকল সেলে আরেকজনের মৃত্যু

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে রক্তরোগ সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত আরেক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম আলী হাসান মারুফ (৩৮)। চলতি বছরের শুরু থেকে তিনি জটিল সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় ভুগছিলেন। এ নিয়ে বাহরাইনে চলতি বছর মোট ১০ জন সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগীর মৃত্যু হলো।

মারুফের হৃৎপিণ্ড ঠিকমতো কাজ করছিল না। সালমানিয়া মেডিকেল কমপ্লেক্সে (এসএমসি) তিন দিন ধরে চিকিৎসা নেওয়ার পর গত শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ছোট ভাই ৩৫ বছর বয়সী হানিও বংশানুক্রমিক রক্তরোগে ভুগে ২০১৫ সালে মারা যান। মারুফের আরেক ভাই হুসেন। তিনি পরপর চার ভাইকে হারিয়ে শোকাভিভূত। তাঁদের দুজন সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় ভুগে মারা যান। হুসেনের অভিযোগ, এসএমসিতে মারুফ ঠিকমতো চিকিৎসা পাননি। এ জন্য তিনি ডাক্তারের প্রতি ক্ষোভ দেখালে কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিয়েছিল।

বাহরাইনে মোট ৩১ জন রোগী সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় গত বছর মারা গেছেন। ২০১৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ৪৬।

সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ

মানিকগঞ্জের কাঁচা মরিচ কাতার ও বাহরাইনে

আবদুল মোমিন, মানিকগঞ্জ ●

মানিকগঞ্জে এ বছর কাঁচা মরিচের ব্যাপক আবাদ হয়েছে। ফলনও হয়েছে ভালো। এসব মরিচ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। কাতার, বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও যাচ্ছে এ জেলার কাঁচা মরিচ।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মরিচ চাষের জন্য বেলে-দোআঁশ মাটি বেশ উপযোগী। এ কারণে জেলার শিবালয়, হরিরামপুর, দৌলতপুর ও ঘিওর উপজেলায় মরিচের চাষ ব্যাপক হয়। গত বছর জেলায় ৫ হাজার ৯০১ হেক্টর জমিতে এর আবাদ করা হয়েছিল। এতে উৎপাদিত হয় ৪৪ হাজার ২৫৫ মেট্রিক টন মরিচ। এ বছর ৭ হাজার ১০০ হেক্টর জমিতে মরিচের আবাদ করা হয়েছে। উৎপাদিত হয়েছে ৫৬ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন। এখানে বিন্দু মরিচের আবাদ হয়ে থাকে। এর আবার দুটি জাত আছে—সবুজ বিন্দু ও কালো বিন্দু। কালো বিন্দু দৌলতপুর এবং অন্যান্য উপজেলায় সবুজ বিন্দুর আবাদ বেশি হয়।

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ফেব্রুয়ারির প্রথম থেকেই তাঁরা জমিতে মরিচের চারা রোপণ করেন। দেড় মাস পর গাছ থেকে মরিচ তোলা শুরু হয়। বিন্দু মরিচের ঝাল সাধারণত একটু বেশি। মান ও স্বাদেও অনন্য। শিবালয়ের বরঙ্গাইল ও হরিরামপুরের ঝিটকায় মরিচের বড় হাট বসে।

সম্প্রতি একদিন দুপুরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে বরঙ্গাইল হাটে গিয়ে দেখা যায়, রিকশাভ্যান, ঘোড়ার গাড়ি, হিউম্যান হলার ও ছোট পিকআপ ভ্যান, এমনকি সাইকেলে করে বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষকেরা হাটে মরিচ নিয়ে আসছেন। তাঁদের কাছ থেকে খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা কিনে এসব মরিচ রাজধানী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠাচ্ছেন। কোনো কোনো বড় ব্যবসায়ী এই হাট থেকে মরিচ কিনে কাতার, সৌদি আরব, বাহরাইন ও দুবাইয়ে পাঠাচ্ছেন। এ জন্য হাটেই বিশেষভাবে মরিচ প্যাকেটজাত করা হচ্ছে।

এ সময় কথা হয় ঢাকার পাইকারি ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামের প্রতিনিধি সেদু মিয়ার সঙ্গে। তিনি বলেন, এই হাট থেকে ১০ মে তিন টন কাঁচা মরিচ কেনা হয়। প্যাকেটজাত করার পর ট্রাকে করে সেগুলো হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেওয়া হয়। এরপর বিমানে করে কুয়েতে পাঠানো হয়।

অপর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হান্নান মিয়া বলেন, তিনিও এই হাট থেকে সাড়ে তিন টন মরিচ কিনেছেন। কার্টনে ভরে সেগুলো উড়োজাহাজে করে সৌদি আরবের রিয়াদে পাঠানো হবে।

হাটে মরিচ বিক্রি করতে আসা ঘিওরের শোলধারা গ্রামের কৃষক খন্দকার আবদুল আহাদ বলেন, প্রতি মণ মরিচ উৎপাদনে ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা খরচ হয়েছে। প্রতি মণ মরিচ ৮০০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে সাত মণ মরিচ বিক্রি করেছেন।

শিবালয়ের বনগ্রাম গ্রামের কৃষক আবদুল আলী বলেন, গত বছর তিনি দুই বিঘা জমিতে মরিচের আবাদ করেছিলেন। লাভ ভালো হওয়ায় এবার তিনি তিন বিঘা জমিতে মরিচের চারা রোপণ করেছেন। তবে এ বছর প্রচণ্ড খরায় জমিতে কিছু কিছু মরিচের গাছ মারা গেছে। তবু তিনি লাভের আশা করছেন। তিনিও সাত মণ মরিচ বিক্রি করেছেন।

সাধন কুমার হোড় নামের এক আড়তদার বলেন, কাঁচা মরিচের নির্দিষ্ট কোনো দাম নেই। দুই দিন আগে তিনি প্রতি মণ ১ হাজার ২০০ টাকা করে কিনেছেন। কয়েক দিন পর তিনি প্রতি মণ ১ হাজার টাকায় কিনছেন। তবে এবার কৃষকেরা ভালো দাম পাচ্ছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আলীমুজ্জামান মিয়া বলেন, মানিকগঞ্জে উপযুক্ত মাটির কারণেই মরিচের ঝাল ও স্বাদ অনন্য হয়। আর তাই এখানকার মরিচের চাহিদাও বেশি। সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলে কৃষকেরা আরও লাভবান হবেন।

আসছে ভ্রাম্যমাণ পেট্রল স্টেশন

পেট্রলপাম্পে আর দীর্ঘ অপেক্ষা নয়

কাতার প্রতিনিধি ●

পেট্রলপাম্পে অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে কাতারে আরও ভ্রাম্যমাণ জ্বালানি স্টেশন খোলা হবে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে কাতার জ্বালানি সংস্থা ওকুদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ২৮ মে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

জ্বালানি প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চাহিদার কথা বিবেচনা করে শিগগিরই নির্দিষ্ট জায়গায় ২০টি ভ্রাম্যমাণ স্টেশন মোতায়েনের ব্যবস্থা করা হবে।

কাতার জ্বালানি সংস্থার (ওকুদ) প্রধান নির্বাহী ইব্রাহিম জাহাম আলকুবারি বলেন, 'পেট্রল স্টেশনগুলোতে বিদ্যমান দীর্ঘ গাড়ির সারি কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা আগের তুলনায় আরও দ্রুতগতিতে ভ্রাম্যমাণ পেট্রল স্টেশন সম্প্রসারণে কাজ করছি। ইতিমধ্যে আমরা বণ্টনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ জ্বালানি ট্যাংকগুলো বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করার লক্ষ্যে চুক্তি চূড়ান্ত করেছি।'

আলকুবারি আরও বলেন, 'বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ছয়টি মোবাইল জ্বালানি স্টেশন বিভিন্ন কৌশলগত অবস্থানে কাজ করছে। শিগগিরই আমরা আরও ২০টি স্টেশন স্থাপন করতে যাচ্ছি। পেট্রল স্টেশনগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোম্পানি আরও ৩০টি নতুন ভ্রাম্যমাণ পেট্রল ট্যাংক স্থাপনের আদেশ দিয়েছে। এগুলো আগামী তিন মাসের মধ্যে বিতরণ উপযোগী করা হবে।'

ওকুদের প্রধান নির্বাহী আরও বলেন, 'আমরা আশা করছি, নতুন ভ্রাম্যমাণ জ্বালানি স্টেশনের মাধ্যমে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে। এ ছাড়া এসব জ্বালানি স্টেশন ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যাবে।'

আলকুবারি আরও বলেন, দেশের সব ওকুদ পেট্রল স্টেশনে জ্বালানি সরবরাহের পাইপগুলোর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কাজ চলছে। ৬ জুনের মধ্যে কাজ শেষ হচ্ছে। এই কাজটি শেষ হলে সব ওকুদ জ্বালানি স্টেশনের পাইপ বড় হবে। এর ফলে যেকোনো বণ্টনকারী মেশিন থেকে যেকোনো দিকের গাড়িতে জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে। জ্বালানি স্টেশনের বেশির ভাগ জ্বালানি

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

মোতায়েনের অপেক্ষায় কয়েকটি ভ্রাম্যমাণ জ্বালানি স্টেশন ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

জার্মান বাবার খোঁজে...

শরিফুল হাসান ●

নয় মাস বয়সে বাবাকে শেষ দেখেছিল ছেলেটি। তার বোনের বয়স তখন ছয়। ৪৫ বছর ধরে নিখোঁজ বাবার স্মৃতি বলতে ছেলেটির সম্বল কয়েকটি ছবি। আর মেয়েটির আছে ঝাপসা স্মৃতি। তবে ওদের ৭৫ বছর বয়সী মায়ের কাছে স্বামীর স্মৃতি এখনো উজ্জ্বল। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর স্বামীর খোঁজটা অন্তত চান।

মোহাম্মদ হানিফ আর নাইয়ার সুলতানা দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছেন নিখোঁজ বাবা জার্মানির নাগরিক পিটার আইককে। বাংলাদেশে ব্যবসা করতে এসে পারিবারিকভাবে তাঁদের মা চাঁদ সুলতানার সঙ্গে পিটারের বিয়ে হয় ১৯৫৮ সালে। কিন্তু একাত্তরে নিখোঁজ হওয়ার পর ৪৫ বছরে আর খোঁজ মেলেনি পিটারের।

পিটার আইক জার্মান সেনাবাহিনীতে ছিলেন। চাকরি ছেড়ে ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশে আসেন। চট্টগ্রাম বন্দরে ঠিকাদারি করার পাশাপাশি ব্যবসা করতেন। সেখানেই ব্যবসা সূত্রে জামালপুরের মোহাম্মদ তালুকদারের সঙ্গে পরিচয় হয়। একপর্যায়ে তালুকদারের ভাগনি চাঁদ সুলতানাকে বিয়ে করেন তিনি। এর আগে পিটার মুসলমান হন। তাঁর নতুন নাম হয় মো. ইউসুফ আইক। এই দম্পতি চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে বসবাস করতে শুরু করেন। তবে ব্যবসায়িক কাজে তিনি ১৯৭০ সালে স্ত্রীকে নিয়ে করাচি চলে যান। সেখানকার পার্সিয়ান হাউজিং সোসাইটির ১ নম্বর সড়কে থাকতেন।

১৯৭০ সালের ২২ মে খইয়াম সিনেমা হলের কাছে করাচির প্লাসা ক্লিনিকে জন্ম হয় হানিফের। কিছুদিন পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ আঁচ করতে পারেন ইউসুফ আইক।

চাঁদ সুলতানা *প্রথম আলো*কে বলেন, যুদ্ধ শুরুর আগেই পিটার তাঁকে বলেন, তোমরা এখনই ছেলেমেয়ে নিয়ে জামালপুরে চলে যাও। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমি বাংলাদেশে আসব। ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা দেশে আসেন। তখন হানিফের বয়স নয় মাস। যুদ্ধ শেষ হয়। অপেক্ষায় থাকেন চাঁদ সুলতানা। কিন্তু স্বামীর আর খোঁজ মেলে না।

জামালপুরের আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে ১৯৯৩ সালে ডিগ্রি পাস করে দুবাই চলে যান চাঁদ-পিটার দম্পতির ছেলে হানিফ। ২০০৮ সালে যান ফ্রান্সে। বিদেশের পাট চুকিয়ে ২০১১ সালে দেশে এসে স্থায়ী হন। ২০১৫ সালে তিনি মনস্থির করেন, এবার বাবাকে খুঁজে বের করবেনই। শুরু হয় হানিফের নতুন লড়াই।

হানিফ জানান, ২০১৫ সালের ২২ ডিসেম্বর ঢাকার জার্মান দূতাবাসে বাবার খোঁজে চিঠি লেখেন। জার্মান দূতাবাস থেকে ৫ জানুয়ারি দেওয়া জবাবে বলা হয়, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে তারা জার্মানির কোনো নাগরিকের তথ্য দেবে না। এর বদলে জার্মানির জন্মনিবন্ধন অফিসে পিটারের খোঁজ করতে বলা হয়। পরে আরেক চিঠিতে বলা হয়, প্রয়োজনে হানিফ জার্মানির পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে এ জন্য হানিফকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি পিটারের ছেলে। বিয়ের কাবিননামাও দেখাতে হবে।

হানিফ জানান, মায়ের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন কাবিননামা, গয়নাগাটি সবকিছুই পাকিস্তানে ছিল। কারণ, তাঁর মা ভেবেছিলেন, কিছুদিন পরেই আবার স্বামীর কাছে ফিরবেন। তবে তাঁর মা জানিয়েছেন, তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ময়মনসিংহের গুলকীবাড়ীতে। যে কাজি বিয়ে পড়িয়েছিলেন, তাঁর খোঁজ করে জানতে পারেন, ওই কাজি মারা গেছেন। আর ১৯৫৮ সালের কাবিননামাগুলো যুদ্ধে পুড়ে গেছে। হতাশ হন হানিফ।

চাঁদ সুলতানার মামাতো ভাই সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা লে. কর্নেল জালালউদ্দিন বলেন, 'আইক আর সুলতানার বিয়েতে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি স্কুলে পড়ি। বিয়ের পর চট্টগ্রামে ওদের বাড়িতেও গিয়েছি অনেকবার। ১৯৬৭ সালে আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিই। ওরা পাকিস্তানে চলে আসার পরও দেখা হয়েছে। ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসেও করাচিতে আইকের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ আড্ডা হয়েছে। পরে আর খোঁজ পাইনি।'

এর মধ্যে ঘটে অন্য এক ঘটনা। জামালপুরে হানিফকে দেখতে পেয়ে একদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি পিটার আইকের ছেলে? কারণ, তুমি দেখতে পিটারের মতোই।' ওই ভদ্রলোক নিজেকে মোহাম্মদ হাকিম বলে পরিচয় দেন। তিনি জানান, চট্টগ্রামের এ কে খান কোম্পানিতে লেদার শাখার ব্যবস্থাপক ছিলেন। তাঁর বস ছিলেন জার্মানের নাগরিক মিরকো সিকাস। তাঁর সঙ্গে পিটার আইকের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। চট্টগ্রামে তাঁরা অনেক দিন একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন। চট্টগ্রামের জার্মান দূতাবাসের কনস্যুলার হেরাল্ড ফিক্সও তাতে যোগ দিতেন। ফিক্সের ছেলে গিডোকেও তিনি চেনেন।

হাকিম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পিটার আইকের সঙ্গে চাঁদের বিয়ের পুরো ঘটনা আমি জানি। দিনের পর দিন একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। সিকাস আর আইক খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। ফিক্স সেখানে আসতেন। আমি মনে করি, ফিক্সের খোঁজ পেলেই পিটারের খোঁজ মিলবে।'

জার্মান দূতাবাসের কর্মকর্তা ফিক্সের সঙ্গে তাঁর বাবার ঘনিষ্ঠতার খবরে আশাবাদী হয়ে ওঠেন হানিফ। এ বছরের ২৩ জানুয়ারি আবার তিনি জার্মান দূতাবাসে চিঠি দেন। তাতে বলেন, চট্টগ্রামের জার্মান কনস্যুলার হেরাল্ড ফিক্সের সঙ্গে তাঁর বাবার যোগাযোগ ছিল। কাজেই হেরাল্ডকে খুঁজে পেলে বাবার খোঁজ পাবেন। কিন্তু দূতাবাস থেকে বলা হয়, প্রয়োজনে তিনি জার্মানির পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

সন্তানদেরসহ পিটার ও চাঁদ সুলতানার বিভিন্ন সময়ের ছবি। পারিবারিক অ্যালবাম থেকে নেওয়া

বিশ্বমানে উন্নীত হচ্ছে বাহরাইনের কারাগার

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে কারাগার সংস্কারে এক ব্যাপক কর্মসূচি নিচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে রয়েছে কারা-সুবিধা বাড়ানো, বন্দীদের আইনি অধিকার সংরক্ষণসহ নানা উদ্যোগ। এর ফলে এ দেশের কারাগার বিশ্বমানে উন্নীত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাহরাইনে পেশাদার পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে ও কারাগারের আধুনিকীকরণে পাঁচ বছর ধরে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, নতুন সংস্কার কর্মসূচি তারই অংশ।

গত ২৫ মে আটক ব্যক্তি ও বন্দীদের অধিকার রক্ষাবিষয়ক কমিশন 'প্রিজনার্স অ্যান্ড ডিটেইনিজ রাইটস কমিশন (পিডিআরসি)'-এর সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদনে এ কর্মসূচির বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। এর আগে গত বছরের নভেম্বরে কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল 'জো' কারাগার আকস্মিক পরিদর্শন করে। পিডিআরসি বলেছে, নতুন কারা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে কারা পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজ শুরু করেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, কারাগার সংস্কারে পিডিআরসির নয়টি সুপারিশের আটটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে বা বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। কমিশনের প্রতিবেদনের জবাবে মন্ত্রণালয় বলেছে, 'পিডিআরসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে কারা কর্মকাণ্ড পরিচালনা, কারা-সুবিধা ও বন্দীদের জীবনমানের উন্নয়নে কমিশনের প্রচেষ্টাকে আমরা স্বীকৃতি দিই ও স্বাগত জানাই।'

মন্ত্রণালয় বলেছে, দুর্ব্যবহারের জন্য কারারক্ষীদের জবাবদিহির আওতায় আনা, কারাগারে নতুন সুবিধা যেমন—শ্রেণিকক্ষ ও খেলার স্থান তৈরি, বন্দীদের ধর্মীয় আচার পালনের স্বাধীনতা দেওয়া, তাঁদের আইনি অধিকার আদায়ের সুযোগ দেওয়া, পরিবার এবং প্রিয়জনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের অধিকার দেওয়ার মতো বিষয়গুলোতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, কমিশনের নয়টি সুপারিশের আটটিই এই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আটটির মধ্যে একটি সুপারিশ নিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

কাঁঠাল

এখন চলছে ফলের মৌসুম। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন আম, কাঁঠাল, লিচুসহ নানা জাতের ফল পাওয়া যাচ্ছে। ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলায় একটি গাছে প্রচুর কাঁঠাল ধরেছে। গাছে উঠে পাকা কাঁঠাল খুঁজছে এক কিশোর। সম্প্রতি উপজেলার দাদপুর ইউনিয়নের কোন্দারদিয়া এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো